৭.৬.২। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u> প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের অঙ্গভিত্তিক বাস্তলবায়ন কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(ক) <u>সড়কবাতি মেরামতঃ</u> প্রকল্পের ডিপিপিতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সড়কের ৩৫০০টি সড়কবাতি মেরামত/প্রতিস্থাপন কাজের জন্য ১৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে খুলনা শহরের ''ক'' অঞ্চলের প্রধান ও অভ্যন্তলরীণ সড়কে ২৩২৪টি বাতি, ''খ'' অঞ্চলের অভ্যন্তলরীন সড়কে ১১৫১টি বাতি এবং খান-এ-সবুর রোড আইল্যান্ডে ১৭৫টি সড়কবাতি পুনঃস্থাপন বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকার চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩৭৫০টি বাতিই (১০০%) স্থাপন/প্রতিস্থাপন করা হয় এবং এজন্য ব্যয় হয় ১৪৯.৩৬ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তিমূল্যের ৯৯.৫৭%) বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

(খ) <u>সীমানা প্রাচীর/কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর মেরামতঃ</u> প্রকল্পের ডিপিপিতে ২০০০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৭টি কবরস্থান, ৩টি শ্মশান, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গ্যারেজ ও বাংলো এবং ইসলামাবাদ দরগার সীমানা প্রাচীর সহযোগে মোট ১২টি স্কীমের কাজ বাবদ ১০০.৬৭ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে এ বাবদ ব্যয় হয় ১০০.০০ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলনের ১০০% এবং চুক্তিমূল্যের ৯৯.৩৩%)। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(গ) <u>কাঁচা বাজার মেরামতঃ</u> প্রকল্পের ডিপিপিতে কাঁচা বাজার ও মাছ বাজার মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজে মোট ৩৫০০ বর্গমিটার নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কাজের জন্য ২৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ১২টি বাজার (কাঁচা বাজার ও মাছ বাজার) এবং ১টি কসাইখানার শেড সংস্কার, মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজের জন্য ২৫১.৮৭ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে ব্যয় হয় ২৪৯.৩২ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলনের ৯৯.৭৩% এবং চুক্তিমূল্যের ৯৮.৯৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) <u>খেয়াঘাট মেরামতঃ</u> প্রকল্পের আওতায় ৪টি খেয়াঘাট মেরামত ও পুনঃনির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ১২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবায়নকালে রূপসা, বড়বাজার ও দৌলতপুর ঘাটে ৪টি পন্টুনসহ গ্যাংওয়ে স্থাপন এবং এসব স্থাপনের জন্য নদীর তীর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ১২০.০০ লক্ষ টাকা চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তবে এজন্য ব্যয় হয় ১১৯.৭০ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্যেও ৯৯.৭৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঙ) <u>গ্যারেজ শেড মেরামতঃ</u> প্রকল্পের এ অঙ্গের আওতায় ৫০০ বর্গমিটার গ্যারেজ শেড মেরামত ও পুনঃনির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ৪০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে খুলনা শহরের ক্লে ট্যাংকস্থ গ্যারেজে ২টি নতুন শেড নির্মাণ, পুরাতন শেড ও বিভিন্ন গোডাউন সংস্কার, পৌর গ্যারেজের মেঝে পুনঃনির্মাণ এবং ট্রেসিং গ্রাউন্ডে শেড নির্মাণের জন্য মোট ৩৯.৫০ লক্ষ টাকার চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ কাজে ব্যয় হয় ৩৯.২০ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮% ও চুক্তিমূল্যের ৯৯.৪৫%)। এ কাজে বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(চ) <u>ভবন মেরামত ও সংস্কারঃ</u> প্রকল্পের ডিপিপিতে ৪৫০০০ বর্গফুট ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পৌর সুপার মার্কেট, পুরাতন নগর ভবন, অতিথি ভবন ও অফিসার্স ভবন সংস্কার কাজের জন্য মোট ৫০.৭০ লক্ষ টাকার চুক্তি সম্পাদিত হয়। তবে কাজ শেষে ব্যয় হয় ৪৮.৫৮ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭.১৬% এবং চুক্তিমূল্যের ৯৫.৮২%)। এ অর্থ ব্যয়ে চুক্তিভুক্ত সমুদয় কাজ (১০০%) সম্পন্ন করা হয় বলে প্রকল্প পরিচালক ও পিসিআর হতে জানা গেছে ।

৭.৭। <u>প্রকল্প পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ</u> স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় খুলনা সিটি করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিগত ২২-০৯-২০১০ তারিখে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী এবং অন্যান্য প্রকৌশলী/কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিদর্শনকালে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয় এর সঙ্গে সাক্ষাতকালে তিনি জানান যে, সম্পাদিত কাজের মান ভাল এবং তা শতভাগ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বৃষ্টির কারণে সামান্য কিছু কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে বর্তমানে তা চলমান রয়েছে এবং অবিলম্বে শেষ হবে। তিনি কাজের মানের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনকালে পরিদর্শিত কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কাজের নাম	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
১।	টুটপাড়া কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	টুটপাড়া কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রাচীরের ভিতরের অংশে প্লাষ্টার এবং বাইরের অংশে টাইলস্ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কবরস্থানে প্রবেশের জন্য ২টি স্টীলের গেট নির্মাণ হয়েছে। এজন্য চুক্তিমূল্যের ২২.৯৮ লক্ষ টাকা হতে ২২.৯৮ লক্ষ টাকাই (১০০%) ব্যয় হয়। কাজের মান সন্তোলষজনক।
২।	ময়লাপোতা সন্ধ্যা বাজারের	ময়লা পোতা সন্ধ্যা বাজারের নীচ তলায় কতিপয় টিনশেড স্থাপনসহ সংস্কার কাজ

ক্রমিক	কাজের নাম	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
	নীচতলা সংস্কার	এবং বাজারের পাকা একতলা ভবনের উপরে দ্বিতীয় তলা নির্মাণের কাজ (২০০ বর্গমিটার) করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে একটি অংশে হোয়াইটওয়াশ এর ফিনিশিং কাজ অব্যাহত ছিল। মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কাজটি সমাপ্ত হয়েছে এবং ২য় তলা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
৩।	ময়লাপোতা সন্ধ্যা বাজারের ২য় তলা সংস্কার/পুনঃনির্মাণ	
৪।	মিস্ত্রীপাড়া বাজারের শেড সংস্কার	খুলনা শহরের মিস্ত্রীপাড়া বাজারে প্রায় ৩৯টি টিনশেড দোকান ঘর তৈরী, পুরাতন শেড মেরামত, অভ্যন্তলরীন সিসি রাস্তা ও নর্দমা সংস্কার ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। কাজ ১০০% সম্পন্ন ও গ্রহীতাদের নিকট হস্তান্তলর করা হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক। তবে ২টি দোকানের পিছনের দেয়ালের স্কাটিং এর উপরে ৩/৪ বর্গফুট স্থানজুড়ে স্যালাইনিটি লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, খুলনা লবণাক্ততা প্রবণ এলাকা, এখানে লবণাক্ততা প্রতিরোধ সাধারণ উপায়ে সম্ভব হয় না।
৫।	মিস্ত্রীপাড়া বাজারের দোকান শেড সংস্কার	
৬।	রূপসা ঘাটে ২টি পন্টুনসহ গ্যাংওয়ে স্থাপন	প্রকল্প পরিদর্শনকালে খুলনায় নির্মিত ও খুলনা ও রূপসা ঘাটে স্থাপিত ২টি পন্টুনসহ গ্যাংওয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এতে দেখা যায় ২টি পন্টুন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং রুপসা ঘাটে তা স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু পন্টুনে ওঠার জন্য দু'টি স্টীলের গ্যাংওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হলেও ১টি গ্যাংওয়ে সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি। এতে নির্মিত পন্টুন দু'টি পথচারী ও পারাপারকারীদের প্রয়োজনে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে উপস্থিত প্রধান প্রকৌশলী জানান আগামী পনের দিনের মধ্যে এ গ্যাংওয়ে দু'টি সঠিকভাবে স্থাপন করা হবে। এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে জানা যায় যে, তা যথাযথভাবে স্থাপিত হয়েছে।
৭।	ক্লে ট্যাংক গ্যারেজের নতুন ২টি শেড ও পুরাতন শেড সংস্কারসহ বিভিন্ন গোডাউন সংস্কার/মেঝে পুনঃনির্মাণ	পরিদর্শনকালে দেখা যায়, এ স্থানে ইতোমধ্যে ১টি নতুন শেড নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি শেডের টিনের চালা ও স্টীলের কলাম মেরামত ও পেইন্টিং, মেঝে উচুঁ করা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে অপর একটি শেডে পেইন্টিং এর কাজ অব্যাহত ছিল। এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পেইন্টিং সম্পন্ন হয়েছে। এ সময় লক্ষ্য করা যায় যে, গ্যারেজের শেডের মেঝে উচুঁ করা, ক্লে ট্যাংক এলাকার গ্রাউন্ড লেভেল হতে গাড়ী গ্যারেজে প্রবেশের জন্য সিসি র‍্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। এ সিসি ঢালাই পুরাতন ঢালাই এর সঙ্গে সম্পুর্ণরূপে মিশে যায়নি। কিছুটা গ্যাপ রয়েছে, যা সিমেন্ট দ্বারা পুরণ করা দরকার। প্রধান প্রকৌশলী তা সম্পন্ন করা হবে বলে জানান এবং এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে তিনি জানান যে, কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবস্থাঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঘুর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসন, যেমন- (ক) খুলনা মহানগরীর ক্ষতিগ্রস্ত ভৌত সুবিধাদির মেরামত; (খ) ক্ষতিগ্রস্ত মার্কেট সমূহের মেরামত ও উন্নয়ন; এবং (গ) ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মহানগরীর বিদ্যমান নাগরিক সুবিধাদির উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঘুর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যেমন- (ক) খুলনা মহানগরীর ক্ষতিগ্রস্ত ভৌত সুবিধাদি মেরামত করা হয়েছে; (খ) ক্ষতিগ্রস্ত মার্কেট সমূহের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে ; এবং (গ) ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মহানগরীর বিদ্যমান নাগরিক সুবিধাদির উন্নয়ন ও পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়েছে।

৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। সমস্যাঃ

১০.১। প্রকল্পটির বাস্তবায়নে ডিপিপি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৬ মাস সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ডিএসএল যথাসময়ে পরিশোধিত না হওয়ায় যথাসময়ে এ প্রকল্পের অর্থ ছাড় হয়নি। ফলে প্রাপ্য অবশিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তির জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়েছে। সমস্যাটি প্রকল্প বহির্ভূত হলেও এ কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়। এ পরিস্থিতি অনভিপ্রেত।

১০.২। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে ০.৮৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে, যা এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যন্তলঅ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়নি এবং এ পর্যন্তল প্রকল্পের সকল দায় নিরূপণ শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করে ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ করা হয়নি ।

১০.৩। প্রকল্পের আওতায় খুলনা শহরের মিস্ত্রীপাড়া বাজারে নির্মিত টিনশেড দোকান ঘরের ২/১টির পিছনের দেয়ালের স্কাটিং এর উপরে ৩/৪ বর্গফুট স্থানজুড়ে স্যালাইনিটি লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, খুলনা লবণাক্ততা প্রবণ এলাকা, এখানে লবণাক্ততা প্রতিরোধ সাধারণ উপায়ে সম্ভব হয় না।

১০.৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের ৩টি অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়ের উপর নিরীক্ষা সংক্রান্ত স্পষ্ট কোন তথ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সটিকভাবে না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত আর্থিক নিয়মনীতি অনুসরণ বিষয়ে নিরীক্ষা কর্মকর্তা/অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ জানা যায়নি।

১১। সুপারিশঃ

১১.১। সিটি কর্পোরেশনসমূহের ডিএসএল যথাসময়ে পরিশোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সময়ানুগ উদ্যোগ প্রয়োজন। অন্য দিকে ডিএসএলকে প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না করা অভিপেত।

১১.২। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে অব্যয়িত ০.৮৪ লক্ষ টাকা নিয়মানুসারে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা এবং প্রকল্পের সকল দায় পরিশোধ-অন্তেল ব্যাংক একাউন্টটি বন্ধ করা দরকার। এ বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশন/স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করতে পারে।

১১.৩। প্রকল্পের আওতায় খুলনা শহরের মিস্ত্রীপাড়া বাজারে নির্মিত টিনশেড দোকান ঘরে পরিলক্ষিত লবণাক্ততা আক্রান্ত প্লাষ্টার অপসারণ করে নতুন করে প্লাষ্টার দেয়া প্রয়োজন।

১১.৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর অবশিষ্ট অর্থবছরের অর্থ ব্যয়ের উপর নিরীক্ষা পরিচালনা হয়ে থাকলে আবশ্যক এবং নিরীক্ষা কর্মকর্তা/অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণের আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প
(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

০১। প্রকল্পের অবস্থান : বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকা
০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (বিসিসি)
০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ
০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্তি পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০৫১.২৬ সম্পূর্ণ জিওবি	-	২০৫০.৯৫ সম্পূর্ণ জিওবি	এপ্রিল, ২০০৮ হতে জুন, ২০০৯	-	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০	কোন ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি	১ বছর (৭১.৪৩%)

০৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u> প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে। গত ১৯-১২-২০১০ তারিখে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন হতে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরিত এ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) এর একটি অনুলিপি আইএমইডিতে পাওয়া যায়। তবে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে গত ৩১-১২-২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ এর মহা-পরিচালক (কর্তৃত্বপ্রাপ্ত অফিসার) কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত PCR আইএমইডিতে পাওয়া যায়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং বিভাগ হতে প্রাপ্ত PCR অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) নীচের সারণীতে প্রদর্শিত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	ওয়েট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)		
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (অঙ্গের%)	বাস্তব (প্রকল্পের%)
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**
১।	বিসি রোড	০.৪৮৭	১০০০.২০	৩৩.৩৪ কিঃমিঃ	১০৭০.৫০ (১০৭.০৩%)	৩৫.৯০ কিঃমিঃ (১০৭.৬৮%)	৫২.৪৪%
২।	এইচবিবি রোড	০.১৫৬	৩২০.৯৪	১৩.৫৩ কিঃমিঃ	৩১০.৫০ (৯৬.৭৫%)	১৩.২৫ কিঃমিঃ (৯৭.৯২%)	১৫.২৮%
৩।	আরসিসি ড্রেন	০.১৬৯	৩৪৮.২৭	১০.০০ কিঃমিঃ	৩০৬.৫৭ (৮৮.০৩%)	৮.৬০ কিঃমিঃ (৮৬%)	১৪.৫৩%
৪।	আরসিসি ব্রীজ	০.০২৩	৪৫.০০	১টি	৪৫.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)	২.৩০%
৫।	ক্রস ড্রেন	০.০২৪	৫০.০০	৩৩টি	৫০.০০ (১০০%)	৩৩টি (১০০%)	২.৪০%
৬।	বক্স কালভার্ট	০.০৪৯	১০০.৪০	৯টি	১০০.৪০ (১০০%)	৯টি (১০০%)	৪.৯০%
৭।	প্যালাসাইডিং	০.০৬০	১২১.৯২	৪.৯৯ কিঃমিঃ	১০৬.২৮ (৮৭.১৭%)	৪.৩৫ কিঃমিঃ (৮৭.১৭%)	৫.২৩%
৮।	মাটি ভরাট	০.০৩২	৬৪.৫৩	৫২৮১৩.০০ঘণ মিঃ	৬১.৭০ (৯৫.৬১%)	৫০৫০০.০০ ঘণমিঃ (৯৫.৬২%)	৩.০৬%
	মোটঃ	**১.০০০**	**২০৫১.২৬**	**১০০%**	**২০৫০.৯৫ (৯৯.৯৮%)**	**১০০%**	**১০০%**

০৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নকালে দেখা যায় যে, ৪টি কাজের অঙ্গ, যথা-এইচবিবি রোড, আরসিসি ড্রেন ও প্যালাসাইডিং নির্মাণ এবং মাটি ভরাট খাতে যথাক্রমে ২.৮১ কিঃমিঃ (২.০৮%), ১.৪০ কিঃমিঃ (১৪%), ০.৬৪ কিঃমিঃ (১২.৮৩%), ২৩১৩ ঘঃমিঃ (৪.৩৮%) কাজ সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু বিটুমিনাস কার্পেটিং রোডে ৭.৬৮% বা ২.৮১ কিঃমিঃ বেশী নির্মাণ করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি ১০০%ই অর্জিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প

পরিচালক এর অবর্তমানে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, রাস্তার বৈশিষ্ট্য, পারিপার্শ্বিকতা, নির্মাণকালীন অবস্থা, যেমন- রাস্তার মোড়, ২টি রাস্তার সংযোগস্থল ইত্যাদির কারণে কয়েক স্থানে রাস্তা নির্ধারিত দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমন্বয় করে চেয়ে কিছুটা কম-বেশী নির্মাণ করতে হয়েছে।

০৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ ২০০৭ সালের বন্যায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর এলাকায় অবস্থিত কাঁচা-পাকা বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রভূতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের বিশেষ সাহায্য ছাড়া বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর পক্ষে গ্রতিগ্রস্ত এ সকল অবকাঠামো ও স্থাপনাসমূহ পুনর্বাসন করা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে ৩৫.৮২ কোটি টাকার আনুমানিক প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০০৫৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভা প্রস্তাব মোতাবেক প্রকল্প ব্যয় হ্রাস পূর্বক যুক্তিসংগত পর্যায়ে নির্ধারণ করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সমূহ পুনর্বাসন।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ প্রকল্পটির ডিপিপি গত ০৯-০৪-২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২০৫১.২৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০০৮ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। গত ১০-০৪-২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্পটির অনুমোদন আদেশ এবং ২৪-০৪-২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। কিন্তু যথাসময়ে প্রকল্পের প্রাক্কলিত সমুদয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রাক্কলিত কাজসমূহ ডিপিপি নির্ধারিতভাবে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে পরবর্তীতে এর মেয়াদ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। তবে প্রকল্পটি প্রকল্পটি সংশোধিত হয়নি। বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়/সমাপ্ত ঘোষিত হয়।

৭.৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ১ জন প্রকৌশলী এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প পরিচালক বদলী করা হয়নি। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	চাকুরীর ধরণ	দায়িত্বের ধরণ
১	২	৩	৪
জনাব খান মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, ১৩৭৫০/- ১৯২৫০/-	০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত	খন্ডকালীন নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করেন। তিনি প্রকল্প হতে কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি। এ প্রকল্পে পৃথক নিজস্ব কোন জনবলের সংস্থান ছিলনা। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর প্রকৌশল বিভাগের নিজস্ব জনবলকে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত করা হয়।

৭.৫। প্রকল্পের অর্থায়ন ও সার্বিক অগ্রগতিঃ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের (সম্পূর্ণ জিওবি) অর্থে এডিপি-তে বরাদ্দ প্রাপ্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পে কোন প্রকল্প সাহায্য বা বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর নিজস্ব তহবিলের অনুদান ছিল না। পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত মোট ২০৫১.০০ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলনের ৯৯.৯৯%) বরাদ্দ ও অবমুক্ত করা হয়, তন্মধ্যে ব্যয় হয় ২০৫০.৯৪ লক্ষ টাকা (অবমুক্তির ৯৯.৯৯৭%)। এ সময়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি লক্ষমাত্রার প্রায় ১০০% অর্জিত হয়। অর্থবছরের ভিত্তিতে ডিপিপি'র সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যানুসারে ব্যয়, বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	ডিপিপি'র সংস্থান		সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		টাকা অবমুক্তি	সমাপ্তি পর্যন্ত অগ্রগতি		অব্যয়িত অর্থ
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব		ব্যয়	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০০৮-০৯	২০৫১.২৬	১০০%	৬০০.০০	৫০%	৬০০.০০	৬০০.০০	৫০%	০.০০
২০০৯-১০	০.০০	০	১৪৫১.০০	৫০%	১৪৫১.০০	১৪৫০.৯৪	৫০%	০.০৫২২৪
মোটঃ	**২০৫১.২৬**	**১০০%**	**২০৫১.০০**	**১০০%**	**২০৫১.০০**	**২০৫০.৯৪**	**১০০%**	**০.০৫২২৪**

(খ) এ প্রকল্পের জন্য বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, বরিশাল শাখায় ৭৪১৯.৩৩ টাকা জমা প্রদান পূর্বক ৩১/০৮/২০০৮ তারিখে পৃথক একটি একাউন্ট খোলা হয়, যার নম্বর ০০৩২ ১৩১০০০০০৩০ ৯। গত

০৩/০২/২০০৯ তারিখে এ একাউন্টে জমা ছিল ৪,২৩৫/- টাকা। পরবর্তীতে গত ০৭/১২/২০০৮ তারিখে দি প্রিমিয়ার ব্যাংক, বরিশাল শাখায় পৃথক আর একটি একাউন্ট খোলা হয়, যার নম্বর ০১১৮ ১৩৪০০০০০২২১। গত ১৮/০১/২০১১ তারিখে এ একাউন্টে জমা ছিল ০৯,৫৬,৩৮৮/- টাকা। এছাড়াও গত ১৩/০৬/২০১০ তারিখে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, বরিশাল শাখায় পৃথক আরো একটি একাউন্ট খোলা হয়, যার নম্বর ০০৩২ ১৩১০০০০১০১ ১। গত ৩০/১২/২০১০ তারিখে এ একাউন্টে জমা ছিল ১৯,০৭,০৭৬/- টাকা। কিন্তু এ ৩টি একাউন্ট প্রকল্পের নামে নয়, একটি মেয়র বরিশাল সিটি কর্পোরেশন- এর নামে, অপর ২টি বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ফান্ড এর নামে। প্রকল্পের আওতায় জিওবি হতে প্রাপ্ত অর্থ এসব একাউন্টে জমা প্রদান ও উত্তোলন পূর্বক ব্যয় করা হয়।

(গ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে একাউন্টে প্রকল্পের ৫২২৪/- টাকা অবশিষ্ট ছিল বলে সমাপ্তি প্রতিবেদন এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের হিসাব রক্ষণ শাখা হতে জানা যায়। এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালে গত ০১/০২/২০১১ তারিখে সোনালী ব্যাংক, বরিশাল কর্পোরেট শাখার সরকারী হিসাব নম্বর ৩৭০০ এ জমা প্রদান/সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়। এ ছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে একাউন্টসমূহ হতে বিভিন্ন অর্থবছরে বিভিন্ন পরিমাণ লভ্যাংশ অর্জিত হয়, যা সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে কি না তা জানা যায়নি।

৭.৬। <u>প্রকল্প পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ</u> : স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিগত ২৪-০১-২০১১ এবং ২৫-০১-২০১১ তারিখে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় ১০৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৯০টি রাস্তা (বিটুমিনাস কার্পেটিং, হেরিং বোন বন্ড, সিসি, আরসিসি ও মাটির রাস্তা), রাস্তার পার্শ্ববর্তী ও অন্যান্য ৫৩টি নর্দমা (আরসিসি) ও ৩৩টি ক্রস ড্রেন, ৯টি বক্স কালভার্ট এবং ১টি আরসিসি ব্রীজ সহ ৪.৩৫ কিলোমিটার প্যালাসাইডিং নির্মাণ এবং ৫০৫০০ ঘণমিটার ভূমি উন্নয়ন কাজ করা হয়। পরিদর্শনকালে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ও সহকারী প্রকৌশলী/ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় কতিপয় বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা, এইচবিবি রাস্তা, সিসি রাস্তা, মাটির রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, ক্রস ড্রেন, রাস্তার পার্শস্থ ড্রেন, মাটি ভরাট ইত্যাদি কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত কাজসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কাজের নাম	কাজের বিবরণ	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য
১	২	৩	৪
১।	ওয়ার্ড-১০: চাঁদমারী হতে কেডিসি পর্যন্ত সংযোগ সড়ক ও নর্দমা নির্মাণ	প্রকল্পের ডিপিপিতে ৩০.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০০ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ৩ মিটার প্রশস্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং ৪০০ মিটার আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজের সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জন্য ২৭.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৩.৪ মিটার দীর্ঘ এবং ৪.৬০ মিটার প্রশস্ত এবং ১৮২ মিটার আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।	পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, কাজ বাস্তবায়ন কালে উক্ত রাস্তা পূর্বের চেয়ে প্রায় ১ ফুট বা তার চেয়ে বেশী করে উঁচু করা হয় যার মধ্যে আর্থ ফিলিং, বক্স কাটিং, বালি ভরাট, ম্যাকাডাম, কার্পেটিং, সিলকোটও পেইন্টিং কাজ রয়েছে। কাজটি ১০/০৯/২০০৮ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকালে কাজে তেমন সমস্যা লক্ষ্য করা যায়নি। তবে রাস্তার সার্ফেস আরো মসৃণ হওয়া কাঙ্খিত ছিল।
২।	ওয়ার্ড-৬: পোর্ট রোড ব্রিজ থেকে পলাশপুর ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ	প্রকল্পের ডিপিপিতে ৪০০ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ১.১ মিটার প্রশস্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজের জন্য ১৬.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। বাস্তবায়নকালে ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ এবং ০.৯৫ মিটার প্রশস্তত্ম আরসিসি ড্রেন নির্মাণ এবং একটি ১০.০০ মিটার দীর্ঘ ও ১.১০ মিটার প্রশস্ত রোড ক্রসিং ড্রেন নির্মাণ করা হয়। এতে ব্যয় হয় ১৫.৯৯ লক্ষ টাকা।	পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বাস্তবায়নকালে নির্ধারিত স্থানে আরসিসি ড্রেন ও ক্রস ড্রেন নির্মাণ এবং ড্রেনের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনানুসারে কভার সম্নাব স্থাপন কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ড্রেনে প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। কাজে তেমন কোন সমস্যা লক্ষ্য করা যায়নি। কাজটি ০৬/০৮/২০০৮ তারিখে সমাপ্ত হয়।
৩।	ওয়ার্ড-৪: স্ব-রোড থেকে শায়েস্তাবাদ রোড পর্যন্ত টাউন স্কুল রোড নির্মাণ	৫০০ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ৩.৫ মিটার প্রশস্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা ও ৩.৫০ মিটার দীর্ঘ ৬ মিটার প্রশস্ত প্যালাসাইডিং কাজ কাজের জন্য	পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, বাস্তবায়নকালে একটি বৃহদাকার পুকুরের পাশে রাস্তা নির্মাণ তথা যাতে রাস্তার পাশ বর্ধিত করণসহ বক্স কাটিং, মাটি/বালি ভরাট, ম্যাকাডাম, কার্পেটিং, সিলকোট

ক্রমিক	কাজের নাম	কাজের বিবরণ	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য
১	২	৩	৪
	কাজ	ডিপিপিতে ২১.৪০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। বাস্তবায়নকালে ২৩৮.০০ মিটার দীর্ঘ এবং গড়ে ৩.৩০ মিটার প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ এবং ১৮৯.০ মিটার ও ৬ মিটার চওড়া প্যালাসাইডিং কাজ করা হয়। এ বাবদ ব্যয় হয় ২৪.৩৪ লক্ষ টাকা।	ও পেইন্টিং কাজ করা এবং পুকুরের পাশে রাস্তা রক্ষার জন্য প্যালাসাইডিং করা হয়েছে। কাজের মান সমেত্মাষজনক।
৪।	ওয়ার্ড-১৬: বগুড়া রোড থেকে গোড়াচাঁদ দাস রোড পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক রোড নির্মাণ কাজ।	২৮৫ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ৪.৫ মিটার বিটুমিনাস কার্পেটিং কাজের জন্য ১০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ১৬৯.০ মিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণে ব্যয় হয় ৭.৩৮ লক্ষ টাকা।	বাস্তবায়নকালে এ রাস্তাটি প্রায় নির্মাণ ব্যয়ে স্যান্ড ফিলিং, ম্যাকাডাম, কার্পেটিং করা হয়। কাজটি ০৬/০৮/২০০৮ তারিখে ১০০% সমাপ্ত হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, গড়ে ২০% রাস্তা ১০.০ মিটার ও ৮০% রাস্তা ৪.৫ মিটার প্রশস্ত। তবে ১১৬ মিটার রাস্তা নির্মাণ ও ২.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়নি। রাস্তার নির্মাণ কাজে তেমন কোন সমস্যা দৃষ্টি গোচর হয়নি।
৫।	ওয়ার্ড-৬: বেলতলা-আমানতগঞ্জ খালের উপর ১৫ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ কাজ	১৫ মিটার দীর্ঘ ও ৬ মিটার প্রশস্ত আরসিসি ব্রীজ নির্মাণের জন্য ৪৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। বাস্তবায়নকালে ১২.৮ মিটার দীর্ঘ এবং ৮ মিটার প্রশস্ত আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়। এতে ব্যয় হয় ৫০.২২ লক্ষ টাকা।	পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, ব্রীজের উভয় পার্শ্বে এপ্রোচ রোড, উইং ওয়াল, উভয় পার্শ্বে ১.০ মিটার চওড়া ফুটপাথ নির্মাণ এবং রাস্তায় বক্স কাটিং, মাটি ও বালি ভরাট, ম্যাকাডাম, কার্পেটিং, সিলকেট ও পেন্টিং কাজ সহ রাস্তার এ্যাপ্রোচ রোডের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এ স্থানে ব্রীজের দৈর্ঘ্য ২.২ মিটার কম, কিন্তু প্রস্থ ২.০ মিটার বেশী নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পা্যাকেজভুক্ত না হওয়ায় এ্যাপ্রোচ রোডের বর্ধিতাংশে কার্পেটিং করা হয়নি। প্যাকেজভুক্ত কাজের অগ্রগতি ৯৮%। কাজটি ২৮/০৬/২০১০ তারিখে সমাপ্ত হয়।
৬।	ওয়ার্ড-১২: বধ্যভূমি থেকে কীর্তনখোলা নদী পর্যন্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ কাজ।	ডিপিপিতে ৫০০ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ৩.৬৫ মিটার প্রশস্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং ৮৫ মিটার আরসিসি প্যালাসাইডিং কাজের জন্য ১৭.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৬৪২.০ মিটার দীর্ঘ এবং ৩.৬৫ মিটার প্রশস্ত রাস্তা এবং ৮৫.মিটার প্যালাসাইডিং নির্মাণ করা হয়। এজন্য ব্যয় হয় ২০.০৩ লক্ষ টাকা।	সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবায়নকালে এ স্থানে রাস্তার বক্স কাটিং, বালি ও মাটি ভরাট, ম্যাকাডাম, কার্পেটিং, সিলকোট ও পেইন্টিং করা হয়। এ স্থানে ব্যয় ২.৫৩ লক্ষ টাকা বেশী হয়েছে। কাজটি ০১/০৪/২০১০ তারিখে সমাপ্ত হয়। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকালে দেখা যায় রাস্তার দু'এক স্থানে রাস্তার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। পার্শ্ববর্তীর্ ভূমির মালিকরা এ ক্ষতি সাধন করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। এতে এক স্থানে কিছু অংশে পেভমেন্ট ভেঙ্গে গেছে।
৭।	ওয়ার্ড-২: কাউনিয়া প্রধান সড়ক থেকে শেরে বাংলা নগর ২নং রোড পর্যন্ত জানুকি সিংহ রাস্তার পার্শ্বস্থ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	প্রকজেল্পর ডিপিপিতে ৮০০ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ১ মিটার প্রশস্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণের জন্য ২৪.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৫৪৫.২০ মিটার দীর্ঘ ও প্রায় ১ মিটার প্রশস্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়। এতে ব্যয় হয় ২৩.৯৯ লক্ষ টাকা।	পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, আরসিসি ড্রেনের ২/১ স্থানে ড্রেনের উপরে বালি ফেলে পাশের জমির মালিক বিভিন্ন ধরণের কাজ করছে। এতে ড্রেনের প্রবাহ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এছাড়া নির্মিত ড্রেনের ২/১ স্থানে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। কাজটি ২০/০৮/২০০৮ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
৮।	ওয়ার্ড-৭: কাউনিয়া	৩০০ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ২.৮ মিটার	পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ৩০০ মিটার দীর্ঘ ও

ক্রমিক	কাজের নাম	কাজের বিবরণ	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য
১	২	৩	৪
	সেকশন সাবান ফ্যাক্টরী থেকে পান্থ সড়ক পর্যন্ত রাসস্তা ও আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।	প্রশস্থ কার্পেটিং রাস্তা ও ৩০০ মিটার আরসিসি ড্রেনের কাজের জন্য ১৯.৯০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪৯১.০ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ৩.৭২ মিটার প্রশস্ত কার্পেটিং রাস্তা এবং ৩১০ মিটার আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয় এবং এতে ব্যয় হয় ২১.৪৯ লক্ষ টাকা।	গড়ে ২.৮ মিটার প্রশস্ত কার্পেটিং রাস্তা ও ১ মিটার প্রশস্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান মোটামুটি। ড্রেনের উভয় পাশের দেয়ালের পুরুত্ব সর্বত্র একইরূপ পাওয়া যায়নি। কার্পেটিং রাস্তা কয়েকস্থানে উঁচু-নীচু হয়ে গেছে। কয়েকস্থানে ও রাস্তার মোড়ে কার্পেটিং এর পাশ হতে মাটি ক্ষয়ে নীচু হয়ে গেছে। কাজটি ০৬/০৯/২০০৮ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
৯।	ওয়ার্ড-৩: মোতাসার ফকিরবাড়ী নিকটে খালের উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	৯.১২ মিটার দীর্ঘ এবং ৫.২ মিটার প্রশস্ত ব্রীজ নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ১৬.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। এ ব্রীজ নির্মাণে ব্যয় হয় ১৮.১৮ লক্ষ টাকা।	পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবায়ন কালে ৬.১ মিটার দীর্ঘ এবং ৪.৩ মিটার প্রশস্ত এবং ৪.৫ মিটার দীর্ঘ বিশিষ্ট ৪টি উইং ওয়াল নির্মাণে ব্যয় হয় ১৮.১৭ লক্ষ টাকা। এ স্থানে ব্রীজের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় খালের অনেক অংশ ভরাট করে এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হয়েছে্। যদিও এ স্থানে ব্যয় ২.১৮ লক্ষ টাকা বেশী হয়েছে। কাজটি ২৮/০৬/২০১০ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
১০।	ওয়ার্ড-২২: রাজকুমার ঘোষ লেন, সিএন্ডবি রোড থেকে মিঃ নিজাম ও মহিলা কাউন্সিলর এর বাড়ী পর্যন্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ কাজ।	৫৫০ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ৩ মিটার প্রশস্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তার কাজের জন্য ২০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবায়ন কালে ৩৮৫.৯ মিটার দীর্ঘ ও গড়ে ৩.৪৩ মিটার প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হয় ২১.৪৮ লক্ষ টাকা।	পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বাস্তবায়ন কালে বক্স কাটিং, বালি ও মাট ভরাট, ম্যাকাডাম, কার্পেটিং, সিলকোট ও পেইন্টিং কাজ করা হয়। পরিদর্শনকালে রাস্তার ২/১ স্থানে রোড কাটিং ও কার্পেটিং অমসৃণতা লক্ষ্য করা গেছে। কাজটি ০৬/০৬/২০১০ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবস্থাঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

০৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। সমস্যাঃ

১০.১। সময় অতিক্রামিত্মঃ প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০০৮ হতে জুন, ২০০৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ বছর ২ মাস সময়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু বাস্তবায়নে প্রকৃতপক্ষে ২ বছর ২ মাস সময় প্রয়োজন হয়েছে। এতে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ১ বছর, যা মূল বাস্তবায়নকালের ৭১.৪৩% বেশী।

১০.২। প্রকল্পের অর্থ ব্যয় সংক্রামত্মঃ এ প্রকল্পের জন্য বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, বরিশাল শাখায় ২টি এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক, বরিশাল শাখায় ১টি একাউন্ট খোলা হয়। কিন্তু প্রকল্পের নামে কোন একাউন্ট খোলা হয়নি। তাছাড়া একই প্রকল্পের টাকা ৩টি পৃথক একাউন্টে রেখে ব্যবহার করায় সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণ করাও অসুবিধাজনক। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে একাউন্টে ঠিক কত টাকা জমা রয়েছে বা অন্য কোন প্রকল্পের বা অন্য কোন অর্থ রয়েছে কি না তা নির্ণয় করা কঠিন। এ ছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে একাউন্টসমূহ হতে বিভিন্ন অর্থবছরে বিভিন্ন পরিমাণ লভ্যাংশ অর্জিত হয়,

যা সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়নি। কাজেই এ প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল কি না তা স্পষ্ট নয়।

১০.৩। <u>প্রকল্প পরিদর্শনে প্রাপ্ত সমস্যাঃ</u> মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনকালে কতিপয় সমস্যা লক্ষ্য করা যায়, যার সংক্ষĀপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) নির্মাণ কাজে স্পেসিফিকেশন পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নকালে স্থানীয় পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা না করাঃ প্রকল্প প্রণয়নকালে বাস্তবায়নকালে স্থানীয় পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করা হয়নি। ফলে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নকালে নির্মাণ স্থলে পর্যাপ্ত (স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয়) জায়গা না থাকায় স্পেসিফিকেশন পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা হয়নি, যেমন- বেলতলা-আমানতগঞ্জ খালের উপর ১৫ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মাণের জায়গা না থাকায় ব্রীজের দৈর্ঘ্য ২.২ মিটার কম নির্মাণ করা হয়েছে, কিন্তু প্রশস্ত করার জায়গা থাকায় রাস্তা ২ মিটার প্রশস্ত করা হয়েছে। ফলে আরসিসি ব্রীজটিও স্পেসিফিকেশনের চেয়ে ২ মিটার বেশী প্রশস্ত করে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে এলাকার চাহিদা পুরণ হলেও স্পেসিফিকেশন পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে অনুসৃত হয়নি। কাউনিয়া সেকশন সাবান ফ্যাক্টরী থেকে পান্থ সড়ক পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজে ড্রেনের উভয় পাশের দেয়ালের পুরুত্ব কয়েক স্থানে কম পাওয়া যায়। একইভাবে স্কীম গ্রহণকালে রাস্তার প্রকৃত দৈর্ঘ্য বিবেচনা না করায় বগুড়া রোড থেকে গোড়াচাঁদ দাস রোড পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক রোডের প্রকৃত দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় ১১৬ মিটার রাস্তা নির্মিত হয়নি ও ২.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়নি।

(২) ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন প্রণয়নঃ প্রকল্পের বিভিন্ন স্কীমের ক্ষেত্রে ডিজাইন ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন- মোতাসার ফকিরবাড়ী নিকটে খালের উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজে খালের প্রশস্ততার বিবেচনা না করে বক্স কালভার্টের ডিজাইন তৈরী ও উক্ত ডিজাইন অনুসরণ করে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে এ স্থানে খালের মাঝামাঝি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করে খালের অবশিষ্ট অংশ ভরাট করে এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হয়েছে। এতে খাল সরু হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে পানি প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

(৩) ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে কয়েকস্থানে ত্রুটিপূর্ণ রাস্তা ও আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ লক্ষ্য করা গেছে, যেমন- কাউনিয়া সেকশন সাবান ফ্যাক্টরী থেকে পান্থ সড়ক পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা কয়েকস্থানে উঁচু-নীচু হয়ে গেছে। কয়েকস্থানে ও রাস্তার মোড়ে কার্পেটিং এর পাশ হতে মাটি ক্ষয়ে নীচু হয়ে গেছে।

(৪) জনসচেতনতা এবং তদারকির অভাবঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তা ও নর্দমার প্রতি ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী ও পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীর মধ্যে অসচেতনতা এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়মিত তদারকির অভাবে কয়েকস্থানে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত, বিনষ্ট এবং নর্দমা অকার্যকর ও বিনষ্ট হয়েছে। যেমন- বরিশাল সিটির অধীন বধ্যভূমি এলাকা থেকে কীর্তনখোলা নদী পর্যন্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তার উপর দিয়ে সেচের পানি প্রবাহিত করায় রাস্তার কার্পেটিং, রাস্তার বাঁধ ও সোল্ডারের মাটি এবং এজিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে এক স্থানে কিছু অংশে পেভমেন্ট ভেঙ্গে গেছে। পার্শ্ববর্তীর্ ভূমির মালিকরা এ ক্ষতি সাধন করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। একইভাবে কাউনিয়া প্রধান সড়ক থেকে শেরে বাংলা নগর ২নং রোড পর্যন্ত জানুকি সিংহ রাস্তার পার্শ্বস্থ আরসিসি ড্রেনের ২/১ স্থানে ড্রেনের উপরে বালি দিয়ে ড্রেনের প্রবাহ বন্ধ করে পাশের জমির মালিক বিভিন্ন ধরণের কাজ করছে। এতে ড্রেনটি অকার্যকর হয়ে পড়েছে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গৃহস্থালীর তরল বর্জ্য নিষ্কাশন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া নির্মিত ড্রেনের ২/১ স্থানে ভেঙ্গে গেছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা সম্ভব হলে এমনটি হতো না বলে প্রতীয়মান হয়।

১০.৪। <u>প্রকল্পের নিরীক্ষা:</u> প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের ২টি অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়ের উপর এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যন্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কোন নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। ফলে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। মূল্যায়নকালে বা প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

১১। <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১। এক বছর ২ মাস সময়ে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ১বছর (৭১.৪৩%), যা প্রায় দ্বিগুণ। প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থার বাস্তবায়ন-সক্ষমতা, এডিপিতে বরাদ্দ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের কাজ এবং মেয়াদ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা প্রয়োজনীয় দৃষ্টি রাখবে।

১১.২। এ প্রকল্পের অর্থ ৩টি পৃথক একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করায় হিসাব সংরক্ষণের সঠিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। কাজেই মেয়র এর নামে বা সিটি কর্পোরেশন ফান্ড শিরোনামে প্রকল্পের একাউন্ট না খুলে প্রকল্পের নামে একাউন্ট খুলে তার মাধ্যমে হিসাব, লেন-দেন পরিচালনার পরামর্শ প্রদান করা হলো। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে একাউন্টসমূহ হতে বিভিন্ন অর্থবছরে অর্জিত লভ্যাংশসমূহ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.৩। (১) প্রকল্প প্রণয়নকালে বাস্তবায়নকালে স্থানীয় পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা পূর্বক স্কীম নির্বাচন ও কাজের স্পেসিফিকেশন তৈরী করা উচিত এবং কাজ বাস্তবায়নকালে স্পেসিফিকেশনকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা কর্তব্য; যা এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন স্কীমের ক্ষেত্রে ডিজাইন ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। ভবিষ্যতে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে ডিজাইন ত্রুটি এড়িয়ে, যথাযথভাবে স্পেফিফিকেশন তৈরী ও তদনুসারে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। (২) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/মেরামতকৃত স্থাপনা/অবকাঠামোসমূহ পরিদর্শনে চিহ্নিত ছোট-খাট সমস্যা কাজের ডিফেক্ট-লায়াবিলিটি পিরিয়ডের মধ্যে নিরসন পূর্বক ভবিষ্যতে এ ধরণের সমস্যা রোধে সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত যে সব রাস্তায় দু'এক স্থানে পেভমেন্ট/কার্পেটিং ভেঙ্গে গেছে বা পেভমেন্টের পাশ থেকে মাটি সরে গেছে, সেগুলো রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সংস্কার করা যেতে পারে। এছাড়া খাল ভরাট করে এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ- এ ধরণের প্রবণতা পরিহার করতে হবে। এসব বিষয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনকে আরও সচেতন হতে হবে। (৩) মাটি/বালি বা আবর্জনায় বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রবাহ/নর্দমা বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পুনরায় চালু করা যেতে পারে। এ ধরণের কাজসহ বিভিন্ন সরকারী স্থাপনা, রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি অপব্যবহারের ফলে যাতে ব্যবহার অনুপযোগী না হয়ে পড়ে এবং এগুলো যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও এলাকার কাউন্সিলর বা জনপ্রতিনিধি কর্তৃক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর এ পর্যন্ত কোন নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত না হওয়ায় অবিলম্বে তা পরিচালনা করা আবশ্যক এবং নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণের আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

রাজশাহী মহানগরীর পরিবেশ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

০১। প্রকল্পের অবস্থান : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকা।
০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩০৮.৮০ (জিওবি)	২৪৯০.৩৬ (জিওবি)	২৪৮৯.৭১ (জিওবি)	ডিসেম্বর, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮	ডিসেম্বর, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০	ডিসেম্বর, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি।	২ বছর (১২৬.৩২ %)

০৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত হয়। এর সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) এর একটি কপি সংস্থা হতে গত ২৪/১০/২০১০ তারিখে যুগপৎ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। তবে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বিভাগের সচিব/মহাপরিচালক/যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরকৃত পিসিআর এ পর্যন্ত আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি। সংস্থা হতে প্রাপ্ত PCR অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক সংস্থান ও অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	**সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়**				
১.১।	হাইড্রলিক ডাম্প ট্রাক ক্রয় (৩ টন)	১৬৪.৭৫	৫টি	১৬৪.৭৫	৫টি (১০০%)
১.২।	হুইল মাউন্টেড ট্রেইলর ক্রয় (৫ ঘঃমিঃ)	১৬৯.২৫	২৫টি	১৬৯.২৫	২৫টি (১০০%)
১.৩।	ট্রাকটর ক্রয়	৮৬.৭০	৬টি	৮৬.৭০	৬টি (১০০%)
২।	**ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়/অধিগ্রহণ**				
২.১।	কাঁচাবাজারের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	৫৩৯.৬৫	২.৬১১৩ একর	৫৩৯.৬৫	২.৬১১৩ একর (১০০%)
২.২।	কসাইখানার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	৪৬.৩১	০.৯৮০৩ একর	৪৬.৩০	০.৯৮০৩ একর (১০০%)
২.৩।	**অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ** (ক) স্থায়ী অবকাঠামো	৪০.০০	২৭০.০০ বঃমিঃ	৪০.০০০	২৭০.০০ বঃমিঃ (১০০%)
	(খ) অস্থায়ী অবকাঠামো	১০১.০৫	৮৭৫.২৩ বঃমিঃ	১০১.০৪	৮৭৫.২৩ বঃমিঃ (১০০%)
৩।	**নির্মাণ কাজ**				
৩.১।	ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ	২০.০০	২৫৩.৫০ বঃমিঃ	১৯.৯৮	২৫৩.৫০ বঃমিঃ (১০০%)
৩.২।	ল্যান্ডফিল সাইটের এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ	৩৩.২১	৫৯০.০০ মিঃ	৩৩.১৬	৫৮৯.৭০ মিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
					(৯৯.৯৫%)
৩.৩।	উপশহর ও পদ্মা আবাসিক এলাকায় রাসা নির্মাণ	৮০১.৯০	১১.৮৭৬ কিঃমিঃ	৮০১.৭১	১১.৮৯ কিঃমিঃ (১০০.১২%)
৩.৪।	উপশহর ও পদ্মা আবাসিক এলাকায় নর্দমা নির্মাণ	৪৮৭.৫৪	১১.৬৭ কিঃমিঃ	৪৮৭.১৬	১১.৭০ কিঃমিঃ (১০০.২৬%)
	সর্বমোটঃ	**২৪৯০.৩৬**	**৯৯.৯৮%**	**২৪৮৯.৭১**	**৯৯.৯৭%**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত প্রায় সকল কাজ সমাপ্ত হলেও ল্যান্ডফিল সাইটে যাবার জন্য নির্মিত এ্যাপ্রোচ রোডে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ০.৩০ মিটার রাস্তা কম নির্মাণ করা হয়েছে এবং এতে ০.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় কম হয়েছে। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রয়োজন না হওয়ায় এ পরিমাণ রাস্তা নির্মিত হয়নি। প্রকল্পের অন্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ ৭.৫০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাজশাহী মহানগরীর জনসংখ্যা আগামী ২০২০ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ১৮ লক্ষাধিক। সাম্প্রতিক দশকে যে হারে নগরীর আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে, সে হারে নগরীতে অবকাঠামো গত সুবিধাদি গড়ে ওঠেনি। নগরীর আবর্জনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ পরিবেশগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাদির সরবরাহও অপর্যাপ্ত। পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব নিরসনের উদ্দেশ্যে নগরীর পরিবেশগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং একইসাথে ভৌত ও বাণিজ্যিক পরিবেশের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম আলোচ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিউনিটি সংগঠনের মাধ্যমে গৃহস্থালী ও হাটবাজারের আবর্জনার প্রাথমিক সংগ্রহের কাজ বর্তমানে রাজশাহী নগরীতে জনপ্রিয় নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে প্রসার লাভ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় সুশীল সামাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নগর পরিবেশের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোর সমন্বিত উন্নতিসাধনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে রাজশাহী মহানগরীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি প্রকল্পটি রাজশাহীর নগর দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) একটি সমন্বিত, কার্যকর ও শক্তিশালী গণসম্পৃক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পরিচালনার মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর পরিবেশের টেকসই উন্নতিসাধন করা।

(খ) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, কাঁচা বাজার ও কসাই খানা নির্মাণ এবং আবাসিক এলাকায় ড্রেনেজ এবং রাস্তার টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরী এলাকায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা। সর্বোপরি, স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই পরিবেশ প্রসারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি নগর দারিদ্র বিমোচনের সহায়ক সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ প্রকল্পটির ডিপিপি ২৩০৮.৮০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ ডিসেম্বর, ২০০৬ হতে ৩০ জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২৪-০১-২০০৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় এবং ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত কাজসমূহ জুন, ২০০৯ সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হযনি। ফলে পরিকল্পনা শৃঙ্খলা অনুযায়ী আইএমইডি'র সম্মতিক্রমে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১০ সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এ পর্যায়ে আইএমইডি কর্তৃক চিহ্নিত প্রকল্পের কাজে প্রাপ্ত অসঙ্গতিসমূহ নিরসন করে প্রকল্পের ডিপিপি একবার সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত ডিপিপি গত ২৬-০৪-২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। নিম্নোল্লিখিত কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়ঃ

(১) কাঁচা বাজার ও কসাইখানা নির্মাণ প্রস্তাব ডিপিপি হতে বাদ দেয়া;

(২) কসাইখানা নির্মাণ প্রস্তাব ডিপিপি হতে বাদ দেয়ায় ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ হ্রাস;

(৩) ডাম্প ট্রাক ক্রয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ট্রেইলরের সংখ্যা হ্রাস;

(৪) ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় মূল ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ভূমির মূল্য বৃদ্ধি এবং ভূমি অধিগ্রহণ জনিত ক্ষতিপূরণ ব্যয় হ্রাস; এবং

(৫) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৭.৪। <u>প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ</u> প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তায়িত হয়। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদত্ত এবং আইএমইডিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তায়নকালীন সময়ে ১ জন প্রকৌশলী এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচের সারণী দ্রষ্টব্যঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী , ও বেতন স্কেল	দায়িত্বের ধরণ		দায়িত্ব পালনের মেয়াদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২২২৫০-৯০০-৩১২৫০/-	খন্ডকালীন	প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৬-০৩-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০০৮ পর্যন্ত	বদলী হননি

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করেন। তিনি প্রকল্প হতে কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি। এ প্রকল্পে পৃথক নিজস্ব কোন জনবলের সংস্থান ছিলনা। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর সকল প্রকৌশলী/কর্মকর্তাকে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত করা হয়।

৭.৫। <u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ</u> প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানকৃত অর্থে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পে কোন প্রকল্প সাহায্য বা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে কোন অর্থ সংস্থান ছিলনা। প্রকল্পের সম্পূর্ণ বিনিয়োগ ব্যয় বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় মুদ্রায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ প্রদান এবং প্রদত্ত বরাদ্দ অবমুক্তির মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করা হয়েছে।

৭.৬। <u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u> প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত হয়। এ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৪৯০.৩৬ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দকৃত ১০০% টাকা অবমুক্ত করা হয়। তবে ব্যয় হয় ২৪৮৯.৭১ লক্ষ টাকা। এ সময়ে বাস্তব কাজ **৯৯.৯৭%** অর্জিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বছর ভিত্তিক অর্থ সংস্থান এবং আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলোঃ

অর্থ বছর	মূল পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	অগ্রগতি	
	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব%	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব%			আর্থিক	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০০৬-০৭	১০৫৭.৩০	৪৫.৭৯	২০০.০০	৮.০৩%	২০০.০০	২০০.০০	-	-
২০০৭-০৮	১২৫১.৫০	৫৪.২১	২০০.০০	৮.০৩%	২০০.০০	২০০.০০	১৩৯.২৫	৫.৫৯%
২০০৮-০৯	০	০	৭০০.০০	২৮.১০%	৭০০.০০	৭০০.০০	৫৩০.৪৯	২১.৩০%
২০০৯-১০	০	০	১৩৯০.৩৬	৫৫.৮২%	১৩৯০.৩৬	১৩৯০.৩৬	১৮১৯.৯৭	৭৩.০৮%
সর্বমোটঃ	**২৩০৮.৮০**	**১০০%**	**২৪৯০.৩৬**	**৯৯.৯৮%**	**২৪৯০.৩৬**	**২৪৯০.৩৬**	**২৪৮৯.৭১**	**৯৯.৯৭%**

প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে অবমুক্তকৃত অর্থ হতে ০.৬৩ লক্ষ টাকা (প্রকৃতপক্ষে ৬৩১৪৬.০৯ টাকা) অব্যয়িত থাকে, যা গত ২৫/১০/২০১০ তারিখে প্রচলিত নিয়মানুসারে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে (অগ্রণী ব্যাংক, মালোপাড়া শাখা, রাজশাহী-তে চালানের মাধ্যমে) বলে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং মূল্যায়নকালে জানা যায় (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের সকল দায়-দেনা পরিশোধ-অমেত্ম ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ করে দেয়ার কথা। তবে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন কাল পর্যন্ত একাউন্ট চলমান ছিল।

৭.৭। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি নির্ধারিত নিম্নোক্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছেঃ

৭.৭.১ **সম্পদ ক্রয়/সংগ্রহঃ** প্রকল্পের ডিপিপিতে ৫টি হাইড্রলিক ডাম্প ট্রাক (৩ টন ক্ষমতাসম্পন্ন), ২৫টি হুইল মাউন্টেড ট্রেইলর (৫ ঘঃমিঃ) এবং ৬টি ট্রাক্টর (মোট ৩৬টি যানবাহন/যন্ত্র) ক্রয়ের জন্য মোট ৪২০.৭০ লক্ষ (এ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ-৫ দ্রষ্টব্য) টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সমুদয় (১০০%) অর্থ ব্যয়ে ৩৬টি যানবাহনই ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৭.৭.২ **ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় ও অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণঃ**

(ক) **ভূমি অধিগ্রহণঃ** প্রকল্পের আওতায় মোট ৩.৪৯১৬ একর (কাঁচা বাজারের জন্য ২.৬১১৩ একর এবং কসাইখানার জন্য ০.৯৮০৩ একর) ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে মোট ৫৮৫.৯৬ লক্ষ (যথাক্রমে ৫৩৯.৬৫ লক্ষ এবং ৪৬.৩১ লক্ষ) টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩.৪৯১৬ একর ভূমি (১০০%) অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং এ জন্য ব্যয় হয় মোট ৫৯৫.৯৫ লক্ষ টাকা (কাঁচা বাজারের জন্য ৫৩৯.৬৫ লক্ষ (১০০%) এবং জবাইখানার জন্য ৪৬.৩০ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৮%))। প্রকল্পের এ অঙ্গের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০% ও ৯৯.৯৯%। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য রাজশাহীর ডেপুটি কমিশনার বরাবরে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৫৮৫.৯৫ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়। এ ন্যস্তকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অধীন ভদ্রা, নওদাপাড়া, শালবাগান ও হরগ্রাম এলাকায় ৪টি কাঁচাবাজার এবং বিনোদপুর ও হরগ্রাম এলাকায় ২টি কসাইখানা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এসবের জন্য ক্ষতিপূরণও প্রদান করা হয়েছে।

(খ) **স্থায়ী ও অস্থায়ী অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য ছাড়াও ভূমিতে অবস্থিত প্রায় ২৭০ বর্গমিটার স্থায়ী পাকা অবকাঠামো এবং ৮৭৫.২৩ বর্গমিটার অস্থায়ী আধাপাকা অবকাঠামো অপসারণ জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য যথাক্রমে ৪০.০০ লক্ষ ও ১০১.০৫ লক্ষ টাকার (মোট ১৪১.০৫ লক্ষ টাকার) সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তায়নকালে সমুদয় অর্থ ব্যয়ে ২৭০ বর্গমিটার (১০০%) স্থায়ী অবকাঠামো এবং ৮৭৫.২৩ বর্গমিটার (১০০%) অস্থায়ী অবকাঠামো অপসারণ জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অধীন ভদ্রা, নওদাপাড়া, শালবাগান ও হরগ্রাম এলাকায় ৪টি কাঁচাবাজার এবং বিনোদপুর ও হরগ্রাম এলাকায় ২টি কসাইখানা-এর জন্য জমি অধিগ্রহণ জনিত কারণে এ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রকল্পের এ কাজের আর্থিক ও বাস্তব উভয় অগ্রগতিই ১০০%।

৭.৭.৩ **নির্মাণ কাজঃ**

(ক) **ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণঃ** প্রকল্পের ডিপিপিতে ২৫৩.৫০ বর্গমিটার আয়তনের ১টি একতলা ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণের জন্য সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ধার্য্যকৃত অর্থ হতে ১৯.৯৮ লক্ষ টাকা (৯৯.৯১%) ব্যয়ে উক্ত ভবন (১০০%) নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ ক্যাম্পাসে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ভবনটি যানবাহনের গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) **এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণঃ** প্রকল্পের ডিপিপিতে রাজশাহী শহরের নতুন ল্যান্ডফিল সাইটে যাবার জন্য ৫৯০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের জন্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে ৩৩.২১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ধার্য্যকৃত অর্থ হতে ৩৩.১৭ লক্ষ টাকা (৯৯.৮৮%) ব্যয়ে ৫৮৯.৭০ মিটার (৯৯.৯৫%) দৈর্ঘ্যের ১৪ ফুট প্রশস্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়ক নির্মাণ করা হয়। এ কাজের অগ্রগতিও ১০০% এবং কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।

(গ) **সড়ক নির্মাণঃ** রাজশাহী শহরের উপশহর ও পদ্মা আবাসিক এলাকায় ১১.৮৭৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ক নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপিতে ৮০১.৯০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ধার্য্যকৃত অর্থ হতে ৮০১.৭১ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৮%) ব্যয়ে ১১.৮৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের গড়ে ১৪ ফুট প্রশস্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়ক নির্মাণ করা হয়। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০.১২%।

(ঘ) নর্দমা নির্মাণঃ রাজশাহী শহরের উপশহর ও পদ্মা আবাসিক এলাকায় ১১.৬৭ কিলোমিটার নর্দমা নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপিতে ৪৮৭.৫৪ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ধার্য্যকৃত অর্থ হতে ৪৮৭.১৬ লক্ষ টাকা (৯৯.৯২%) ব্যয়ে ১১.৭০ কিলোমিটার নর্দমা নির্মাণ করা হয়। কাজটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০.২৬%।

৭.৮। <u>প্রকল্প পরিদর্শন এবং প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণঃ</u> প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গত ১৪ ও ১৫ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট সহকারী/নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক নিজে উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির পরিদর্শিত কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

৭.৮.১ <u>সম্পদ ক্রয়/সংগ্রহঃ</u> পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ২৫টি হুইল মাউন্টেড ট্রেইলার এবং অন্যান্য যন্ত্রযানসমূহ ক্রয় ও সরবরাহ গ্রহণ করা হয়েছে এবং যন্ত্রযানসমূহ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিদর্শনকালে এসব যন্ত্রযানে কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়নি।

৭.৮.২ <u>ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় ও অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণঃ</u>

(ক) ভূমি অধিগ্রহণঃ প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অধীন ভদ্রার মোড় রেলক্রসিং সংলগ্ন স্থান, নওদাপাড়া, শালবাগান ও হরগ্রাম এলাকায় ৪টি কাঁচাবাজার নির্মাণের জন্য এ ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় ৪টি কাঁচাবাজারের ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরিমাপ করে করে সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে ভদ্রা ও শালবাগান এলাকা পরিদর্শনে দেখা যায় যে, স্থান দু'টি বর্তমানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য রাজশাহীর ডেপুটি কমিশনার বরাবরে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৫৮৫.৯৫ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়। এ ন্যস্তকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। তবে অধিগ্রহণ বাবদ প্রকৃতপক্ষেই কত টাকা ব্যয় হয়েছে মূল্যায়নকালে তা প্রকল্প পরিচালক/ডিসি অফিস হতে জানা যায়নি।

(খ) স্থায়ী ও অস্থায়ী অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণঃ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপির আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অধীন ভদ্রা, নওদাপাড়া, শালবাগান ও হরগ্রাম এলাকায় ৪টি কাঁচাবাজার এবং বিনোদপুর ও হরগ্রাম এলাকায় ২টি কসাইখানা-এর জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবস্থিত প্রায় ২৭০ বর্গমিটার স্থায়ী পাকা অবকাঠামো এবং ৮৭৫.২৩ বর্গমিটার অস্থায়ী আধাপাকা অবকাঠামো অপসারণ জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য মোট ১৪১.০৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল, যা বাস্তবায়নকালে অপসারণ জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যয় হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। পরিদর্শনকালে ভদ্রা ও শালবাগান এলাকা পরিদর্শনে দেখা যায় যে, স্থান দু'টি বর্তমানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় রয়েছে, তবে এ স্থানসমূহে পূর্বের অবকাঠামোই রয়ে গেছে, ভেঙে ফেলা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সকল অবকাঠামোর ক্ষতি প্রদান করা হয়েছে, তবে এসব কাঁচাবাজার এলাকায় নতুন অবকাঠামো নির্মাণ না হওয়ায় পূর্বের অবকাঠামোসমূহ ভেঙ্গে ফেলা হয়নি। ব্যবহারকারীগণ সিটি কর্পোরেশনকে ভাড়া প্রদান করে তা ব্যবহার করছেন। যথাসময়ে এসব অবকাঠামো ভেঙ্গে ফেলা হবে। অন্যদিকে, বিনোদপুর/তালাইমারী সংলগ্ন পদ্মার তীরবর্তী এলাকায় কসাইখানার জন্য অধিগ্রহণকৃত জমি পরিদর্শনে দেখা যায় যে, এ এলাকাটি নদীর তীরে অবস্থিত একটি ছায়া সুনিবিড় গ্রাম, এ স্থানে বেশ কিছু বৃহৎ আকারের গাছ রয়েছে। এ স্থানে কোন অবকাঠামো নির্মাণকালে এ গাছসমূহ যাতে রক্ষা পায় সে দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করার পর যেন কসাইখানার অবকাঠামো নির্মাণের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে কসাইখানার বর্জ্যে যেন পদ্মা নদীর দূষণ না হয়, সেদিকে আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে।

৭.৭.৩ <u>নির্মাণ কাজঃ</u>

(ক) ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডিপিপির আওতায় ২৫৩.৫০ বর্গমিটার আয়তনের ১টি একতলা ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ ক্যাম্পাসে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ভবনটি যানবাহনের গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণঃ রাজশাহী শহরের নতুন ল্যান্ডফিল সাইটে যাবার জন্য প্রকল্পের আওতায় ৫৮৯.৭০ মিটার (৯৯.৯৫%) দৈর্ঘ্যের ৩.৮ মিটার চওড়া বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়ক নির্মাণ করা হয়। কাজটি ২০০৬-০৭ সালে সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায়। এলাকাটি পরিদর্শনে দেখা যায়, ময়লা-আবর্জনাবাহী ট্রাকসমূহ ল্যান্ডফিল সাইটে যাতায়াতের কারণে সড়কটি কয়েকস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেও কয়েক স্থান বসে গেছে। সড়কের ল্যান্ডফিল সাইটের প্রান্ত আর্জনায়

ঢেকে গেছে। এটি শহরের নতুন ও বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। ডিপিপিতে সংস্থান না থাকায় নির্মিত সড়কের পাশে কোন গাছের চারাও রোপণ করা হয়নি। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল দ্বারা হলেও তা করা যেতে পারে।

(গ) **সড়ক নির্মাণঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালে রাজশাহী শহরের উপশহর ও পদ্মা আবাসিক এলাকায় প্রায় ১১.৮৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের গড়ে ৩.৬-৬.২০(৩.৬, ৩.৮, ৪.৩, ৬.০০, ৬.২) মিটার চওড়া বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়ক নির্মাণ করা হয়। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০.১২%। অধিকাংশ কাজ ২০০৯-১০ সালে সমাপ্ত। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, এ রাস্তাসমূহ নতুন নয়, পুরাতন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তসমূহের উচ্চতা কিছুটা বৃদ্ধি করে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে উপশহর ও পদ্মা আবাসিক এলাকায় নির্মিত ১৪টি সড়ক সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সড়কের কার্পেটিং বেশ মসৃণ এবং কাজের মান ভালো।

(ঘ) **নর্দমা নির্মাণঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালে রাজশাহী শহরের উপশহর ও পদ্মা আবাসিক এলাকায় প্রায় ১১.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ, গড়ে ০.৬০-৬.০০মিটার (০.৪৫, ০.৬০, ১.২০, ১.৪০ মিটার) চওড়া, ১.২০-০.৬০ মিটার গভীর এবং বিভিন্ন আকার-স্পেসিফিকেশনের নর্দমা নির্মাণ করা হয়। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০.২৬%। অধিকাংশ কাজ ২০০৯-১০ সালে সমাপ্ত। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, পুরাতন মাটির নর্দমার স্থলে নতুন আরসিসি নর্দমা নির্মাণ করা হয়েছে, পুরাতন ক্ষতিগ্রস্ত নর্দমাসমূহের ছোটখাট মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া পদ্মা আবাসিক এলাকায় কয়েকটি ক্রস ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। কাজসমূহ পরিদর্শনে দেখা যায় যে, কংক্রীটের মান ভালো, নর্দমার প্রশস্ততা, গভীরতা ও পুরুত্ব সঠিক রয়েছে। এছাড়া দেখা যায়, নর্দমাসমূহে প্রবাহ চলমান রয়েছে। কাজের মান সমেত্মাষজনক।

৭.৯ **<u>সুবিধা ভোগীদের মতামতঃ</u>** প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন কালে স্থানীয় এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলা ও বিভিন্ন স্থানে তাদের মতামত আহবান করা হলে রাজশাহী নগরবাসী উপকৃত হয়েছেন বলে জানান। পদ্মা আবাসিক এলাকায় রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের আওতাবহির্ভূত ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও নর্দমাসমূহ মেরামত/পুনঃনির্মাণ করা হলে তারা উপকৃত হবেন বলে জানান।

০৮। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবস্থাঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
(ক) একটি সমন্বিত, কার্যকর ও শক্তিশালী গণসম্পৃক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পরিচালনার মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরী পরিবেশের টেকসই উন্নতিসাধন করা।	অর্জিত হয়েছে।
(খ) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন-বর্জ্য ব্যবস্থা্পনা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, কাঁচা বাজার ও কসাই খানা সুবিধা সৃষ্টি এবং আবাসিক এলাকায় ড্রেনেজ এবং রাস্তার টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরী এলাকায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা। সর্বোপরি, স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই পরিবেশ প্রসারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষসাধনের পাশাপাশি নগর দারিদ্র বিমোচনের সহায়ক সুযোগ সৃষ্টি করা।	অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে।

০৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রায় পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় টৎনধহ চৎরসধৎু ধহফ উহারৎড়হসবহঃধষ ঐবধষঃয ঝবপঃড়ৎ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চৎড়লবপঃ শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রকল্প সাহায্যপুষ্ট) আওতায় কাঁচাবাজার ও কসাইখানা নির্মাণের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় উক্ত কাজসমূহ এ প্রকল্প হতে বাদ দেয়ায় সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

১০। <u>সমস্যাঃ</u>

১০.১ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দেড় বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পটি জুন, ২০১০-এ সমাপ্ত হয়। এতে মূল বাস্তবায়নকালের চেয়ে ১২৬.৩২% বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় এডিপি বরাদ্দ প্রাপ্তিতেও বিঘ্ন ঘটে। এর ফলে এ প্রকল্পে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

১০.২ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য রাজশাহীর ডেপুটি কমিশনার বরাবরে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৫৮৫.৯৫ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়। এ ন্যস্তকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। তবে অধিগ্রহণ বাবদ প্রকৃতপক্ষেই কত টাকা ব্যয় হয়েছে মূল্যায়নকালে তা প্রকল্প পরিচালক এর নিকট হতে জানা যায়নি।

১০.৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালের ডিসেম্বর, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অডিট/নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। প্রকল্পের পিসিআর-এ নিরীক্ষা/অডিট সংক্রান্ত অংশে নিরীক্ষার তারিখ উল্লেখ করা হলেও নিরীক্ষায় কোন পর্যবেক্ষণ/আপত্তি পাওয়া যায়নি বলে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ায় প্রকল্পের নিয়মতান্ত্রিক বাস্তবায়নের বিষয়ে নিরীক্ষা অধিদপ্তরের মন্তব্য জানা যায়নি। প্রকল্পটির জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে এ মূল্যায়নকাল পর্যন্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অডিট/নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি।

১০.৪ রাজশাহী শহরের নতুন ল্যান্ডফিল সাইটে যাবার জন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কটি পরিদর্শনে দেখা যায় ময়লা-আবর্জনাবাহী ট্রাকসমূহ ল্যান্ডফিল সাইটে যাতায়াতের কারণে সড়কটি কয়েকস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সড়কের কয়েক স্থান বসে গেছে। সড়কের ল্যান্ডফিল সাইটের প্রান্ত আর্জনায় ঢেকে গেছে। ডিপিপিতে সংস্থান না থাকায় নির্মিত সড়কের পাশে কোন গাছের চারা রোপণ করা হয়নি। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে তা করা যেতে পারে।

১১। <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১ সঠিকভাবে মাঠ পর্যায়ে চাহিদা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারী পদ্ধতির স্বাভাবিক গতিশীলতা যাচাই-বাছাই করে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করলে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বেশী পরিমাণ সময় তথা সময় অতিক্রামিত্মর প্রয়োজন হয় না। কাজেই ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনকালে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

১১.২ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ডিসি অফিস বরাবরে ন্যস্ত ৫৮৫.৯৫ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তা জেলা প্রশাসন হতে জানা যেতে পারে।

১১.৩ প্রকল্প মূল্যায়নকালে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। এছাড়া প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরের ব্যয়ের উপর অসম্পাদিত নিরীক্ষা অবিলম্বে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

১১.৪। রাজশাহী শহরের নতুন ল্যান্ডফিল সাইটে যাবার জন্য নির্মিত বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কটির বসে যাওয়া/ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে। ডিপিপিতে সংস্থান না থাকায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে সড়কের পাশে গাছের চারা রোপণ করা যেতে পারে।

১১.৫ বিনোদপুর/তালাইমারী সংলগ্ন পদ্মার তীরবর্তী এলাকায় কসাইখানার জন্য অধিগ্রহণকৃত স্থানে বেশ কিছু বৃহৎ আকারের গাছ রয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণকালে এ গাছসমূহ যাতে রক্ষা পায় সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করার পর যেন কসাইখানার অবকাঠামো নির্মাণের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, কসাইখানার বর্জ্যে যেন পদ্মা নদীর দূষণ না হয়, সেদিকে আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে।

দি প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অব স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি (ফেজ-২)
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা মহানগরী (পশ্চিমাংশ)
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট- ৭৭৯৫.৭০ টাকা- ২৪০৫.৯০ প্রঃসাঃ- ৫৩৮৯.৮০	--	মোট- ৫৩০৪.৩৭ টাকা- ৭৯৬.০০ প্রঃসাঃ- ৪৫০৮.৩৭	নভেম্বর, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত	--	নভেম্বর, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি	সময় অতিক্রান্ত হয়নি

৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u> ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। গত ১৪/১১/২০১০ তারিখে ঢাকা ওয়াসা হতে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) এর কপি যুগপৎ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আইএমইডিতে (অবগতির জন্য) প্রেরণ করা হয়। এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পূর্বে গত ৩১/০১/২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত PCR আইএমইডিতে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব কাজ ও আর্থিক সংস্থান এবং সমাপ্তি পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদর্শিত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
ক।	**রাজস্ব অঙ্গ**				
১।	ড্রাইভারের বেতন	২১.০০	৮ জন	০	-
২।	শ্রমিকদের মজুরী	৪০.৫০	২৫ জন	০	-
৩।	স্লাজ রিমুভাল যন্ত্রপাতির জ্বালানী ব্যয়	২৮.০০	১০০%	০	-
৪।	সম্লাজ রিমুভাল যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৮.০০	১০০%	০	-
৫।	মিরপুর খালের জন্য স্লাজ রিমুভাল যন্ত্রপাতি ভাড়া	২৭.০০	১০০%	০	-
৬।	ড্রইং ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন	১৮৪.৭০	১০০%	১৮০.৭৯ (৯৭.৮৮%)	১০০%
৭।	নির্মাণ সুপারভিশন/তদারকি	৩২৩.৮০	১০০%	২৯৩.৯৭ (৯০.৭৯%)	১০০%
	উপমোটঃ রাজস্ব	**৬৩৩.০০**		**৪৭৪.৭৬ (৭৫%)**	
খ।	**মূলধন অঙ্গ**				
৮।	স্লাজ ভ্যাকুয়াম কার	১১৩.০০	১টি	৯৩.২২(৮২.৪৯৬ %)	১টি (১০০%)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
৯।	উচ্চ জল চাপ মেশিন	১২৪.৩০	১টি	১০২.৩৬ (৮২.৩৫%)	১টি (১০০%)
১০।	ক্রেন সহ সম্রাজ রিমুভালের জন্য ডাম্প ট্রাক	৫৬.৫০	১টি	৪৫.১৯ (৭৯.৯৮%)	১টি (১০০%)
১১।	ক্রেন ছাড়া সম্রাজ রিমুভালের জন্য ডাম্প ট্রাক	১২৪.৩০	৩টি	৯৬.৬১ (৭৭.৭২%)	৩টি (১০০%)
১২।	পাম্পিং এর জন্য কারিগরী যন্ত্রপাতি	১৩৮৬.১০	২টি	১১৪৭.৮২ (৮২.৮১%)	২টি (১০০%)
১৩।	পাম্পিং এর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৮১৯.৩০	২টি	৬৭৮.৬০ (৮২.৮২%)	২টি (১০০%)
১৪।	পাম্পিং এর জন্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও এক্সেসরিজ	১৯৪.৪০	১০০%	১৬১.০০ (৮২.৮১‘%)	১০০%
১৫।	পাম্পিং স্টেশনের অবকাঠামো নির্মাণ	১০০৫.৬০	১টি	৮৩২.৭৩ (৮২.৮১%)	১টি (১০০%)
১৬।	পাম্পিং স্টেশনের উপরিকাঠামো নির্মাণ	১৮০.৮০	১টি	১৪৯.৭২ (৮২.৮১%)	১টি (১০০%)
১৭।	পাম্পিং স্টেশনের কারিগরী ও বৈদ্যুতিক স্থাপন কাজ	৮৭৭.০০	১টি	৭২৬.৩৬ (৮২.৮২%)	১টি (১০০%)
১৮।	ক্রয়কৃত মালামাল রাখার শেড ও কারপার্কিং নির্মাণ	১০.০০	৬টি	১০.০০ (১০০%)	৬টি (১০০%)
১৯।	পাম্পিং স্টেশনের নির্মাণ স্থান পরিস্কারকরণ	৩.০০	১টি	০	১টি (১০০%)
২০।	বাঁধের রাস্তা পুনর্বাসন	২২.০০	১টি	১২.০০ (৫৪.৫৫%)	১টি (১০০%)
২১।	বৈদ্যুতিক পোল পুনর্বাসন	৩.০০	১০০%	০	১০০%
২২।	আমদানী কর ও ভ্যাট	২১১৩.৪০	১০০%	৬৪৪.০০ (৩০.৪৭%)	১০০%
২৩।	মূলধন থোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয়	১৩০.০০	১০০%	১৩০.০০ (১০০%)	১০০%
	উপমোটঃ মূলধন	৭১৬২.৭০		৪৮২৯.৬১ (৬৭.৪৩%)	
	সর্বমোটঃ	**৭৭৯৫.৭০**	**১০০%**	**৫৩০৪.৩৭ (৬৮.০৪%)**	**১০০%**

৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ</u> প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৭। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৭.১। <u>পটভূমিঃ</u> ১৯৮৭-৮৮ সালে জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে জাইকা কর্তৃক ‘‘Study on Storm Water Drainage System in Dhaka City’’ শীর্ষক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ১৯৮৮ সালের বন্যার পর রিপোর্টটি হালনাগাদ করে ১৯৯০ সালে চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত রিপোর্টে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর, শ্যামলী, গাবতলী ও তৎসংলগ্ন এলাকার বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য ২০ ঘঃমিঃ/সেঃ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্পিং ষ্টেশন ও পাম্প ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ৫১৪ একর জমির ওপর রেগুলেটিং পন্ড নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। উলিস্নখিত রিপোর্টের আলোকে জাপান সরকারের অনুদানে ১ম পর্বে প্রতি সেকেন্ডে ১০ ঘণমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন পানি নিষ্কাশনের জন্য ১৯৯৩ সালে

কল্যাণপুরে একটি পাম্প ষ্টেশন নির্মাণ করা হয়। ঢাকা মহানগরীরর ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে নীচু জমি ও জলাশয় ভরাট করার ফলে এলাকায় ''রান অফ'' এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে পাম্প ষ্টেশনের নিষ্কাশন ক্ষমতাও বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ''Improvement of Storm Water Drainage System in Dhaka City (Phase-II)'' শীর্ষক প্রকল্পটি জাপান সরকারের অনুদানে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাইকা সম্মতি প্রদান করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩/০৭/২০০৬ তারিখ ইআরডি ও জাইকা কর্তৃক প্রেরিত Basic Design Study Team এর মধ্যে একটি Minutes of Meeting (MM) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত টিম কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন ও ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এরপর ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য গ্রহণ করা হয়।

৭.২। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ঢাকা মহানগরীর কল্যাণপুরে অবস্থিত পাম্পিং স্টেশনের ড্রেনেজ ক্যাপাসিটি এবং ড্রেনেজ জোন-এইচ এর ড্রেনেজ পাইপ ও উন্মুক্ত চ্যানেলের বর্জ্য অপসারণ ক্ষমতা শক্তি বৃদ্ধি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

৭.৩। <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ</u> প্রকল্পটি অনুমোদিত। প্রকল্পটি গত ২৯/১১/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। অতঃপর গত ২৪/১২/২০০৭ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এর প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন অগ্রগতি অর্জিত হয়। প্রকল্পটি সংশোধন করতে হয়নি। এর মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধিরও প্রয়োজন হয়নি। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়।

৭.৪। <u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ</u> প্রকল্পটি বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের (জিওবি ও জাইকা) অনুদানকৃত অর্থ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ের পুরোটাই এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে সংস্থানের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে। গত ১১/০২/২০০৭ তারিখে এ প্রকল্পে ৭.৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমাণ ৫৩৮৯.৮০ লক্ষ টাকা অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যা ০৫/০৯/২০০৭ তারিখে কার্যকর হয় এবং যার মেয়াদ ৩০/০৬/২০১০ তারিখে সমাপ্ত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে তন্মধ্যে ৬.৪৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার বা ৪৫০৮.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের অনুদানের পরিমাণ ২৪০৫.৯০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ৭৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ প্রকল্পে ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল হতে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না।

৭.৫। <u>প্রকল্পের সার্বিক (আর্থিক ও বাস্তব) অগ্রগতিঃ</u> সমাপ্তি প্রতিবেদনে (PCR) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫৩০৪.৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ (জিওবি ৭৯৬.০০ লক্ষ এবং জাইকা প্রদত্ত প্রকল্প সাহায্য ৪৫০৮.৩৭ লক্ষ টাকা) এবং বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ (বরাদ্দের ১০০%) অবমুক্ত এবং ব্যয় করা হয় (বরাদ্দ ও অবমুক্তির ১০০%)। প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি'র সংস্থান, PCR অনুযায়ী এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ব্যয় এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নিচের সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী অর্থ সংস্থান ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা				এডিপি/ আর এডিপিতে বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	মোট ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাঃ	বাস্তব	মোট	টাকা	প্রকল্প সাঃ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাঃ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২০০৬-০৭	২১৭.৭০	৩৩.০০	১৮৪.৭০	৩%	-	-	-	-	-	-	-	-
২০০৭-০৮	১৫৪০.৩০	৩৯১.০০	১১৪৯.৩০	২০%	২১০৪.০৯	৩৩২.০০	১৭৭২.০৯	-	২১০৪.০৯	৩৩২.০০	১৭৭২.০৯	৪০%
২০০৮-০৯	৫৯০৮.২০	১৮৯৬.২০	৪০১২.০০	৭৫%	২৬৬১.২৮	৪৬৪.৩০	২১৯৭.২৮	-	২৬৬১.২৮	৪৬৪.৩০	২১৯৭.২৮	৫০%
২০০৯-১০	১২৯.৫০	৮৫.৭০	৪৩.৮০	২%	৫৩৯.০০	০	৫৩৯.০০	-	৫৩৯.০০	০	৫৩৯.০০	১০%
মোটঃ	**৭৭৯৫.৭০**	**২৪০৫.৯০**	**৫৩৮৯.৮০**	**১০০%**	**৫৩০৪.৩৭**	**৭৯৬.০০**	**৪৫০৮.৩৭**	**-**	**৫৩০৪.৩৭**	**৭৯৬.০০**	**৪৫০৮.৩৭**	**১০০%**

৭.৫.১। উপর্যুক্ত সারণী হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ১ম অর্থবছরে কোন অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। ফলে ব্যয় বা বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। ২য় হতে ৪র্থ অর্থবছর পর্যন্ত ৩ বছরের প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান ও ব্যয় করা হয়। ফলে এসময়ে ১০০% বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৭৯৫.৭০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৪০৫.৯০ ও প্রকল্প সাহায্য ৫৩৮৯.৮০ লক্ষ টাকা) হলেও জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ যথাক্রমে মোট ৭৯৬.০০ লক্ষ ও ৪৫০৮.৩৭ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। জিওবি বরাদ্দের পুরোটাই (৭৯৬.০০ লক্ষ টাকা বা ১০০%) ব্যয় করা হয়। প্রকল্পের চঈজ এ অবমুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে পরিবেশিত হয়নি। এছাড়া PCR প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের কোন জিওবি অর্থ অব্যয়িত নেই। এ হতে আরও দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে কেবলমাত্র প্রকল্প সাহায্য খাত হতে অর্থ ব্যয় করা হয়।

৭.৫.২। তবে, প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত আদেশ, প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্য (ব্যয় ও অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ সংক্রান্ত), যেমন- প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্টের বিবরণী, ঢাকা ওয়াসার হিসাব বিভাগ এর তথ্যানুযায়ী অর্থ প্রাপ্তি, ব্যাংক একাউন্টে জমাদান, উত্তোলন ও অর্থ-বছর ভিত্তিক ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কোন ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়নি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রকল্পের নামে ০৩/০৬/২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ফার্মগেট শাখায় একটি একাউন্ট খোলা হয়, যার নম্বর ৪১০২-০৩২০০০০৪৯৪। এ একাউন্ট ছাড়াও অপর একটি একাউন্টে (Current Deposit (CD) Account, নম্বর ৪১০২-০২১০০০৫৯১০) প্রকল্পের অর্থ স্থানান্তর ও উত্তোলন করা হয়, যে একাউন্টটি প্রকল্পের একাউন্টের ৮ মাস পূর্বে গত ০৪/১০/২০০৭ তারিখে খোলা হয়; কিন্তু তা কোন প্রকল্প বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে খোলা হয়নি এবং এ একাউন্টে কেবলমাত্র প্রকল্পের একাউন্ট হতে অর্থ স্থানান্তর এবং উত্তোলন করা হয়।

৭.৫.৩। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের ৪১০২-০৩২০০০০৪৯৪ নম্বরের একাউন্টে অর্থবছর শেষে ২২/০৬/২০০৮ তারিখে ৪০.০০ লক্ষ টাকা জমা প্রদান করা হলেও এ অর্থ ব্যয় করা হয়নি এবং সরকারী অর্থ অবমুক্তির শর্ত মোতাবেক ৩০ জুন, ২০০৮ এর মধ্যে চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করার নিয়ম থাকলেও তা প্রতিপালিত হয়নি; এ অর্থ একাউন্টে রেখে দেয়া হয়। একইভাবে ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকল্পের একাউন্ট হতে যথাক্রমে ৩০.৪১ লক্ষ এবং ৪৯.৩১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে, যা যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়নি। এরূপ কর্মকান্ড প্রচলিত আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

৭.৫.৪। প্রকল্পের অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের ৪১০২-০৩২০০০০৪৯৪ নম্বরের হিসাবে ৫টি কিস্তিতে মোট ২৪০.০০ লক্ষ টাকা জমা প্রদান করা হয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩টি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত অর্থ। তন্মধ্যে ৩০ জুন, ২০১০ মেয়াদে মোট ১৯১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এর মধ্যে কেবলমাত্র প্রকল্প মেয়াদ শেষে জুলাই ২০১০ হতে এপ্রিল, ২০১১ মেয়াদে ব্যয় হয়েছে ৭০.৭৯ লক্ষ টাকা। এ হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জুন, ২০১০ সময়ে প্রকল্পের একাউন্ট হতে ব্যয় হয়েছে ১২০.২৮ লক্ষ টাকা, অবশিষ্ট অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল উত্তীর্ণ হবার পরে ব্যয় করা হয়েছে। যাহোক, প্রকল্পের মোট ব্যয় (জিওবি অর্থ) ১৯১.০৭ লক্ষ টাকা হিসেবে গণ্য করলেও প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে (পিসিআর-এ) প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে এ হিসাবের পার্থক্য ৭৯৬.০০-১৯১.০৭ = ৬০৪.৯৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূল প্রদত্ত/অবমুক্ত/ ছাড়কৃত জিওবি অর্থ হতে ৬০৪.৯৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। কিন্তু, তথ্য পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সিডি ভ্যাট বাবদ মোট ৬৪৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ফলে ৬০৪.৯৩ লক্ষ টাকা মজুদ থাকলে কিভাবে ৬৪৪.০০ লক্ষ টাকার ব্যয় করা সম্ভব তা বোধগম্য নয়। এতে প্রতীয়মান হয় প্রকল্পের **সিডি ভ্যাট বহির্ভূত** ব্যয় **১৯১.০৭** লক্ষ টাকা নয়**। বরং এর চেয়ে কম।**

৭.৫.৫। ঢাকা ওয়াসার হিসাব রক্ষণ শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে মোট ১২০.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আবার ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩০ জুন, ২০১০ তারিখে প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্টে রক্ষĀত ছিল ১,২১,৫৪,৬৪৪.৪৫ টাকা, যা ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে এসে দাঁড়ায় ৫১, ৬৩, ৬৯৯.৪৫ টাকায়। অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পরবর্তী ০৬ মাসে প্রকল্পের একাউন্ট হতে ৬৯,৯০,৯৪৫.০০ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু ঢাকা ওয়াসার একাউন্ট শাখার হিসাবে এ ব্যয় ৭০.৭৯ লক্ষ টাকা হিসেবে প্রতিফলিত, যা উক্ত হিসাবের চেয়ে ৮৮,০৫৫.০০ টাকা বেশী। অর্থ্যাৎ হিসাব রক্ষণ শাখা প্রদত্ত হিসাব, ব্যাংক বিবরণী এবং পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্য সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থ্যাৎ প্রকল্পের **সিডি-ভ্যাট বহির্ভূত ব্যয়** হিসেবে প্রদর্শিত অর্থের মধ্যে বেশ কিছু অর্থ এখনও অব্যয়িত অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এর পরিমাণ কত, তা উত্তোলন করা হয়েছিল কি না বা উত্তোলন করা হয়ে থাকলে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

৭.৫.৬। তথ্য পর্যালোচনায় আরও প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ৩টি অর্থ বছরে প্রকৃতপক্ষে মোট ২০৪০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ বরাদ্দ প্রদান ও অবমুক্ত করা হয়, এর মধ্যে কেবলমাত্র **সিডি-ভ্যাট** বাবদ বরাদ্দ ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় ৬৪৪.০০ লক্ষ টাকা। এতে ১১৫৬.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকার কথা। অন্যদিকে, প্রকল্পের **সিডি ভ্যাট ব্যতীত** অন্যান্য খাতে ২৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান ও অবমুক্ত করা হয়, যার মধ্যে ব্যয় হয় ১৫২.০০ লক্ষ টাকা (ক্রয়কৃত মালামাল রাখার শেড ও কারপার্কিং নির্মাণ বাবদ ১০.০০ লক্ষ বাঁধের রাস্তা পুনর্বাসন বাবদ ১২.০০ লক্ষ এবং মূলধন থোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয় বাবদ ১৩০.০০ লক্ষ টাকা)। এ হিসেবে প্রকল্পের অনুকূলে **সিডি ভ্যাট ব্যতীত** অন্যান্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে **৮৮.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত** থাকার কথা। ফলে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জিওবি অর্থ হতে মোট অব্যয়িত থাকে ১২৪৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে অব্যয়িত এ অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণের নিয়ম থাকলেও তা সমর্পণ করা হয়েছে কিনা প্রকল্প পরিচালক তা জানাতে পারেননি। এছাড়া এ অর্থ কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে প্রকল্প পরিদর্শনকালে, মূল্যায়নকালে, এমনকি এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালেও **প্রকল্প পরিচালক তথা ঢাকা ওয়াসা** হতে তা জানা যায়নি।

৭.৫.৭। প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩টি অর্থবছরে প্রকল্পের ৪১০২-০৩২০০০০৪৯৪ নম্বরের একাউন্টে মোট ৩,০০,৫৭২.০০ টাকা (১৮/০৪/২০১১ তারিখে গৃহীত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী) **লভ্যাংশ** প্রদান করা হয়। এরমধ্যে উৎসে কর হিসেবে ৩০,০৫৭.০০ টাকা কর্তন করা হয়। সে হিসেবে প্রকল্পের ২৪০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২,৭০,৫১৫.০০ টাকা। এর মধ্যে মোট ১,৭২,৩০১.০০ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ৩০ জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত হলেও এ পর্যন্ত লভ্যাংশ বাবদ অর্জিত অর্থ ৯৮,২১৪.০০ টাকা নিয়মানুসারে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্ত হবার পর নিয়মানুসারে এ একাউন্ট বন্ধ করার কথা, কিন্তু এ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের একাউন্টের ব্যালেন্স শূন্য হয়নি এবং হিসাব বন্ধ করা হয়নি এবং তা চলমান রয়েছে।

৭.৬। <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u> প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ২ জন কর্মকর্তা এ প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেকেই ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব জনবল ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। প্রত্যেকেই প্রকল্প এলাকা/ঢাকায় অবস্থান করেন ও নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তারা প্রকল্প হতে কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন নি। এ সংক্রান্ত বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	দায়িত্ব পালন সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	মোঃ জহুরুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেনেজ সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা	খন্ডকালীন ও নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত	০৫/১২/২০০৬ হতে ১৪/০৩/২০১০ পর্যন্ত	বদলী
২।	মোঃ শহিদ উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেনেজ সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা	খন্ডকালীন ও নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত	১৪/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত	সমাপ্তি পর্যন্ত কর্মরত

৭.৭। <u>প্রকল্প পরিদর্শন ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণঃ</u> প্রকল্পটি গত ১৩/০৪/২০১০ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং পাম্পিং স্টেশনের সংশ্লিষ্ট অপারেটর ও অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন সংক্রান্ত বিবরণ পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করা হলো।

৭.৭.১। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ড্রাইভারের বেতন, শ্রমিকদের মজুরী, সম্লাজ রিমুভাল যন্ত্রপাতির জ্বালানী ব্যয়, সম্লাজ রিমুভাল যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, মিরপুর খালের জন্য সম্লাজ রিমুভাল যন্ত্রপাতি ভাড়া ইত্যাদি অঙ্গের জন্য ১২৪.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, এসব অঙ্গের কাজ সম্পন্ন হয়নি (বাস্তব অগ্রগতি শূন্য)।

৭.৭.২। প্রকল্পের ডিপিপিতে নির্ধারিত ড্রইং ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণ সুপারভিশন/তদারকি জন্য যথাক্রমে ১৮৪.৭০ লক্ষ এবং ৩২৩.৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যথাক্রমে ১৮০.৭৯ লক্ষ (৯৭.৮৮%) এবং ২৯৩.৯৭ লক্ষ (৯০.৭৯%) টাকা ব্যয়ে সকল ড্রইং ও নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণ সুপারভিশন জাইকা কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের এ খাতের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৭.৭.৩। ডিপিপিতে মূলধন অঙ্গের আওতায় ৬টি যন্ত্রযান (সম্লাজ ভ্যাকুয়াম কার ১টি, উচ্চ জল চাপ মেশিন ১টি, ক্রেন সহ স্লাজ রিমুভালের জন্য ডাম্প ট্রাক ১টি এবং ৩টি ক্রেন বিহীন স্লাজ রিমুভালের জন্য ডাম্প ট্রাক ইকুইপমেন্ট/ ইকুইপমেন্ট ভেহিকল) ক্রয়ের জন্য মোট ৪১৮.১০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩৩৭.৩৮ লক্ষ টাকা (৮০.৬৯%) ব্যয়ে ৬টি যন্ত্রযানই ক্রয় করা হয়। প্রকল্পের এ খাতের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রযান ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন জোনে সরবরাহ করা হয়েছে এবং ওয়াসার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে অন্যত্র সভা থাকায় প্রকল্প পরিচালক এসব যন্ত্রযান প্রদর্শন করতে পারেন নি। ফলে যানসমূহ কেমন এবং সেগুলো সচল রয়েছে কি না তা পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

৭.৭.৪। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মূলধন অঙ্গের আওতায় পাম্পিং স্টেশন এর জন্য কারিগরী, বৈদ্যুতিক এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও এক্সেসরিজ ক্রয়ের জন্য মোট ২৩৯৯.৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পাম্পিং স্টেশনের অবকাঠামো নির্মাণ, পাম্পিং স্টেশনের উপরিকাঠামো নির্মাণ, পাম্পিং স্টেশনের কারিগরী ও বৈদ্যুতিক স্থাপন কাজ এর জন্য ২০৬৩.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ৩৬৯৬.২৩ লক্ষ টাকা (৮২.৮২%)ব্যয়ে পাম্পিং স্টেশনের জন্য

২টি পাম্পসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং কল্যাণপুর পাম্পিং স্টেশনে নতুন ২টি পাম্পিং ইউনিট এর অবকাঠামো নির্মাণ এবং পাম্পিং মেশিন ও অন্যান্য কারিগরী ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের এ খাতের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প পরিদর্শনকালে কল্যাণপুর পাম্পিং স্টেশন কম্পাউন্ড সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এসময় দেখা যায় যে, এ স্থানে এ প্রকল্পের আগের পর্বে (১ম ফেজ) নির্মিত পাম্প হাউজ, ইনটেক স্ট্রাকচার ও আইটলেট চেম্বার এর পাশে সংযুক্ত (ধঃধপযবফ) আকারে নির্মিত নতুন ইনটেক স্ট্রাকচার, পাম্প হাউজ, আউটলেট চেম্বার, সীমানা প্রাচীর (আংশিক পুনঃ নিমাণ) এবং মেইন ও পার্শ্ব গেট নির্মাণ কাজ, পাম্প হাউজে স্থাপিত ২টি পাম্প মোটর, পাম্প, কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে ক্যানেলের পানির লেভেল এর সেন্সর অক্টোবর, ২০১০ এ নষ্ট হয়ে গেলে জাইকা টীম কর্তৃক তা প্রতিস্থাপন করা হয় বলে জানা গেছে।

৭.৭.৫। প্রকল্পের ডিপিপিতে মূলধন অঙ্গের আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল রাখার শেড ও কারপার্কিং নির্মাণ জন্য মোট ১০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কল্যাণপুরের পরিবর্তে লালমাটিয়া পানির পাম্প কম্পাউন্ডে ক্রয়কৃত মালামাল রাখার শেড ও কার পার্কিং নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এ স্থানে ২টি কার শেড ও পাম্প কম্পাউন্ডের উন্মুক্তস্থানে সিসি ঢালাই করে কার পার্কিং হিসেবে নির্মাণ করা হয়। কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। তবে পাম্প কম্পাউন্ডে কত আয়তনের উন্মুক্তস্থানে সিসি ঢালাই করা হয়েছে ও এতে কত ব্যয় হয়েছে পিসিআর হতে বা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে তা জানা যায়নি। এছাড়া ডিপিপিতে মূলধন অঙ্গের আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল রাখার শেড এর সংখ্যা/পরিমাণ উল্লেখ ছিল না, ফলে মাত্র ২টি শেড নির্মাণ বাবদ এ খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

৭.৭.৬। প্রকল্পের আওতায় পাম্পিং স্টেশনের নির্মাণ-স্থান পরিস্কারকরণ ও বৈদ্যুতিক পোল পুনর্বাসন এর জন্য মোট ৬.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, পৃথকভাবে এসব অঙ্গের কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়নি। নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক কাজের আওতায় এসব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পের এ অঙ্গের আর্থিক অগ্রগতি শূন্য। তবে বাঁধের রাস্তা পুনর্বাসন কাজের জন্য ২২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল, যার মধ্যে বাস্তবায়নকালে ১২.০০ লক্ষ টাকা (৫৪.৫৫%) ব্যয় হয়। এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৭.৭.৭। প্রকল্পের ডিপিপিতে আমদানী কর ও ভ্যাট বাবদ বরাদ্দকৃত ২১১৩.৪০ লক্ষ টাকা হতে ৬৪৪.০০ লক্ষ টাকা (৩০.৪৭%) ব্যয়ে সকল আমদানী ব্যয় নির্বাহ সম্পন্ন হয়। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মূলধন থোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৩০.০০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণরূপে (১০০%) ব্যয় হয়। এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

০৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	*অর্জন অবস্থা*
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ঢাকা মহানগরীর কল্যাণপুরে অবস্থিত পাম্পিং স্টেশনের ড্রেনেজ ক্যাপাসিটি এবং ড্রেনেজ জোন-এইচ এর ড্রেনেজ পাইপ ও উন্মুক্ত চ্যানেলের বর্জ্য অপসারণ ক্ষমতা শক্তি বৃদ্ধি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

০৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। <u>সমস্যাঃ</u>

১০.১। পিসিআর-এ তথ্য প্রদান না করা বা বিভ্রামিত্মপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশনঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে (পিসিআর-এ) দায়সারাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পিসিআর-এর নির্ধারিত ছক যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি, ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এবং অনেক অংশ পুরণ না করেই সংস্থা ও মন্ত্রণালয় হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে প্রকল্পটি মূল্যায়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরণের অসমাপ্ত, অপূরণকৃত এবং ভুল তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ কিভাবে আইএমইডিতে প্রেরণ করে তা বোধগম্য হয়নি।

১০.২। <u>প্রকল্পের অর্থ ব্যয় সংক্রামত্মঃ</u> প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে বেশ কিছু আর্থিক শৃংখলা বহির্ভূত কার্যক্রম/নিয়মের ব্যত্যয় হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে, তথ্যের অভাবে মূল্যায়নকালে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মূল্যায়নকালে প্রকল্পের অর্থ প্রাপ্তি, জিওবি অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যে ঢাকা ওয়াসার হিসাব রক্ষণ শাখা প্রদত্ত হিসাব, ব্যাংক বিবরণী ও পিসিআর-এ ভিন্ন রকম তথ্য পরিবেশন করা হয়। এ তথ্য সমূহ পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ। এ কারণে পিসিআরএ প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচের অনুচ্ছেদ সমূহে দেয়া হলোঃ

(ক) **অর্থবছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ না করাঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালে চঈজ এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী অবমুক্তকৃত জিওবি অর্থের ১০০%ই ব্যয় হয়, কোন অর্থ অব্যয়িত নেই। কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের অনুকূলে বিভিন্ন অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ (যেমন- ২০০৭-০৮ এ ৪০.০০ লক্ষ, ২০০৮-০৯ এ ৩০.৪১ লক্ষ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৪৯.৩১ লক্ষ টাকা) অব্যয়িত থাকে এবং এ অব্যয়িত অর্থ প্রচলিত নিয়মানুসারে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়নি। এ অর্থ পরবর্তী অর্থবছরে, এমনকি প্রকল্প বাস্তবায়নকাল অতিক্রান্ত হবার পরও ব্যয় করা হয়েছে। এরূপ কর্মকান্ড প্রচলিত আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

(খ) মেয়াদ শেষ হবার পরও প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ব্যয় ও অসঙ্গতিপূর্ণ হিসাব প্রদর্শনঃ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩০ জুন, ২০১০ তারিখে প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্টে রক্ষিত ছিল ১,২১,৫৪,৬৪৪.৪৫ টাকা, যা ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে এসে দাঁড়ায় ৫১,৬৩,৬৯৯.৪৫ টাকায়। অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পরবর্তী ০৬ মাসে প্রকল্পের একাউন্ট হতে ৬৯,৯০,৯৪৫.০০ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু ঢাকা ওয়াসার একাউন্ট শাখার হিসাবে এ ব্যয় ৭০.৭৯ লক্ষ টাকা হিসেবে প্রতিফলিত, যা উক্ত হিসাবের চেয়ে ৮৮,০৫৫.০০ টাকা বেশী। অর্থ্যাৎ হিসাব রক্ষণ শাখা প্রদত্ত হিসাব, ব্যাংক বিবরণী এবং পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্য সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থ্যাৎ প্রকল্পের **সিডি ভ্যাট বহির্ভূত** ব্যয় হিসেবে প্রদর্শিত অর্থের মধ্যে বেশ কিছু অর্থ (পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়নি) এখনও অব্যয়িত অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে, তার পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

(গ) অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ না জানাঃ প্রকল্পের অনুকূলে ৩টি অর্থ বছরে জিওবি হতে সিডি ভ্যাট ব্যতীত **অন্যান্য খাতে** ২৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান ও অবমুক্ত করা হয়, যার মধ্যে ব্যয় হয় ১৫২.০০ লক্ষ টাকা (ক্রয়কৃত মালামাল রাখার শেড ও কারপার্কিং নির্মাণ বাবদ ১০.০০ লক্ষ বাঁধের রাস্তা পুনর্বাসন বাবদ ১২.০০ লক্ষ এবং মূলধন থোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয় বাবদ ১৩০.০০ লক্ষ টাকা)। এ হিসেবে প্রকল্পের অনুকূলে সিডি ভ্যাট ব্যতীত অন্যান্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৮৮.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকার কথা। অন্যদিকে, প্রকল্পের আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা **সিডি-ভ্যাট বাবদ** বরাদ্দ প্রদান ও অবমুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ব্যয় ৬৪৪.০০ লক্ষ টাকা, এতে অব্যয়িত থাকে ১১৫৬.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে সিডি ভ্যাট বাবদ অবমুক্তির তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত, তা উত্তোলন করা হয়েছিল কি না বা উত্তোলন করা হয়ে থাকলে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রকল্প পরিচালকও তা জানাতে পারেননি। প্রকল্প পরিদর্শনকালে, মূল্যায়নকালে, এমনকি এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালেও তা জানা যায়নি। খতিয়ে দেখা যেতে পারে। এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার বিভাগ বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে জবাব সংগ্রহপূর্বক এ বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে।

(ঘ) ব্যাংক একাউন্ট হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ না করাঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩টি অর্থবছরে প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্ট (নম্বর ৪১০২-০৩২০০০০৪৯৪) হতে মোট ৩,০০,৫৭২.০০ টাকা (১৮/০৪/২০১১ তারিখে গৃহীত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী) **লভ্যাংশ** প্রদান করা হয়, যার মধ্যে উৎসে কর হিসেবে ৩০,০৫৭.০০ টাকা কর্তন করা হয়। সে হিসেবে প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২,৭০,৫১৫.০০ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ৩০ জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত হলেও এ পর্যন্ত লভ্যাংশ বাবদ অর্জিত অর্থ নিয়মানুসারে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্ত হবার পর নিয়মানুসারে এ একাউন্ট বন্ধ করার কথা, কিন্তু এ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের একাউন্টের ব্যালেন্স শূন্য হয়নি এবং হিসাব বন্ধ করা হয়নি এবং তা চলমান রয়েছে।

১০.৩। <u>নির্মাণ ও যান্ত্রিক ত্রুটিঃ</u> প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে কয়েকটি ভৌত ও যান্ত্রিক সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(ক) এ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে নির্মিত পাম্প হাউজ এর পাশে সংযুক্ত আকারে নির্মিত নতুন পাম্প হাউজ এর এক্সপানশন জয়েন্ট দিয়ে পানি পড়ে বলে পরিদর্শনকালে পাম্প অপারেটর ও অন্যান্য কর্মচারীগণ জানান।

(খ) নির্মিত পাম্প হাউজ কম্পাউন্ডে নব-নির্মিত সীমানা প্রাচীর, হেরিং বন্ড সড়ক/চত্বর, নির্মিত সার্ফেস ড্রেন এবং ভবনের ফাটল লক্ষ্য করা গেছে। সীমানা প্রাচীরের পূর্বের অংশে বিভিন্ন স্থানে ফাটল এবং পাশ্ববর্তী ড্রেন বসে গেছে ও স্থান বিশেষে ভেঙ্গে গেছে।

(গ) পাম্প এর কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড এর ৩টি লাইট এবং পাম্পরুমের ৫টি লাইট নষ্ট হয়ে গেছে। পাম্প এর গ্রীজ পাম্প/চেম্বার হতে গ্রীজ বেরিয়ে পড়তে দেখা গেছে। উপস্থিত প্রকল্প পরিচালক ও পাম্প অপারেটরগণ এটি স্বাভাবিক বলে

জানান। কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড এর লাইট নষ্ট হওয়া এবং গ্রীজ পাম্প/চেম্বার হতে গ্রীজ বেরিয়ে পড়া কোন যান্ত্রিক ত্রুটির প্রকাশ কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

১০.৪। <u>প্রকল্পের নিরীক্ষাঃ</u> প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের ৩টি অর্থবছরের মধ্যে এ পর্যন্ত কোন অর্থবছরের অর্থ ব্যয়ের উপর নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। এ কারণে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। মূল্যায়নকাল পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে বা মূল্যায়নকালে নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যও না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ জানা যায়নি।

১১। <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১। প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে সমাপ্ত, পূরণকৃত এবং সঠিক তথ্য সম্বলিত পিসিআর যাতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয় ঢাকা ওয়াসা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ ভবিষ্যতে সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১১.২। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে সংঘটিত আর্থিক শৃংখলা বহির্ভূত কার্যক্রম ও নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা খতিয়ে দেখে তদনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক তা এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(ক) প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যথানিয়মে ও যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ না করা এবং অর্থবছর শেষে পরবর্তী অর্থবছরে এমনকি প্রকল্প বাস্তবায়নকাল অতিক্রান্ত হবার পর কেন ব্যয় করা হলো এবং অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হলো না সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা গ্রহণপূর্বক প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদঃ ৭.৫ এবং এর উপ-অনুচ্ছেদ ৭.৫.৩-৭.৫.৪)

(খ) প্রকল্পের সিডি-ভ্যাট বহির্ভূত ব্যয় হিসেবে প্রদর্শিত অর্থের মধ্যে বেশ কিছু অর্থ (পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়নি) এখনও অব্যয়িত অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া এবং অব্যয়িত অর্থ থাকলে তা সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা প্রয়োজন। (অনুচ্ছেদঃ ৭.৫ এবং এর উপ-অনুচ্ছেদ ৭.৫.৫-৭.৫.৬)

(গ) প্রকল্পের অব্যয়িত সকল অর্থ এবং বরাদ্দের অনুকূলে ব্যাংক একাউন্ট হতে লভ্যাংশ হিসেবে অর্জিত অর্থ কেন সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়নি তা জানাতে হবে এবং এ অর্থ অবিলম্বে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় এ একাউন্ট বন্ধ করতে হবে। (অনুচ্ছেদঃ ৭.৫ এবং এর উপ-অনুচ্ছেদ ৭.৫.৭)

১১.৩। নবনির্মিত পাম্প হাউজ এর এক্সপানশন জয়েন্ট দিয়ে পানি পড়ার কারণ নির্ণয় করে পানি পড়া রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাম্পিং ষ্টেশন কম্পাউন্ড এর ফাটলসমূহ ও বসে যাওয়া স্থান এবং ড্রেন মেরামত করতে হবে। পাম্প ষ্টেশনের কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড এর নষ্ট হয়ে যাওয়া লাইট মেরামত করা প্রয়োজন। গ্রীজ পাম্প/চেম্বার হতে গ্রীজ বেরিয়ে পড়ার কারণ খতিয়ে দেখে তার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১১.৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর এ পর্যন্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কোন নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। অবিলম্বে এ নিরীক্ষা পরিচালনা করা আবশ্যক এবং নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণের আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (সংশোধিত)
(সমাপ্তঃ ৩০ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৬৫৮.৯৮ (সম্পূর্ণ জিওবি)	২০৩২৬.৮৮ (সম্পূর্ণ জিওবি)	২০৩২৬.৮৮ (সম্পূর্ণ জিওবি)	আগস্ট, ২০০১ হতে জুন, ২০০৬	আগস্ট, ২০০১ হতে জুন, ২০০৮	আগস্ট, ২০০১ হতে জুন, ২০১০	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি	৪ বছর (৮২.৭৬%)

৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u> ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১৪/১১/২০১০ তারিখে ঢাকা ওয়াসা হতে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) এর কপি যুগপৎ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আইএমইডিতে (অবগতির জন্য) প্রেরণ করা হয়। তবে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত PCR আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি। সংস্থা হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব কাজ ও আর্থিক সংস্থান এবং সমাপ্তি পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদর্শিত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	**২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ**	**পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)**	
		আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক (%)**	**বাস্তব (%)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
১।	**ভূমি অধিগ্রহণ**	১৫০.০০	১.০০ হেক্টর	১৫০.০০ (১০০%)	১.০০ হেক্টর(১০০%)
২।	**নির্মাণ কাজ**				
২.১।	স্টর্ম স্যুয়ার পুনর্বাসন	৭০০.২৪	৯ কিঃমিঃ	৭০০.২৪(১০০%)	৯ কিঃমিঃ(১০০%)
২.২।	স্টর্ম স্যুয়ার নির্মাণ	৯৫৩৪.০০	৮৮.৭০ কিঃমিঃ	৯৫৩৪.০০(১০০%)	৮৮.৭০ কিঃমিঃ(১০০%)
২.৩।	ক্যানেল উন্নয়ন	২০৩.৬৮	১৬.৫০ কিঃমিঃ	২০৩.৬৮(১০০%)	১৬.৫০ কিঃমিঃ(১০০%)
২.৪।	বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১৯৯৫.০০	১.৫০ কিঃমিঃ	১৯৯৫.০০(১০০%)	১.৪৯ কিঃমিঃ (৯৯.৩৩%)
২.৫।	অস্থায়ী পাম্প স্থাপন	১২৫.০০	৩৫টি	১২৫.০০(১০০%)	৩৫টি(১০০%)
৩।	**আরসিসি পাইপ ও সিআই কভার ক্রয়**	৪১৯১.৫২	থোক	৪১৯১.৫২(১০০%)	থোক(১০০%)
৪।	**ডাব্ল কেবিন পিক-আপ ক্রয়**	২৬.৪৪	২টি	২৬.৪৪(১০০%)	২টি (১০০%)
৫।	**যন্ত্রপাতি ক্রয়**				
৫.১।	ফটোকপিয়ার	৫.০০	২টি	৫.০০(১০০%)	২টি(১০০%)
৫.২।	বম্বু-প্রিন্ট মেশিন	১০.০০	২টি	১০.০০(১০০%)	২টি(১০০%)
৫.৩।	লেভেল মেশিন	৬.০০	৬টি	৬.০০(১০০%)	৬টি(১০০%)
৫.৪।	কম্পিউটার	২.০০	২টি	২.০০(১০০%)	২টি(১০০%)
৬।	**জনবল বাবদ ব্যয়**	৪০.০০	১৩৪ জন	৪০.০০(১০০%)	১৩৪ জন(১০০%)

ক্রমিক নং	২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
৭।	**পরামর্শক ব্যয়**	১৫০.০০	১৭২ জনমাস	১৫০.০০(১০০%)	১৭২ জনমাস(১০০%)
৮।	**কন্টিনজেন্সী**	২০০.০০	৯৬ মাস	২০০.০০(১০০%)	৯৬ মাস(১০০%)
৯।	**বন্যা পুনর্বাসন কাজ**				
৯.১।	স্টর্ম স্যুয়ার লাইন পরিষ্কার করণ	১০০.০০	১০০ কিঃমিঃ	১০০.০০(১০০%)	১০০ কিঃমিঃ(১০০%)
৯.২।	মধ্যবর্তী ম্যানহোল নির্মাণ	৯০.০০	১১০ টি	৯০.০০(১০০%)	১১০ টি(১০০%)
৯.৩।	বক্স কালভার্ট পরিষ্কারকরণ	২০০.০০	১০ কিঃমিঃ	২০০.০০(১০০%)	১০ কিঃমিঃ(১০০%)
৯.৪।	প্রধান খাল পুনঃ খনন ও লাইনিং	৬০০.০০	৭ কিঃমিঃ	৬০০.০০(১০০%)	৬.৯৫ কিঃমিঃ (৯৯.২৯%)
৯.৫।	সেকেন্ডারী খাল পুনঃ খনন ও লাইনিং	৬০০.০০	১০ কিঃমিঃ	৬০০.০০(১০০%)	৯.৯৫ কিঃমিঃ (৯৯.৫০%)
৯.৬।	খালের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও পুনঃ খনন	১৬০.০০	১৫ কিঃমিঃ	১৬০.০০(১০০%)	১৫ কিঃমিঃ(১০০%)
৯.৭।	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৩০০.০০	১০০০মিঃ	৩০০.০০(১০০%)	৯৯৮ মিঃ (৯৯.৮০%)
৯.৮।	স্লুইস গেট মেরামত	১০.০০	৫টি	১০.০০(১০০%)	৫টি(১০০%)
৯.৯।	ম্যানহোলের স্লাব প্রতিস্থাপন	১০.০০	৫০টি	১০.০০(১০০%)	৫০টি(১০০%)
৯.১০।	প্রচলিত ডিজেল ইঞ্জিন পাম্পকে বৈদ্যুতিক পাম্প এ রূপান্তরকরণ	৪৫.০০	৩০টি	৪৫.০০(১০০%)	৩০টি(১০০%)
৯.১১।	অতিরিক্ত পানি অপসারণ পাম্প স্থাপন	৫০.০০	১০০টি	৫০.০০(১০০%)	১০০টি(১০০%)
৯.১২।	ম্যানহোল কভার প্রতিস্থাপন				
ক।	৬০০ মিঃমিঃ ডায়াবিশিষ্ট	৮.০০	১০০টি	৮.০০(১০০%)	১০০টি(১০০%)
খ।	৫৫০ মিঃমিঃ ডায়াবিশিষ্ট	১২.০০	১৭৫টি	১২.০০(১০০%)	১৭৫টি(১০০%)
গ।	৪৫০ মিঃমিঃ ডায়াবিশিষ্ট	৬.০০	২০০টি	৬.০০(১০০%)	২০০টি(১০০%)
৯.১৩।	ফ্রিকোয়েন্সী কনভার্টার মেরামত	৫০.০০	২টি	৫০.০০(১০০%)	২টি(১০০%)
৯.১৪।	পাম্প মেরামত	৪৫.০০	৩টি	৪৫.০০(১০০%)	৩টি(১০০%)
৯.১৫।	পাম্প স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ (পূর্ত)	৪৫.০০	১০০টি	৪৫.০০(১০০%)	১০০টি(১০০%)
৯.১৬।	ফ্রিকোয়েন্সী কনভার্টার ক্রয় ও স্থাপন	৮০.০০	১টি	৮০.০০(১০০%)	১টি(১০০%)
৯.১৭।	জিপিএস সার্ভের জন্য টোটাল স্টেশন ক্রয়	৭.০০	১টি	৭.০০(১০০%)	১টি(১০০%)
৯.১৮।	অস্থায়ী পাম্প ক্রয়	২৪৫.০০	৬০টি	২৪৫.০০(১০০%)	৬০টি(১০০%)
৯.১৯।	২০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়	২২৫.০০	১০টি	২২৫.০০(১০০%)	১০টি(১০০%)
৯.২০।	ট্রলি মাউন্টেড সাব-স্টেশন ক্রয়	৭০.০০	১০টি	৭০.০০(১০০%)	১০টি(১০০%)
৯.২১।	কেব্ল ক্রয়	৩০.০০	থোক	৩০.০০(১০০%)	থোক
	সর্বমোটঃ	**২০৩২৬.৮৮**	**১০০%**	**২০৩২৬.৮৮**(১০০%)	**১০০%**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

ক্রমিক	কাজের অঙ্গ	অসমাপ্ত কাজের পরিমাণ	অসমাপ্ত থাকার কারণ
১।	বক্স কালভার্ট নির্মাণ	প্রকল্পের ডিপিপিতে ১.৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বক্স কালভার্ট নির্মাণের স্থলে ১.৪৯ কিলোমিটার নির্মাণ করা হয়, অর্থাৎ ১০মিটার পরিমাণ বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়নি, যদিও এ বাবদ বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় একই স্থানে ১.৫ কিলোমিটার বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়নি, বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে। এতে প্রয়োজন মাফিক কাজ করা হয়েছে। ফলে সম্মিলিতভাবে তা ১.৪৯ কিলোমিটার হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন না হওয়ায় ১০ মিটার বক্স কালভার্ট নির্মিত হয়নি।
২।	প্রধান খাল পুনঃ খনন ও লাইনিং	প্রকল্পের ডিপিপিতে ৭ কিলোমিটার প্রধান খাল পুনঃ খনন ও লাইনিং কাজের বিপরীতে ৬.৯৫ কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন করা হয়, অর্থাৎ ৫০মিটার পরিমাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি। যদিও এ খাতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় একই স্থানে ৭ কিলোমিটার প্রধান খাল পুনঃ খনন ও লাইনিং কাজ করা হয়নি, বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে। এতে প্রয়োজন মাফিক কাজ সম্পন্ন করার পর দেখা যায় যে, সম্মিলিতভাবে তা ৬.৯৫ কিলোমিটার হয়। এ কারণে ৫০ মিটার কাজ বাস্তবায়িত হয়নি।
৩।	সেকেন্ডারী খাল পুনঃ খনন ও লাইনিং	প্রকল্পের ডিপিপিতে ১০ কিলোমিটার সেকেন্ডারী খাল পুনঃ খনন ও লাইনিং কাজের বিপরীতে ৯.৯৫ কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন করা হয়, অর্থাৎ ৫০মিটার পরিমাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি। যদিও এ খাতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় একই স্থানে ১০ কিলোমিটার সেকেন্ডারী খাল পুনঃ খনন ও লাইনিং কাজ করা হয়নি, বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে। এতে প্রয়োজন মাফিক কাজ সম্পন্ন করার পর দেখা যায় যে, সম্মিলিতভাবে তা ৯.৯৫ কিলোমিটার হয়। এ কারণে ৫০ মিটার কাজ বাস্তবায়িত হয়নি।

০৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** প্রায় ২৬৫ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ঢাকা মহানগরীর পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন একটি বড় সমস্যা। পূর্বে ঢাকা নগরীর চারপাশে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, তুরাগ, বালু নদী, টঙ্গী খাল এবং ঢাকা শহরের অভ্যন্তরস্থ রামপুরা, ধোলাইখাল, সেগুনবাগিচা, মিরপুর লেক এবং অসংখ্য ঝিল, ডোবা, পুকুর ও খাল ইত্যাদি পানি নিষ্কাশনে ও অতিরিক্ত পানি ধারণে সহায়তা করত। কিন্তু বর্তমানে দ্রুত অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে জলাশয় ও অন্যান্য ডধঃবৎ নড়ফু ভরাট হওয়ায়, পানি ধারণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা ছাড়াই বিভিন্ন স্থাপনা নির্মিত হওয়ায় অবশিষ্ট জলাশয় বার্তি পানি ধারণে সক্ষম না হওয়ায় জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। জলাবদ্ধতা নগরীর যাতায়ত ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জীবন যাত্রাকে বিঘ্নিত ও অচল করেছে। পাশাপাশি কিছু এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকাকে বিভিন্ন উন্মুক্ত খাল, নালা, লেক ও জলাশয় পুনরুদ্ধার ও উন্নোয়ন এবং প্রায় ১৮০ কিঃমিঃ ভুগর্ভস্থ পানি নিষ্কাশন লাইন নির্মাণসহ কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট ব্যবস্থার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসনের প্রস্তাব করা হয়। তবে, পরিকল্পনা কমিশন এতে একমত না হয়ে ক্ষুদ্র কার্যক্রমসমূহ একত্রিত করে এবং নতুন ও বিপর্যস্থ এলাকার কার্যক্রম সমণন্বিত করে একটি বৃহৎ প্রকল্প প্রণয়ন পূর্বক পেশের জন্য নির্দেশনা দেয়া হলে এ প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। এ প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান করা হলেও পাওয়া যায়নি এবং ঢাকা ওয়াসার একার পক্ষে নিজস্ব অর্থে এরূপ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। এ পটভূমিতে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন উদ্যোগ গৃহীত হয়। পরবর্তীতে গৃহীত মূল প্রকল্পটি সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন, বক্স কালভার্ট নির্মাণ, খাল উন্নয়ন এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর প্রকট জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন এবং রাজধানীকে একটি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জীবনের নগরীতে উত্তরণ নিশ্চিত করা।

৭.৩। <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ</u> মূল ও সংশোধিত উভয় প্রকল্পই অনুমোদিত। মূল প্রকল্পটি (পিসিপি) গত ১০-০৭-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। একনেক শাখা হতে এ অনুমোদন আদেশ ২৬/০৭/২০০১ তারিখে জারী হয়। অতঃপর গত ২০/০৯/২০০১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় প্রকল্পের মূল পিপি অনুমোদিত হয়। প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি অর্জন সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০০৫ সালে প্রথমবার সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত পিপি ১২/১০/২০০৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রকল্পটি পুনরায় সংশোধন করা হলেও ২য় সংশোধিত পিপি অনুমোদিত হয়নি। গত ১৬/০৭/২০০৮ তারিখে আইএমইডি'র শর্ত সাপেক্ষ সম্মতির ভিত্তিতে ৩০/০৬/২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়।

৭.৪। **<u>প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ নিম্নরূপঃ</u>**

(ক) প্রকল্পে নতুন ভাবে বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ,
(খ) নির্মাণ সামগ্রী, বিশেষ করে এমএস বার, ডিফর্মড বার, কাস্ট আয়রণ ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি,
(গ) ঢাকা সিটি করপোরেশনের রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ চার্জ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের এ খাতের ব্যয় বৃদ্ধি,
(ঘ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য যানবাহনের সংখ্যা ও ধরণ পরিবর্তন এবং
(ঙ) প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি।

৭.৪। <u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ</u> প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অনুদানকৃত অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পে কোন প্রকল্প সাহায্য ছিল না। এছাড়া এ প্রকল্পে ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল হতে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ের পুরোটাই বাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে সংস্থানের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে।

৭.৫। <u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u> প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (চঈজ) এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সংশোধিত এডিপিতে মোট ৭০৫৭.০০ লক্ষ বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ (বরাদ্দের ১০০%) অবমুক্ত এবং ব্যয় করা হয় (বরাদ্দ ও অবমুক্তি ১০০%)। প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি'র সংস্থান এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ব্যয় এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নিচের সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী		সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী		এডিপি/ সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	পুনঃ নির্ধারিত বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	টাকা অবমুক্তি	মোট ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি
	আর্থিক সংস্থান	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক সংস্থান	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০১-০২	৩২৭৩.৫১	২২.৩৩ %	৪১৮.০৫	২.০৬%	৪১৮.০৫	২.০৫%	৪১৮.০৫	৪১৮.০৫	২.০৫%
২০০২-০৩	৩২০৬.০৯	২১.৮৭%	১৬৫৫.০৮	৮.১৪%	১৫০০.০০	৭.৩৮%	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৭.৩৮%
২০০৩-০৪	২১২১.০৩	১৪.৪৭%	১৩৯৮.১৪	৬.৮৮%	১৩৬২.০১	৬.৭০%	১৩৬২.০১	১৩৬২.০১	৬.৭০%
২০০৪-০৫	৪২০৩.০১	২৮.৬৮ %	৩২৫৬.১৯	১৬.০২ %	১৮৫৫.০৮	৯.১৩%	১৮৫৫.০৮	১৮৫৫.০৮	৯.১৩%
২০০৫-০৬	১৮৫৫.৩৪	১২.৬৫%	৬৬৩২.৪৮	৩২.৬৩ %	২০০০.০০	৯.৮৪%	২০০০.০০	২০০০.০০	৯.৮৪%
২০০৬-০৭	-	-	৪৯২২.৮৬	২৪.২২%	১৯৯৫.২৪	৯.৮১%	১৯৯৫.২৪	১৯৯৫.২৪	৯.৮১%
২০০৭-০৮	-	-	২০৪৪.০৮	১০.০৫ %	২৩৬৩.৫০	১১.৬২%	২৩৬৩.৫০	২৩৬৩.৫০	১১.৬২%
২০০৮-০৯	-	-	-	-	৫০০০.০০	২৪.৫৯%	৫০০০.০০	৫০০০.০০	২৪.৫৯%
২০০৯-১০	-	-	-	-	৩৮৩৩.০০	১৮.৮৮%	৩৮৩৩.০০	৩৮৩৩.০০	১৮.৮৮%
মোটঃ	**১৪৬৫৮.৯৮**	**১০০%**	**২০৩২৬.৮৮**	**১০০%**	**২০৩২৬.৮৮**	**১০০%**	**২০৩২৬.৮৮**	**২০৩২৬.৮৮**	**১০০%**

৭.৬। <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u> প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ৪ জন কর্মকর্তা এ প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেকেই ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব জনবল ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। প্রত্যেকেই প্রকল্প এলাকা/ঢাকায় অবস্থান করেন ও নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তারা প্রকল্প হতে কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন নি। এ সংক্রান্ত বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্বের ধরণ	দায়িত্ব পালন সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	মোঃ নাসির উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেনেজ সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা, ২২২৫০/-৯০০×১০-৩১২৫০/-	খন্ডকালীন	১২/০৩/২০০১ হতে ০৮/০৩/২০০৪ পর্যন্ত	বদলী
২।	এস. ডি. এম. কামরুল আলম চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেনেজ সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা, ২২২৫০/-৯০০×১০-৩১২৫০/-	খন্ডকালীন	০৮/০৩/২০০৪ হতে ২৬/০২/২০০৬ পর্যন্ত	বদলী
৩।	মোঃ জহরুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেনেজ সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা, ২২২৫০/-৯০০×১০-৩১২৫০/-	খন্ডকালীন	২৬/০২/২০০৬ হতে ১৭/০২/২০০৮ পর্যন্ত	বদলী
৪।	মোঃ ওয়ালীউলস্নাহ্ সিকদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেনেজ সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা, ২২২৫০/-৯০০×১০-৩১২৫০/-	খন্ডকালীন	১৭/০২/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত	সমাপ্তি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন।

৭.৭। <u>প্রকল্প পরিদর্শন ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণঃ</u> স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি গত ১৮, ১৯ ও ২০ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও অন্যান্য প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পের নির্বাহী ও অন্যান্য প্রকৌশলীগণের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

৭.৭.১। পরিদর্শিত কাজের ক্রয় বিবরণী ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণঃ পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক/কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম তথা ঠিকাদার নিয়োগ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় যা <u>পরিশিষ্ট-ক</u> তে প্রদর্শিত সারণীতে দেয়া হলো।

৭.৭.২। বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিশেস্নষণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিষয়োক্ত সমাপ্ত প্রকল্পটি গত গত ১৮, ১৯ ও ২০ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালক ব্যতীত সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও অন্যান্য প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। তবে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পের নির্বাহী ও অন্যান্য প্রকৌশলীগণের সঙ্গে আলোচনা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান সড়কে নির্মিত বিভিন্ন ধরণের নর্দমা, স্টর্ম স্যুয়ার লাইন, রিং কালভার্ট, আরসিসি কালভার্ট ও বক্স কালভার্ট নির্মাণ, খাল পরিস্কারকরণ কাজ, অবৈধ অবকাঠামো অপসারণ, খালসমূহ খনন-পুনঃখনন, লাইনিং, ব্রিক/আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, পাম্পিং স্টেশন মেরামত, পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও সাব-স্টেশনের যন্ত্রপাতি ক্রয়, স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়ন/নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নোত্তর সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত কাজসমূহের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও বিশেস্নষণ পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করা হলো।

৭.৭.২.১। নর্দমা, স্টর্ম স্যুয়ার লাইনঃ প্রকল্পের আওতায় আব্দুলস্নাহপুর খাল সংলগ্ন আজমপুর এলাকা, মহাখালী ডিওএইচএস, ধলপুর, সুত্রাপুর, র‍্যাংকিন ষ্ট্রিট, জনসন রোড, মিরপুর-১ নং ও ১০ নং সেক্টর হয়ে ১১ নং সড়ক বরাবর কালশী খাল পর্যন্ত, মিরপুর রোকেয়া সরণী, মিরপুর-১০ নং গোল চক্কর হতে কচুক্ষেত বাউনিয়া খাল পর্যন্ত, ইত্যাদি এলাকায় পাইপ নর্দমা (বিভিন্ন ডায়া বিশিষ্ট) এবং ব্রিক ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। সকল লাইন সচল ও প্রবাহমান রয়েছে। প্রকল্পের এ কাজটি ভাল হয়েছে। তবে নর্দমা পরিকল্পনায় কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন- উত্তরা আজমপুর ও আব্দুল্লাহপুর এলাকার গৃহস্থালী ও পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের জন্য ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ করা হলেও তা এ এলাকার আব্দুলস্নাহপুর খালে নিসৃত হওয়ায় খালের পানি দূষিত হচ্ছে, পাশাপাশি পরিবেশ এবং পাশ্ববর্তী তুরাগ নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। এতে আংশিক সুবিধা জনস্বার্থে ব্যবহৃত হলেও প্রকারান্তরে তা দীর্ঘ মেয়াদী কোন সুবিধা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি।

৭.৭.২.২। রিং কালভার্ট, আরসিসি কালভার্ট ও বক্স কালভার্ট নির্মাণঃ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন খালের উপর **বক্স কালভার্ট** নির্মাণ করে **প্রধান সড়ক** বা সরন্ন রাস্তা, পার্শ্ব রাস্তা বা ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ইব্রাহীমপুর খাল উত্তর প্রামেন্ত পুরাতন এয়ার পোর্ট সংলগ্ন স্থানে সংকীর্ণ; এটি উত্তর প্রান্তে পাইপ ড্রেন, বক্স কালভার্ট হতে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণে কচুক্ষেত প্রধান সড়ক অংশে সড়কের নিচে নির্মিত বক্স কালভার্ট হয়ে বাউনিয়া খালে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। তবে খালের প্রবাহ ক্ষেত্রবিশেষে সরন্ন হলেও সচল রয়েছে। কল্যাণপুর 'খ' খালের মাঝামাঝি স্থানে প্রায় ১০০ মিটার, হাজারীবাগ খালের মাঝামাঝি স্থানে প্রায় ৫০ মিটার বক্স কালভার্ট নির্মাণ পূর্বক উপরিভাগে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। বাসাবো খালের পাশ দিয়ে প্রায় ৫০ মিটার রাস্তা ও কল্যাণপুর 'ছ' খালে কল্যাণপুর প্রধান সড়ক সংলগ্ন স্থানে ও অন্যান্য স্থানে খালের পাশ দিয়ে প্রায় ২০০ মিটার পার্শ্ব সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ইব্রাহীমপুর খালে কচুক্ষেত হতে রোকেয়া সরণী পর্যন্ত বর্তমান সংযোগ সড়কের উত্তর দিকে খালের পাশে নির্মিত **লাইনিং** এর বেশ কিছু অংশ অবৈধভাবে দখল করে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রামচন্দ্রপুর খাল, কাটাশুর খাল ও ডিওএইচএস খালের পাশ দিয়ে সরন্ন রাস্তা, পার্শ্ব সড়ক বা ওয়াকওয়ে নির্মাণ পূর্বক খালের প্রশস্ততা সংকীর্ণ করা হয়েছে। বাসাবো খালের উপরে **বক্স কালভার্ট** নির্মাণ করায় কালভার্টের দু'পাশে খালের যে স্থান অবশিষ্ট থাকে তা ভরাট করে ব্যক্তি স্বার্থে (সবজী বাগান, গাড়ির গ্যারেজ, অস্থায়ী দোকান ইত্যাদি কাজে) ব্যবহার করা হচ্ছে। একইভাবে হাজারীবাগ খালের সিকদার হাউজিং ও মোহাম্মদী হাউজিং এলাকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত খালের কিছু অংশে বক্স কালভার্ট ও কিছু অংশে রিং কালভার্ট বা পাইপ ড্রেন স্থাপন করে খালকে অস্তিত্বহীন করে তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা মহা নগরীর বিভিন্ন এলাকার জলাবদ্ধতা ও আংশিক যাতায়াত সমস্যা অল্প বিস্তর লাঘবের জন্য প্রকল্পের আওতায় রিং কালভার্ট, পাইপ ড্রেন, বক্স কালভার্ট ও ছোট আকারের (৬-১২) মিটার দীর্ঘ আরসিসি কালভার্ট, লাইনিং ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। ফলে কাজগুলো সম্পন্ন হলেও তা ছড়ানো ছিটানো এবং এসবে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনার ছাপ নেই। ফলে একই খালে পাশাপাশি স্থানে লাইনিং, রিটেইনিং ওয়াল, পাইপ ড্রেন, বক্স কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে, যা যুক্তি সঙ্গত নয়। যেমন-ইব্রাহীমপুর খাল, কল্যাণপুর 'খ' খাল, হাজারীবাগ খাল, কমলাপুর খাল, বাসাবো খাল ইত্যাদি। এতে সৃষ্ট সুবিধা ততটা টেকসই হয়নি।

৭.৭.২.৩। খাল পরিস্কারকরণ, খনন-পুনঃখনন, অবৈধ অবকাঠামো অপসারণ, লাইনিং, ব্রিক/আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণঃ প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে ঢাকা মহা নগরীর ইব্রাহীমপুর এলাকা হতে আরম্ভ করে ইব্রাহীমপুর খাল, বাউনিয়া খাল, কালশী খাল, কল্যাণপুর 'খ' খাল, কল্যাণপুর 'ছ' খাল, কাটাসুর খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, হাজারীবাগ খাল, বাসাবো খাল, কমলাপুর খাল, ধোলাইখাল, মহাখালী ডিওএইচএস খাল এবং আব্দুলাহপুর (উত্তরা) খাল পর্যন্ত এলাকাসমূহে খাল পরিষ্কারকরণ, খনন, পুনঃখনন, পুনরম্নদ্ধার, অবৈধ অবকাঠামো অপসারণ, বক্স কালভার্ট ও কালভার্ট নির্মাণ, লাইনিং ও রি-টেইনিং ওয়াল নির্মাণ ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়নোত্তর সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

(ক) পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, খালসমূহ উন্নয়নকালে **পরিষ্কার** করা হয়, কিন্তু পরিষ্কারকৃত আবর্জনা, কাদা মাটি, সম্নাজ ইত্যাদি অপসারণ করে অধিকাংশ স্থানে খালের পাশেই স্তুপাকারে রাখা হয়। এতে নির্দিষ্ট বিরতিতে/কিছুদিন পরে তা পুনরায় খালে নিপতিত হয়। ফলে খাল পূর্বের অবস্থায় উপনীত হয়। যেমন- ইব্রাহীমপুর খাল, কালশী খাল, কল্যাণপুর 'খ' ও 'ছ' খাল, হাজারীবাগ খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কাটাশুর খাল, কমলাপুর খাল ইত্যাদি।

(খ) অধিকাংশ খালের উপরে বিভিন্ন স্থানে **মসজিদ/মাদ্রাসা** স্থাপন পূর্বক খাল দখল ও ভরাট, প্রশস্ততা হ্রাস ও প্রবাহ সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। যেমন- ইব্রাহীমপুর খাল, কল্যাণপুর 'ছ' খাল, কমলাপুর খাল, বাসাবো খাল ইত্যাদি।

(গ) বিভিন্ন স্থানে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে খালের প্রবাহ থাকা যুক্তিসঙ্গত এমন স্থানে তথা খালের উপরে (হয়তো **খালের জায়গা দখল** করে) **হাউজিং প্রকল্প** (যেমন- হাজারীবাগ খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কাটাশুর খাল ইত্যাদি খালে মোহাম্মদীয়া হাউজিং, সিকদার হাউজিং, ইষ্টার্ণ হাউজিং ও বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন হাউজিং প্রকল্প), **পেট্রোল পাম্প** (কল্যাণপুর 'ক' ও 'ছ' খাল), **সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র** (আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্প এর নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পূর্ব পাড়, বটতলা, মোহাম্মদপুর), **দোকান বা ব্যবসা কেন্দ্র** (ইব্রাহীমপুর খাল, কালশী খাল, কল্যাণপুর 'ক' ও 'ছ' খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কাটাশুর খাল, কমলাপুর খাল, বাসাবো খাল, ধোলাইখাল ইত্যাদি খালের উপরে পূর্ণ বা আংশিকভাবে), **বস্তি** (ইব্রাহীমপুর খাল, কাটাশুর খাল, বাসাবো খাল ইত্যাদি) গড়ে তোলা হয়েছে। অধিকাংশ খালের উচ্ছেদকৃত স্থাপনা/অবৈধ স্থাপনা পুনঃ দখল হয়েছে।

(ঘ) কয়েকস্থানে খাল এমনভাবে **ভরাট** বা রিটেইনিং ওয়াল/পাইপ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে যে, সে সব স্থানে খালের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে, খাল ছিল বলে প্রতীয়মান হয়না। যেমন- বাসাবো খাল, হাজারীবাগ খাল, কল্যাণপুর 'খ' খাল ইত্যাদি খালের বিভিন্ন অংশে কোন কোন স্থানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। হাজারীবাগ খালের এক স্থানে খালের পানি নিস্কাশনের জন্য বেড়ি বাধে সম্নুইস গেট থাকলেও বর্তমানে সেখানে খালের কোন চিহ্ন নেই। একইভাবে কল্যাণপুর 'খ' খালের মাঝামাঝি স্থানে খালের সীমা রেখা বরাবর সীমানা প্রাচীর দিয়ে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, এর নিকবর্তী স্থানে খাল এতটাই সরন্ন হয়ে গেছে তা নদর্মায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং হাজারীবাগ খালে মোহাম্মদী হাউজিং এবং সিকদার হাউজিং সংলগ্ন স্থানে খালের প্রশস্ততা

ভরাট করে সরন্ন নালায় পরিণত করে পাশে ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া মোহাম্মদী হাউজিং এর পশ্চিম প্রান্তে কয়েকটি স্থানে ভূমি বিরোধ বিদ্যমান। পার্শ্ববর্তী ভূমি মালিকের দাবী এস্থানে স্থানীয় ১টি মসজিদ ও মাদ্রাসা খালের উপরে নির্মাণ করে খালের প্রবাহ ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপরে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এ দ্বন্দ্ব বিরাজমান এবং এখন পর্যন্ত তার সুরাহা না হওয়ায় মাদ্রাসা ও মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিমালিক উভয় পক্ষই উভয় পাশ থেকে খালের স্থান নিজের বলে দাবী ও অধিকার করায় এখানে খাল ক্রমশ সংকুচিত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সিকদার হাউজিং এর পাশে হাউজিং কর্তৃক খালের উপরে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া রামচন্দ্রপুর ও হাজারীবাগ খালের অনেক স্থানেই খালের কোন অস্তিত্ব নেই, কোথাও কোথাও তা বক্স কালভার্টে এবং কোন স্থানে তা পাইপ ড্রেনে রূপান্তরিত হয়েছে।

৭.৭.২.৪। পাম্পিং স্টেশন মেরামত, পাম্প মোটর সরবরাহ, স্থাপন, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও সাব-স্টেশনের যন্ত্রপাতি ক্রয়, স্থাপনঃ প্রকল্পের আওতায় রামপুরা লেক সংলগ্ন পাম্পিং স্টেশন এবং জনপথ পাম্পিং স্টেশনের প্রতিটির পাশে নির্মিত ১টি ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ও ৩টি করে ১১০ কিঃওয়াট ক্ষমতার সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পসহ মোটর স্থাপন, পাম্পিং স্টেশনে অস্থায়ী শেড ইত্যাদি নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে দেখা যায় বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে না, অধিকাংশ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণহীন, অচল, কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। সমগ্র স্টেশনে যন্ত্রপাতিসমূহ প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার না হওয়ায় কোন কোনটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কোন কোনটি ভেঙ্গে গেছে এবং বিশেষ করে রামপুরা পাম্পিং স্টেশনে পাম্প মেশিনসমূহ ভবিষ্যতে আর প্রয়োজন হবে বলে মনে হয়না, কেননা এর পাশে বর্তমানে খাল বা পানি প্রবাহের কোন অস্তিত্ব নেই। কাজেই এ স্টেশন দু'টি সরজমিন পরিদর্শনপূর্বক রি-মডেলিং করা এবং বিনষ্ট, অপ্রয়োজনীয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ যন্ত্রপাতি অপসারণপূর্বক স্টেশন দু'টি ছোট পরিসরে, আধুনিক ও অধিক কার্যকর করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়।

০৮। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন, বক্স কালভার্ট নির্মাণ, খাল উন্নয়ন এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর প্রকট জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন এবং রাজধানীকে একটি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জীবনের নগরীতে উত্তরণ নিশ্চিত করা।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হয়েছে।

০৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি, আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণসমূহ উল্লেখযোগ্য-

(ক) খালের উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ করে রাস্তা/ওয়াকওয়ে ইত্যাদি নির্মাণ করে খালকে সংকীর্ণ করে তোলায় বা খালের জায়গা আংশিক বা পূর্ণভাবে দখলে নিয়ে খালের প্রস্থ ও গভীরতা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বিপুল পরিমাণ বর্জ্য পরিবহনে অক্ষম হয়ে পড়েছে, যা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর যাতায়াত সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে লাঘব করলেও জলাবদ্ধতার সমস্যাকে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী করার আশংকা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া হাজারীবাগ বা কাটাশুর এলাকায় দু'টি পাশাপাশি পাইপ ড্রেনের মাধ্যমে খালের প্রবাহকে প্রবাহিত করে খালের উপরেই ভবন নির্মাণ এবং ভূমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকানা দাবীদারগণ কর্তৃক খালের দু'পাশ হতে ভরাট পূর্বক জায়গা নিজ দখলে নেয়া- এর মধ্য দিয়ে মূলতঃ এ এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের পরিবর্তে স্থায়ী করণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে একদিকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠী বা খালের পাশ্ববর্তী ভূমির মালিক যেমন দায়ী, তার সঙ্গে ঢাকা ওয়াসা তথা প্রকল্প কর্তৃপক্ষও কম দায়ী নয়।

(খ) প্রকল্পের আওতায় ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজটি ভাল হলেও পরিকল্পনায় অসঙ্গতি/ত্রুটি থাকায় তা উত্তরা এলাকার আব্দুল্লাহপুর খালে নিসৃত হওয়ায় খালের পানির পাশাপাশি পরিবেশ ও তুরাগ নদীর পানি দূষিত হচ্ছে।

১০। <u>সমস্যাঃ</u>

১০.১। <u>সময় অতিক্রান্ত :</u> প্রকল্পটি আগষ্ট, ২০০১ হতে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ০৫ বছর সময়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু বাস্তবায়নে প্রকৃতপক্ষে ৯ বছর সময় প্রয়োজন হয়েছে। এতে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৪ বছর, যা মূল বাস্তবায়নকালের ৮২.৭৬% বেশী। এত দীর্ঘ সময় ধরে বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পের শুরুর বছরগুলিতে বাস্তবায়িত কাজের (বিশেষ করে খাল উন্নয়ন, খাল পরিষ্কার, খাল খনন, পুনঃখনন, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ইত্যাদি কাজের) কোন নমুনা খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে একমাত্র কাগজে কলমে ব্যতীত এসব কাজের কোন অস্তিত্ব নেই।

১০.২। <u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u> প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান সড়কে নির্মিত বিভিন্ন ধরণের নর্দমা, স্টর্ম স্যুয়ার লাইন, রিং কালভার্ট, পাইপ ড্রেন, আরসিসি ড্রেন, আরসিসি কালভার্ট ও বক্স কালভার্ট নির্মাণ, খাল পরিস্কারকরণ কাজ, অবৈধ অবকাঠামো অপসারণ, খালসমূহ খনন-পুনঃখনন, লাইনিং, ব্রিক/আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, পাম্পিং স্টেশন মেরামত, পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও সাব-স্টেশনের যন্ত্রপাতি ক্রয়, স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়ন/নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নোত্তর সরেজমিন পরিদর্শনকালে বেশ কিছু সমস্যা পাওয়া যায়/চিহ্নিত হয়/পরিলক্ষিত হয়, যা নিচের অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করা হলোঃ

(ক) প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহা নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন খালের উপর **বক্স কালভার্ট** নির্মাণ করে **প্রধান সড়ক** বা সরু রাস্তা, পার্শ্ব রাস্তা বা ওয়াকওয়ে নির্মাণ করে খালকে সংকীর্ণ ও জীর্ণ করে তোলা হয়েছে। ফলে এসব খালের প্রস্থ ও গভীরতা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বিপুল পরিমাণ বর্জ্য পরিবহনে অক্ষম হয়ে পড়েছে, যা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর যাতায়াত সমস্যা কিছুটা লাঘব করলেও জলাবদ্ধতার সমস্যাকে দুরীকরণের পরিবর্তে প্রকট এবং স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী করার আশংকা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া বক্স কালভার্টসমূহ বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করায় যাতায়াত কাজে সুবিধা ব্যতীত এ কালভার্ট সমূহ নির্মাণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং এ হতে জলাবদ্ধতা নিরসনে তেমন কোন সুবিধা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়না। এছাড়া অধিকাংশ কালভার্টের উৎস মুখ ও চারপাশ আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে যা খালের স্বাভাবিক প্রবাহকে বিঘ্নিত করছে এবং পাশাপাশি পরিবেশ নষ্ট করছে।

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন খাল উন্নয়নকালে পরিষ্কার করা হয়, কিন্তু পরিষ্কারকৃত আবর্জনা, কাদা মাটি, সম্লাজ ইত্যাদি অপসারণ করে অধিকাংশ স্থানে খালের পাশেই স্তুপাকারে রাখা হয়। এতে নির্দিষ্ট বিরতিতে/কিছুদিন পরে তা পুনরায় খালে নিপতিত হয়। ফলে খাল পূর্বের অবস্থায় উপনীত হয়। অধিকাংশ খালের উপরে বিভিন্ন স্থানে **মসজিদ/মাদ্রাসা** স্থাপন পূর্বক খাল দখল ও ভরাট, প্রশস্ততা হ্রাস ও প্রবাহ সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে খালের উপরে বা **খালের জায়গা দখল** করে হাউজিং প্রকল্প/পেট্রোল পাম্প, সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (পূর্ব পাড়, বটতলা, মোহাম্মদপুর), দোকান বা ব্যবসা কেন্দ্র, বস্তি গড়ে তোলা হয়েছে। অধিকাংশ খালের উচ্ছেদকৃত স্থাপনা/অবৈধ স্থাপনা পুনঃ দখল হয়েছে। খাল দখল, ভরাট ও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে খালের উপরে নির্মাণ কাজ পরিদর্শন কাল পর্যন্ত অব্যাহত অবস্থায় দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন খালের উপর **বক্স কালভার্ট** নির্মাণ করে **রাস্তা বা প্রধান** সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকস্থানে খাল এমনভাবে ভরাট বা পাইপ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে যে, সে সব স্থানে খালের **অস্তিত্ব বিলীন** হয়েছে, সে সব স্থানে খাল ছিল বলে প্রতীয়মান হয়না। **ঢাকা জেলা প্রশাসন বা ঢাকা ওয়াসা** হতে খাল দখল, ভরাট ও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে খালের উপরে নির্মাণ কাজ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার প্রকল্প পরিচালক বা নির্বাহী প্রকৌশলীগণ জানান যে, ঢাকা মহা নগরীর খালসমূহ ঢাকা জেলা প্রশাসনের মালিকানাধীন। এখানে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত দখলে বাধা দেয়া বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার কোন কর্তৃত্ব নেই। ফলে জেলা প্রশাসন কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে খাল রক্ষায় ঢাকা ওয়াসার তেমন কোন কর্তৃত্ব থাকে না। উল্লেখ্য, বিভিন্ন স্থানে খাল দখল/ভরাট ও খালের উপর নির্মাণ অব্যাহত থাকলেও এ বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসনের কোন কর্ম তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। আর এ বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসন তৎপর না হলে ঢাকা মহা নগরীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত এসব খাল এক সময় নর্দমায় পরিণত হয়ে যেতে পারে, যা এ মহানগরীর সার্ফেস ওয়াটার, গৃহস্থালী নিষ্কাশিত পানি বা বৃষ্টির পানি পরিবহনে সক্ষম হবে না, যা প্রকারান্তরে এ নগরবাসীর জন্য বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য পূর্ব হতেই সচেতন ও তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) কয়েকস্থানে খাল এমনভাবে **ভরাট** বা রিটেইনিং ওয়াল/পাইপ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে যে, সে সব স্থানে খালের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে, খাল ছিল বলে প্রতীয়মান হয়না। ফলে এসব এলাকার জলাবদ্ধতা দুরীকরণতো হয়ইনি বরং জলাবদ্ধতা সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর উদাসীনতা, অসহযোগিতা ও দায়িত্বহীনতা কম দায়ী নয়। এছাড়া একই স্থানে (যেমন- হাজারীবাগ খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কাটাশুর খাল ইত্যাদি খালে মোহাম্মদীয়া হাউজিং, সিকদার হাউজিং ইত্যাদি) পাশাপাশি কয়েক মিটার করে লাইনিং, রিটেইনিং ওয়াল বা পাইপ ড্রেন বা বক্স কালভার্ট নির্মাণ অযৌক্তিক ও অর্থের অপচয় বলে প্রতীয়মান হয়।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় রামপুরা লেক সংলগ্ন পাম্পিং স্টেশন এবং জনপথ পাম্পিং স্টেশনের প্রতিটির পাশে নির্মিত ১টি ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ও ৩টি করে ১১০ কিঃওয়াট ক্ষমতার সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পসহ মোটর স্থাপন, পাম্পিং স্টেশনে অস্থায়ী শেড ইত্যাদি নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে দেখা যায় বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে না, অধিকাংশ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণহীন, অচল, কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। সমগ্র স্টেশনে যন্ত্রপাতিসমূহ প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার না হওয়ায় কোন কোনটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কোন কোনটি ভেঙ্গে গেছে এবং বিশেষ করে রামপুরা পাম্পিং স্টেশনে পাম্প মেশিনসমূহ ভবিষ্যতে আর প্রয়োজন হবে বলে মনে হয়না, কেননা এর পাশে বর্তমানে খাল বা পানি প্রবাহের কোন অস্তিত্ব নেই। কাজেই এ স্টেশন দু'টি সরজমিন

পরিদর্শনপূর্বক রি-মডেলিং করা এবং বিনষ্ট, অপ্রয়োজনীয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ যন্ত্রপাতি অপসারণপূর্বক স্টেশন দু'টি ছোট পরিসরে, আধুনিক ও অধিক কার্যকর করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়।

(ঙ) প্রকল্পের আওতায় ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজটি ভাল হলেও নির্মাণ পরিকল্পনায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন- উত্তরা আজমপুর ও আব্দুলস্নাহপুর এলাকার গৃহস্থালী ও পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের জন্য ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ করা হলেও তা এ এলাকার আব্দুলস্নাহপুর খালে নিসৃত হওয়ায় খালের পানির পাশাপাশি পরিবেশ ও তুরাগ নদীর পানি দূষিত হচ্ছে।

১০.৩। <u>প্রকল্পের নিরীক্ষাঃ</u> প্রকল্প বাস্তবায়নকালের ৯টি অর্থবছরে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্থ ব্যয়ের উপর নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়েছে বলা হলেও প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। মূল্যায়নকালে বা প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ জানা যায়নি।

১১। <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১। দু'বছরে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পে **সময় অতিক্রান্ত** হয়েছে প্রায় ৪ বছর (৮২.৭৬%), যা কাঙ্খিত নয়। এছাড়া এত দীর্ঘ মেয়াদে এ ধরণের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যৌক্তিক নয়। ভবিষ্যতে প্রকল্পের কাজ বিবেচনায় সুপরিকল্পিত ও যৌক্তিকভাবে মেয়াদ নির্ধারণের পরামর্শ প্রদান করা হলো।

১১.২। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান সড়কে নির্মিত বিভিন্ন ধরণের নর্দমা, স্টর্ম স্যুয়ার লাইন, রিং কালভার্ট, পাইপ ড্রেন, আরসিসি ড্রেন, আরসিসি কালভার্ট ও বক্স কালভার্ট নির্মাণ, খাল পরিস্কারকরণ কাজ, অবৈধ অবকাঠামো অপসারণ, খালসমূহ খনন-পুনঃখনন, লাইনিং, ব্রিক/আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, পাম্পিং স্টেশন মেরামত, পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপন, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও সাব-স্টেশনের যন্ত্রপাতি ক্রয়, স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়ন/নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নোত্তর সরেজমিন পরিদর্শনকালে বেশ কিছু সমস্যা পাওয়া যায়/চিহ্নিত হয়/পরিলক্ষিত হয়, যা নিচের অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করা হলোঃ

(ক) প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহা নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন খালের উপর **নির্মিত কালভার্ট ও বক্স কালভার্টের** উৎস মুখ, চারপাশ ও অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক যাতে খালের স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং পরিবেশ নষ্ট না হয়। এছাড়া খালসমূহ যেসব স্থানে কালভার্টের দিগুণ পরিমাণ প্রশস্ত ছিল, সে সব স্থানে সিঙ্গেল বক্স কালভার্টের পাশ দিয়ে আরেকটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা ইতিবাচক হবে। এছাড়া দু'টি কালভার্টের মধ্যবর্তী স্থানে যাতে আবর্জনা না জমে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীকে সচেতন করে তোলা যেতে পারে।

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন খাল হতে **উত্তোলিত আবর্জনা, কাদা মাটি, সস্নাজ** ইত্যাদি যাতে পুনরায় খালে নিপতিত হয়, সেজন্য তা খালের আশ পাশ হতে আবশ্যিকভাবে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব ঠিকাদার এ কাজে গাফিলতি করবে তাদের বিরম্নদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) খালের উপরে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা **মসজিদ/মাদ্রাসার** বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে খাল দখল ও ভরাট, প্রশস্ততা হ্রাস ও প্রবাহ সংকুচিত করে ফেলা রোধ করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনে খালের উপর থেকে মসজিদ মাদ্রাসাসমূহকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয় ও ধর্ম মন্ত্রণালয় নিজ নিজ অবস্থান থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঘ) বিভিন্ন স্থানে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে খালের উপরে বা খালের জায়গা দখলে নিয়ে হাউজিং প্রকল্প/পেট্রোল পাম্প, সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দোকান বা ব্যবসা কেন্দ্র, গড়ে তোলা বস্তি উচ্ছেদ পূর্বক দখল/পুনঃ দখলকারীদের বিরম্নদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকা এ প্রবণতা রোধে **ঢাকা জেলা প্রশাসন বা ঢাকা ওয়াসা** কে কার্যকর, আইনানুগ ও তাৎক্ষণিক আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে এবং উদ্ধারকৃত খাল রক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খালের মালিকানা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসন, ঢাকা ওয়াসা, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় এর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় স্থাপনপূর্বক যুগোপযোগীভাবে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক। কেননা, এ বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসন ও ওয়াসা তৎপর না হলে ঢাকা মহানগরীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত এসব খাল এক সময় নর্দমায় পরিণত হয়ে

যেতে পারে, যা এ মহানগরীর সার্ফেস ওয়াটার, গৃহস্থালীর নিস্কাশিত পানি বা বৃষ্টির পানি পরিবহনে সক্ষম হবে না, যা প্রকারান্তরে এ নগরবাসীর জন্য বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য পূর্ব হতেই সচেতন ও তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) প্রকল্পের আওতায় রামপুরা লেক/খালের সংলগ্ন পাম্পিং স্টেশন এবং জনপথ পাম্পিং স্টেশন দু'টি স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করে সরজমিন পরিদর্শনপূর্বক রি-মডেলিং করা এবং বিনষ্ট, অপ্রয়োজনীয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ যন্ত্রপাতি অপসারণপূর্বক স্টেশন দু'টি ছোট পরিসরে, আধুনিক ও অধিক কার্যকর করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়।

(চ) প্রকল্পের আওতায় উত্তরা আজমপুর ও আব্দুলস্নাহপুর এলাকায় নির্মিত **ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন** দিয়ে এলাকার গৃহস্থালী ও পয়ঃবর্জ্য আব্দুল্লাহপুর খাল বা তুরাগ নদীতে সরাসরি নিষ্কাশন বন্ধ করা আবশ্যক। উত্তরা বাইপাস ও আব্দুল্লাহপুর খালের পাশে আব্দুল্লাহপুর ষ্টর্ম স্যুয়ার এর উপর ও সংলগ্ন স্থানে গড়ে ওঠা বস্তির পয়ঃবর্জ্যও এ খালে নিষ্কাশন বন্ধ করা সমীচীন।

১১.৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর এ পর্যন্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পিসিআর এ প্রদান না করার কারণ বোধগম্য নয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর পরিচালিত নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণের আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

পরিশিষ্ট-ক

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	রেলওয়ে কালভার্ট হতে টঙ্গী ডাইভারশন রোড পর্যন্ত বেগুনবাড়ী খাল ২৮০ মিটার পুনঃখনন।	৩৯.৪৩	২৮০ মিঃ	নিশি এন্টারপ্রাইজ ফ্রেন্ডস সিন্ডিকেট	২৮/১২/০৬ ১২/০১/০৭	১৪০ মিঃ ১৪০ মিঃ	১৪.৩৫ ১৪.১৮	কাজ সম্পন্ন হয় বলে সহকারী প্রকৌশলী জানান। তবে বর্তমানে এ খাল নতুনভাবে খনন হওয়ায় পুরাতন কাজের কোন অস্তিত্ব নেই।
২।	সোনারগাঁ হোটেল হতে রেল ওয়ে কালভার্ট পর্যন্ত বেগুনবাড়ি খাল হতে ভাসমান আবর্জনা অপসারণ এবং খাল প্রশস্তকরণ।	৪.৮৪	১টি	কেজি আজম কনষ্ট্রকশন	২৮/০৫/০৬ ২২/০৬/০৬	১টি	৪.৬৯	
৩।	জনপথ পাম্পিং ষ্টেশনে ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন ও ৩টি সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পসহ ১১০ কিলোওয়াট ক্ষমতার মোটর স্থাপন।	১৫.৬১	৩টি	মানু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	০৬/০৬/০৫ ১৭/০৭/০৫	৩টি	১৫.০১	কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তবে তা অচল হয়ে রয়েছে। অনেক মেশিনে মরিচা লক্ষ্য করা গেছে।
৪।	২০০৪-০৫: জনপথ পাম্পিং ষ্টেশনে ১টি অস্থায়ী শেড নির্মাণ।	৮.৩৬	১টি	লায়ন হাটি এন্টারপ্রাইজ	১০/০৬/০৫ ০৫/০৭/০৫	১টি	৯.৪৬	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে শেড এর চালায় মরিচা ধরেছে। দীর্ঘ দিন মেরামত/ রক্ষণা বেক্ষণ করা হয়নি।
৫।	জনপথ পাম্পিং ষ্টেশনের উত্তর পাশে ১টি গাইড ওয়াল নির্মাণ।	০.৪৯	১টি	ফরিদ এন্ড ইভা কনষ্ট্রাকশন	২৪/০৭/০৫ ১৮/০৮/০৫	১টি	০.৪৮	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে বর্তমানে খালের অবর্জনা খালের লাইনিং উপর জমিয়ে রাখা হয়েছে, যা সঠিক হয়নি।
৬।	জনপথ পাম্পিং ষ্টেশনের দক্ষিণ পাশে ১টি গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১.৯৮	১টি	ফরিদ এন্ড ইভা কনষ্ট্রাকশন	২৪/০৭/০৫ ১৮/০৮/০৫	১টি	১.৯৫	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে বর্তমানে খালের দক্ষিণে নির্মিত লাইনিংএর অনেকটা অংশ পার্শ্ববর্তী জমির

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
								মালিকগণ অবৈধ দখলে নিয়ে নানা অবকাঠামো নির্মাণ করেছে।
৭।	রামপুরা পাম্পিং ষ্টেশনে ৫০০ কেভিএ সাব-ষ্টেশন ও ৩টি সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পসহ ১১০ কিলোওয়াট ক্ষমতার মোটর স্থাপন।	১৫.৬০	৩টি	ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স	০৬/০৬/০৫ ১৭/০৭/০৫	৩টি	১৫.১২	কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তবে তা অচল হয়ে রয়েছে। সাব-স্টেশন অচল, অকোজো, মেশিনারীসমূহ রক্ষণা বেক্ষণের অভাবে মেয়াদোর্ত্তীর্ণ, নষ্ট এবং অবহেলায় অরক্ষতি ও পতিত অবস্থায় রয়েছে। অনেক মেশিন মরিচা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হচ্ছে।
৮।	২০০৪-০৫: রামপুরা ব্রীজের নিকটে ১টি অস্থায়ী শেড নির্মাণ সহ মেরামত ও সম্প্রসারণ কাজ।	৭.৭৬	১টি	বদরুল এন্ড ডটারস	১৯/০৫/০৫ ১৬/০৬/০৫	১টি	৭.৬২	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে শেড এর চালায় মরিচা ধরেছে। দীর্ঘ দিন মেরামত/ রক্ষণা বেক্ষণ করা হয়নি।
৯।	জনপথ হতে জিরানী খাল পর্যন্ত ৮৯৫ মিটার খাল উন্নয়ন।	১১.৭১	৮৯৫ মিঃ	মেসার্স শাওন বিল্ডার্স ও মেসার্স দেওয়ান কনষ্ট্রাকশন	২০/০৩/০৩ ১৫/০৪/০৩	৮৯৫.০০ মিঃ	১১.৭০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে বর্তমানে খালের লাইনিং অনেকস্থানে দখল /নষ্ট হয়ে গেছে এবং খালের প্রবাহ আবর্জনায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
১০।	খিলগাঁও বাসাবো খালে তিলপা পাড়ার নিকটে ১৭ মিটার বক্স কালভার্ট নির্মাণ (সেকশন-এ)।	২৪.২২	১৭.০০ মিঃ	বোনাস ইন্টারন্যাশনাল	১৯/০৪/০৭ ০৯/০৭/০৭	১৭.০০ মিঃ	২৭.৩৩	২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে খিলগাঁও বাসাবো
	খিলগাঁও বাসাবো খালে তিলপা পাড়ার নিকটে	২৪.২২	১৭.০০ মিঃ	বোনাস ইন্টারন্যাশনাল	১৯/০৪/০৭ ০৯/০৭/০৭	১৭.০০ মিঃ	২৭.৩৫	খালের উপরে ৬৩.৭৮ লক্ষ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
	১৭ মিটার বক্স কালভার্ট নির্মাণ (সেকশন-বি)।							টাকা ব্যয়ে ৪২ মিটার বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজের লক্ষ্য-মাত্রার বিপরীতে ৬৯.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪২ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। কালভাট ৩টি সচল, তবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
	খিলগাঁও বাসাবো খালে ৮ মিটার বক্স কালভার্ট নির্মাণ (সেকশন-বি)।	১৫.৩৪	৮.০০ মিঃ	এ,কে, ইন্টারন্যাশনাল	১৫/১১/০৭ ১০/০১/০৮	৮.০০ মিঃ	১৪.৫৪	
	উপমোটঃ ক্রমিক-১০	৬৩.৭৮	৪২ মিটার			৪২ মিটার	৬৯.২২	
১১।	২০০১-০২: খিলগাঁও বাসাবো খালে বক্স কালভার্ট ও পাইপ ড্রেন নির্মাণ (প্যাকেজ নং-০১)	১৫.৫৯	৯০.০০ মিঃ	মেসার্স হাসিনা ট্রেডার্স	৩০/০১/০৩ ১৮/০৩/০৩	৮৯.৯৫ মিঃ	১৬.১০	২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে খিলগাঁও বাসাবো খালের উপরে ১৪৯.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১৩০.০০ মিটার বক্স কালভার্ট ও পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫৩.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০১৪.৩৭ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। কালভার্টটি সচল রয়েছে এবং পয়ঃ ও বর্জ্য পানি প্রবাহিত হচ্ছে।
	(প্যাকেজ নং-০২)।	১৪.৬৯	৯০.০০ মিঃ	মেসার্স হোসেন এন্টারপ্রাইজ	৩০/০১/০৩ ০৫/০৪/০৩	৮৯.৩২	১৪.৬৯	
	(প্যাকেজ নং-০৩)।	১৮.১২	৯০.০০ মিঃ	মেসার্সএ্যাপো লো ইঞ্জিনিয়ার্স	২৩/০২/০৩ ৩০/০৩/০৩	৯২.৫৮	১৮.০৩	
	(প্যাকেজ নং-০৪)।	১৭.৬৫	৯০.০০ মিঃ	মেসার্স ফেন্সী ট্রেডিং কর্পোরেশন	২৩/০২/০৩ ২২/০৪/০৩	৯৩.২৯	১৭.১৪	
	(প্যাকেজ নং-০৫)।	১৬.২৩	১৪০.০০ মিঃ	মেসার্স এম, আর কনষ্ট্রাকশন	২৩/০২/০৩ ০৬/০৮/০৩	১২০.৮৫	১৭.৮১	
	(প্যাকেজ নং-০৬)।	১৭.৭৬	১৫০.০০ মিঃ	মেসার্স এস, বি, কর্পোঃ	২৩/০২/০৩ ২৩/০৬/০৩	১৫০.০০	১৮.৩৪	
	(প্যাকেজ নং-০৭)।	১৮.২৭	১৭০.০০ মিঃ	মেসার্স মলিস্নকা এন্টারপ্রাইজ	২৩/০২/০৩ ২২/১০/০৩	১৪৮.৩৩	১৯.৩৭	
	(প্যাকেজ নং-০৮)।	১৫.৮৮	১৬০.০০ মিঃ	মেসার্স হাসিফ ট্রেডার্স	১৩/০৩/০৩ ১৩/০৪/০৩	১৭০.০০	১৪.৯৭	
	(প্যাকেজ নং-০৯)।	১৫.৫০	১৫০.০০ মিঃ	মেসার্স মেট্রো ইন্টার ন্যাশনাল কর্পোরেশন	২৩/০২/০৩ ১৩/০৪/০৩	১৫০.০০	১৭.০৮	
	উপমোটঃ ক্রমিক-১১	**১৪৯.৬৯**	**১১৩০.০০**			**১০১৪.৩৭**	**১৫৩.৫৩**	
১২।	ধোলাইখাল ওপেন চ্যানেল হতে গেন্ডারিয়া রেল স্টেশন পর্যন্ত ১১২৪.৯০ মিটার ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ (এ-গ্রুপ)	১৩.৬৫	৫৪.৮৪ মিঃ	মেসার্স ইমেজ কনষ্ট্রাকশন	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	৫৪.৮৪ মিঃ	১২.৬৩	২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১২৮.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ধোলাই খাল ওপেন

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
	(বি-গ্রুপ)	১২.৩১	৫৬.৮৪ মিঃ	মেসার্স এন ইসলাম এন্ড কোং	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	৫৬.৮৪ মিঃ	১০.৬৬	চ্যানেল হতে গেন্ডারিয়া রেলস্টেশন পর্যন্ত ১১২৫.১০ মিটার ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১৬.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১২৫.১০ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। স্টর্ম স্যুয়ার প্রবহমান রয়েছে। সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি।
	(সি- গ্রুপ)	১২.৩১	৫৬.৬৪ মিঃ	মেসার্স মোহাম্মদ মাওলা	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	৫৬.৬৪ মিঃ	১১.৪০	
	(ডি- গ্রুপ)	১২.০৯	৫৬.৬৪ মিঃ	মেসার্স প্রগ্রেসিভ ইঞ্জিনিয়ার্স	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	৫৬.৬৪ মিঃ	১০.৯৯	
	(ই- গ্রুপ)	৯.৯৬	৫৬.৬৪ মিঃ	মেসার্স আল-আমিন এন্টাঃ	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	৫৬.৬৪ মিঃ	৯.৫১	
	(এফ- গ্রুপ)	১১.৭৮	১১০.১৪ মিঃ	মেসার্স ম্যাগনা কাটা কর্পোরেশন	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	১১০.১৪ মিঃ	১০.১৫	
	(জি- গ্রুপ)	৯.৯৭	১১০.১৪ মিঃ	মেসার্স এম এন ট্রেড কিং	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	১১০.১৪ মিঃ	৯.১২	
	(এইচ-গ্রুপ)	৮.৯১	১১০.১৪ মিঃ	মেসার্স রানা এন্টারপ্রাইজ	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	১১০.১৪ মিঃ	৮.১৪	
	(আই-গ্রুপ)	৯.৯৬	১১০.১৪ মিঃ	মেসার্স রাফিন কর্পোরেশন	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	১১০.১৪ মিঃ	৯.৫১	
	(জে-গ্রুপ)	৯.৫৮	১১০.১৪ মিঃ	মেসার্স বোনাস ইন্টারন্যাশনাল	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	১১০.১৪ মিঃ	৮.৬২	
	(কে-গ্রুপ)	৮.৯১	১৪৬.৪০ মিঃ	মেসার্স রেডিয়েন্ট আইটি	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	১৪৬.৪০ মিঃ	৮.১০	
	(এল-গ্রুপ)	৮.৯১	১৪৬.৪০ মিঃ	মেসার্স শাহাদাত এন্ড সন্স	২৯/০৩/০৫ ১৫/০৬/০৫	১৪৬.৪০ মিঃ	৮.১৪	
	উপমোটঃ ক্রমিক-১২	**১২৮.৩৪**	**১১২৫.১০মিঃ**			**১১২৫.১০মিঃ**	**১১৬.৯৭**	
১৩।	হাজারীবাগ ওপেন চ্যানেল/ খাল পরিস্কারকরণ ও পূনঃখনন কাজ	১৩.৫৪	২০০০ মিঃ	মোনালিসা	০৫/০৬/০৩ ১২/০১/০৪	২০০০ মিঃ	১২.৮০	কাজ সম্পন্ন হয় বলে সহকারী প্রকৌশলী জানান। তবে বর্তমানে খালে পুরাতন কাজের কোন অস্তিত্ব নেই।
১৪।	রামচন্দ্রপুর খালের ওপেন চ্যানেল পরিস্কারকরণ ও পূনঃখনন কাজ।	১১.৪০	১৫০০ মিঃ	ফ্রেন্ডস সিন্ডিকেট	২৭/০২/০৩ ০৫/১০/০৪	১৫০০ মিঃ	১০.৩৬	কাজ সম্পন্ন হয় বলে সহকারী প্রকৌশলী জানান। তবে বর্তমানে এ খালে পুরাতন কাজের কোন অস্তিত্ব নেই। তবে কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ও তা সচল রয়েছে।
১৫।	রামচন্দ্রপুর খালে রোড ক্রসিংএ বক্স-কালভার্ট নির্মাণ, প্যাকেজ নং-৪৩ /ড্রেঃবিঃ-৩/২০০৭-০৮	৩৪.৩৮	১২ মিঃ	বোনাস ইন্টারন্যাশনাল	০৪/০২/০৮ ১৮/০৩/০৮	১২ মিঃ	৩৪.৩৮	

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
১৬।	কল্যাণপুর 'খ' খালে (টোলারবাগ)রোড ক্রসিং এ বক্স-কালভার্ট নির্মাণ, প্যাকেজ নং-৪৪/ড্রেঃবিঃ-৩/২০০৭-০৮	২৪.০৩	১৬ মিঃ	জোহরা ট্রেডার্স	০৬/০২/০৮ ১৮/০৩/০৮	১৬ মিঃ	২৪.০৩	কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর উপরে রাস্তা নির্মিত হয়েছে। কালভার্টের নীচ দিয়ে প্রবাহ সচল রয়েছে।
১৭।	রামচন্দ্রপুর খালের ময়লা আর্বজনা পরিস্কারকরণ, প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ও প্রয়োজনীয়পুনঃখনন কাজ (ক) চেইনেজ ০ হতে ৫০০ মিটার	৮.০৪	৫০০ মিঃ	সাথী ট্রেডার্স	২৬/০৫/০৮ ২৫/০৬/০৮	৫০০ মিঃ	৮.০৪	কাজ সম্পন্ন হয় বলে সহকারী প্রকৌশলী জানান। তবে পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, বর্তমানে এ খালে আর্বজনা পরিস্কারকরণ, প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ও প্রয়োজনীয় পুনঃ খনন কাজের কোন অস্তিত্ব নেই।
	(খ) চেইনেজ ৫০০ হতে ১০০০ মিঃ পর্যন্ত মোট ৫০০ মিটার	৮.০৪	৫০০ মিঃ	টুইন এন্টারপ্রাইজ	২৬/০৫/০৮ ২৫/০৬/০৮	৫০০ মিঃ	৮.০৪	
	(গ) চেইনেজ ১০০০ হতে ১৫০০ মিঃ পর্যন্ত মোট ৫০০ মিটার	৮.০৪	৫০০ মিঃ	জেড.আই কনস্ট্রাকশন	২৬/০৫/০৮ ২৫/০৬/০৮	৫০০ মিঃ	৮.০২	
	(ঘ) চেইনেজ ১৫০০ হতে ২০০০ মিঃ পর্যন্ত মোট ৫০০ মিটার	১০.৫৬	৫০০ মিঃ	মোনালিসা	২৬/০৫/০৮ ২৫/০৬/০৮	৫০০ মিঃ	১০.৫০	
	(ঙ) চেইনেজ ২০০০ হতে ২৫০০ মিঃ পর্যন্ত মোট ৫০০ মিটার	১০.৫৬	৫০০ মিঃ	এ্যাল-কোভ এসোসিয়েট	২৬/০৫/০৮ ২৫/০৬/০৮	৫০০ মিঃ	১০.৫০	
১৮।	কাটাসুর খাল ১০০০ মিটার ওপেন চ্যানেল পুনঃখনন ।	৮.৭৭	১০০০ মিটার	মেসার্স ভাওয়াল বিল্ডার্স	১৫/১১/০৩ ১৪/০১/০৪	১০০০ মিঃ	৮.৩৩	কাজ সম্পন্ন হয় বলে সহকারী প্রকৌশলী জানান। তবে বর্তমানে খালে পুরাতন কাজের কোন অস্তিত্ব নেই।
	কাটাসুর খাল ১৩৫ মিটার বক্স কালভার্ট নির্মাণ (গ্রুপ এ, বি ও সি) (আকার ৪দ্ধ৩.৯ দৈর্ঘ্য)।	১২০.০০	১৩৫ মিঃ	মেসার্স এ আর সাইদ	০১/১২/০৩ ১৫/০২/০৪	১৩৫ মিঃ	১১৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কালভার্ট সচল রয়েছে।
	কাটাসুর বক্স কালভার্টে ২৫০ মিটার পরিষ্কার করণ।	৩.৮১	২৫০ মিঃ	মেসার্স ত্রিমৌ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনসালটেন্ট	১৭/০৬/০৫ ৩০/০৬/০৫	২৫০ মিঃ	৩.৮০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খাল প্রবহমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
	কাটাসুর খালে বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১২ মিটার (আকার ২ী৬=১২ মিটার)	২৪.৮৬	১২ মিঃ	মেসার্স আল-আমিন এন্টাঃ	১৫/০৫/০৬ ৩০/০৬/০৬	১২ মিঃ	২২.৩৭	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কালভার্ট সচল রয়েছে।
১৯।	কল্যাণপুর"ঘ"খাল পুনঃখনন ও লাইনিং কাজ - গ্রুপ-এ	১২.১৫	১৫০ মিঃ	মেসার্স মাহাতাব এন্টারপ্রাইজ	০৬/০৪/০৬ ২৫/০৬/০৬	১৫০মিঃ	১০.৯৬	কাজ সম্পন্ন হয় বলে সহকারী প্রকৌশলী জানান।
	-ঐ-গ্রুপ-বি	**১২.১৫**	১৫০ মিঃ	''লগ্ন এন্টারপ্রাইজ	২৫/০৪/০৬ ০৮/০৬/০৬	১৫০মিঃ	**১০.৯৩**	
	-ঐ- গ্রুপ-সি	১০.৪৩	১৫০ মিঃ	"মাসুদ আনোয়ার এন্ড কোং	০৬/০৪/০৬ ২৫/০৬/০৬	১৫০মিঃ	৯.৪৪	পরিদর্শনকালে দেখা যায় বিক্ষিপ্তভাবে খালের বিভিন্ন স্থানে লাইনিং নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এ খালে খনন/পুনঃখনন কাজের কোন অস্তিত্ব নেই। খালের অবর্জনা খালের লাইনিং উপর জমিয়ে রাখায় তা পুনরায় খালের মধ্যেই পড়ে, এতে খালের প্রবাহ আবর্জনায় পরিপূর্ণ। নির্মিত লাইনিং এর কিছু অংশ বর্তমানে নতুন করে দখল করা হয়েছে এবং অবৈধ দখলে রয়েছে।
	-ঐ- গ্রুপ-ডি	১০.৪০	১৫০ মিঃ	''মোনালিসা	১৩/০৪/০৬ ২৫/০৬/০৬	১৫০মিঃ	৯.৪০	
	-ঐ- গ্রুপ-ই	১০.৫৫	১৫০ মিঃ	''শাওন বিল্ডার্স	০৬/০৪/০৬ ২৫/০৬/০৬	১৫০মিঃ	৯.৪০	
	-ঐ- গ্রুপ-এফ	১০.২৫	১৫০ মিঃ	''ইয়াতিম এন্ড কোং''	০৬/০৪/০৬ ২৫/০৬/০৬	১৫০মিঃ	৯.০৮	
	-ঐ- গ্রুপ-জি	৮.৮৫	১১৫ মিঃ	''মক্কা ট্রেডার্স	০৬/০৪/০৬ ২৫/০৬/০৬	৭০মিঃ	৭.৬১	
২০।	মিরপুর ১নং শাহআলী বাগ কলওয়ালাপাড়া এলাকায় পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ (গ্রুপ-এ)।	১১.৭০	১৮১ মিঃ	মেসার্স বেসিক ট্রেড	০৪/০৫/০৩ ০৪/০৮/০৩	১৮০ মিঃ	৯.১৩	পাইপ ড্রেন নির্মাণ ও সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয় বলে প্রকৌশলীগণ জানান
	ঐ (গ্রুপ-বি)	১০.৫১	১৭৯ মিঃ	ফ্রেন্ডস সিন্ডিকেট	২৩/০৪/০৩ ১২/০৯/০৩	১৭৮ মিঃ	১১.১৫	
২১।	বেগম রোকেয়া সরণীতে ২টি বিদ্যমান ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইনের মধ্যে সংযোগ প্রদান কাজ	৪.২৪	৬৩ মিঃ	কেয়া এন্টারপ্রাইজ	০৫/০২/০৮ ১৮/০৩/০৮	৬৩মিঃ	৪.২২	পাইপ ড্রেন নির্মাণ/ স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংযোগ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
								কার্যকর রয়েছে।
২২।	মিরপুর ১নং সেকশনস্থ দক্ষিণ-পূর্ব শাহ আলী বাগ হতে মিরপুর ১০নং গোল চক্কর পর্যন্ত ষ্টর্ম সুয়ার নির্মাণ কাজের জন্য পাইপ (আরসিসি) সরবরাহ কাজ (গ্রুপ-এ)	১৭.৪০	১০০০ মিঃ	বেঙ্গল পাইপ এন্ড স্যানিটারী	২৮/০৫/০৩ ২১/০৮/০৩	১০০০ মিঃ	১৭.৯১	পাইপ ড্রেন নির্মাণ ও সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয় বলে প্রকৌশলীগণ জানান
	-ঐ- গ্রুপ-বি	১৮.০২	১০০০ মিঃ	ক্যাপিটাল পাইপ ইন্ডাষ্ট্রিজ	২৪/০৫/০৩ ১৩/০৭/০৩	১০০০ মিঃ	১৮.৫২	
	-ঐ- গ্রুপ-সি	১৮.০৩	৮৫০ মিঃ	এস এম কো পাইপ ইন্ডাষ্ট্রিজ	২৮/০৫/০৩ ২৮/০৮/০৩	৮৪৯ মিঃ	১৮.৫৩	
	-ঐ- গ্রুপ-ডি	১৯.৩৫	৪৫০ মিঃ	রোটবার্ন এন্ড কোং	২৫/০৫/০৩ ১৩/০৭/০৩	৪৪৮ মিঃ	১৯.৮৮	
২৩।	মিরপুর ১নং সেকশনস্থ শাহআলী বাগ এলাকায় পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ।	৬.৯৫	৯৮ মিঃ	প্রভাতী কনস্ট্রাকশন	১৯/০৫/০৪ ২৭/০৬/০৪	৯৮ মিঃ	৬.৯৫	
২৪।	মিরপুর ১০ নং গোল চক্কর এলাকায় পাইপ ড্রেন নির্মাণ (গ্রুপএ)	২১.৭০	২৭২.৬৭ মিঃ	মেসার্স তাসপিয়া এন্টারপ্রাইজ	১৯/০৪/০৩ ১৪/০৮/০৪	২৭২ মিঃ	২০.৯৩	পাইপ ড্রেন নির্মাণ/ স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয় বলে প্রকৌশলীগণ জানান
	ঐ (গ্রুপ-বি)।	২২.৯৬	২০৫ মিঃ	মেসার্স নূরম্নজ্জামান খান	০৪/০৫/০৩ ২৯/০৭/০৪	২০০ মিঃ	২২.৭৮	
২৫।	মিরপুর সেকশন-১০ হতে বাইশটেকী কালশী খাল পর্যন্ত পাইপ/ ব্রিক ড্রেন নির্মাণ কাজ (গ্রুপ-এ)	১২.৭১	৫৯ মিঃ	সাদেক আলী এন্টারপ্রাইজ	১৪/০৩/০৬ ১৬/০৫/০৬	৫৮.৫ মিঃ	১২.১৫	২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিরপুর সেকশন-১০ হতে বাইশটেকী কালশী খাল পর্যন্ত পাইপ/ ১০১৫ মিটার ব্রিক ড্রেন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩৫.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০৯.৬ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। তবে
	-ঐ- গ্রুপ-বি	১২.৭৬	৫৮ মিঃ	ঐ	ঐ	৫৮ মিঃ	১২.১২	
	-ঐ- গ্রুপ-সি	১৩.৫৭	৫৮ মিঃ	মেসার্স নূনা ট্রেডার্স	১৪/০৩/০৬ ১০/০৫/০৬	৫৮ মিঃ	১৩.১৩	
	-ঐ- গ্রুপ-ডি	৯.৬৬	**৯১ মিঃ**	মেসার্স মলিম্নকা এন্টারপ্রাইজ	১৪/০৩/০৬ ০৫/০৫/০৬	**৯০.৬ মিঃ**	৯.৩৪	
	-ঐ- গ্রুপ-ই	১০.৭৩	**৯১ মিঃ**	মেসার্স মিত্র ট্রেডিং কর্পোরেশন	১৪/০৩/০৬ ০৫/০৫/০৬	**৯০.৫ মিঃ**	১০.২৭	
	-ঐ- গ্রুপ-এফ	১২.১৮	**৯১ মিঃ**	মেসার্স রাজীব এন্ড কোং	১৪/০৩/০৬ ০৫/০৫/০৬	**৯০.৫ মিঃ**	১২.১০	
	-ঐ- গ্রুপ-জি	১১.৫৫	**৯১ মিঃ**	নাছির উদ্দিন পিন্টু কন্সট্রাকশন	১৪/০৩/০৬ ০৯/০৫/০৬	**৯০.৫ মিঃ**	১১.৪০	
	-ঐ- গ্রুপ-এইচ	১১.৪৮	**৯১ মিঃ**	এম এন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	১৪/০৩/০৬ ১০/০৫/০৬	**৯০.৫ মিঃ**	১১.৪০	
	-ঐ গ্রুপ-আই	১২.০১	**৯১ মিঃ**	মেসার্স এস জামান এন্ড	১৪/০৩/০৬ ০৩/০৫/০৬	**৯০.৫ মিঃ**	১১.৫৭	

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
				কোং				কত মিটার ব্রিক ড্রেন ও কত মিটার পাইপ ড্রেন তা জানা যায়নি। ড্রেন সচল/ প্রবহমান রয়েছে।
	-ঐ- গ্রুপ-জে	১১.৩৫	**৯১ মিঃ**	মেসার্স ভোলা এন্টারপ্রাইজ	১৪/০৩/০৬ ০৮/০৫/০৬	**৯০.৫ মিঃ**	১১.৫৩	
	-ঐ- গ্রুপ-কে	৮.৭৫	**৬৮ মিঃ**	মেসার্স সজিব এন্টারপ্রাইজ	১৪/০৩/০৬ ১৫/০৫/০৬	**৬৮ মিঃ**	৯.৬৭	
	-ঐ- গ্রুপ-এল	১০.২৫	**১৩৫ মিঃ**	মেসার্স ইউনিক এন্টারপ্রাইজ	১৪/০৩/০৬ ১৮/০৫/০৬	**১৩৩.৫ মিঃ**	১০.৯১	
২৬।	বাইশটেকী কালসী খালে ১৮ মিঃ বক্স-কালভার্ট নির্মাণ কাজ।	২২.০৪	১৮ মিঃ	মেসার্স এস,বি ইঞ্জিনিয়ারিং	০৬/০৬/০৬	১৮ মিঃ	২১.৯৯	কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর উপর দিয়ে রাস্তা রয়েছে। কালভার্টের নীচ দিয়ে প্রবাহ সচল রয়েছে।
	উপ-মোটঃ ক্রমিক-২৫	১৩৭	**১০১৫ মিঃ**			**১০০৯.৬ মিঃ**	১৩৫.৫৯	
২৭।	বাইশটেকী কালসী খাল পরিস্কার করণ, প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ও পুনঃখনন কাজ।	৩.৮৬	১৫০০ মিঃ	মেসার্স মুরাদ এন্ড ব্রাদার্স	০৮/০৬/০৬ ২৫/০৬/০৬	১৫০০ মিঃ	৩.৮০	কাজ সম্পন্ন হয় বলে সহকারী প্রকৌশলী জানান।
	বাইশটেকীখাল পরিস্কার করণ, প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ও পুনঃখনন কাজ।	৪.০৪	১৫০০ মিঃ	মেসার্স রানু এন্টারপ্রাইজ	০৮/০৬/০৬ ২৫/০৬/০৬	১৫০০ মিঃ	৪.০৪	পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, বিক্ষিপ্তভাবে খালের বিভিন্ন স্থানে লাইনিং নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এ খালে পরিস্কারকরণ, প্রতি বন্ধকতা অপসারণ ও পুনঃখনন কোন অস্তিত্ব নেই, খালের প্রবাহআবর্জনায় পূর্ণ।
২৮।	কাফরম্নল ইব্রাহিমপুর খালের উপর বক্স- কালভার্ট নির্মাণ	১৩.৮১	৯.০০ মিটার	ইমরান ট্রেডার্স	০৫/০৬/০৫ ২৯/৬/০৫	৯.০০ মিঃ	১৩.৮০	কাজ সম্পন্ন। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, বিক্ষিপ্তভাবে খালের বিভিন্ন স্থানে বক্স কালভার্ট সচল
২৯।	কাফরম্নল ইব্রাহিমপুর বক্স কালভার্ট পরিস্কারকরণ	২.৪৯	৩৫২ মিটার	আরিফ কনস্ট্রাকশন	২৪/০৪/০৫ ২৩/০৫/০৫	৩৫২ মিঃ	২.৪৮	

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
								রয়েছে। তবে তবে কালভার্টের উপরে নানা রকম আবর্জনা স্তুপ করে রাখা হয়েছে।
৩০।	ইব্রাহিমপুর রোড হতে কচুক্ষেত মোড় পর্যন্ত ইব্রাহিমপুর প্রধান খাল পরিস্কারকরণ ও সম্রাজ অপসারণ কাজ (চেঃ ০+০০ হতে ১+০০)= ১০০ মিটার খাল, ঢাকা।	৬.৯৮	১০০ মিঃ	নাহার এন্টারপ্রাইজ	২১/০৫/০৮ ২৫/০৬/০৮	১০০ মিঃ	৬.৯৬	কাজ সম্পন্ন হয় বলে সহকারী প্রকৌশলী জানান। পরিদর্শনকালে দেখা যায় বিক্ষিপ্তভাবে খালের বিভিন্ন
	ইব্রাহীমপুর খালে হোঃ নং-১০১১/৫ এর ডাউন ষ্ট্রীমে চেঃ ১+৯৫ হতে ৩+০৫ পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা অপসারণসহ খনন/পুনঃ খনন কাজ, প্যাকেজ নং-৭২/ ড্রেঃবিঃ-৩/২০০৭-০৮।	৩.১৭	১১০ মিঃ	এস আর কনষ্ট্রাকশন	২১/০৫/০৮ ২০/০৬/০৮	১১০ মিঃ	৩.১৫	স্থানে লাইনিং নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এ খালে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ, খাল খনন/পুনঃ খনন কাজের কোন অস্তিত্ব নেই। খালের অবর্জনা খালের লাইনিং উপর জমিয়ে রাখায় তা পুনরায় খালের মধ্যেই পড়ে, এতে খালের প্রবাহ আবর্জনায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নির্মিত লাইনিং এর কিছু অংশ বর্তমানে নতুন করে দখল করা হয়েছে এবং অবৈধ দখলে রয়েছে।
৩১।	উত্তরাস্থ সেক্টর নং-৭, রোড নং-২১ হতে রোড নং-১৮ পর্যন্ত ১৬৮০ মিঃমিঃ ব্যাস ষ্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ, প্যাকেজ নং-৩৭/ড্রেঃবিঃ৩/২০০৭-০৮	১৬.০৬	২০০ মিঃ	কেয়া এন্টারপ্রাইজ	০৪/০২/০৮ ১৮/০৩/০৮	২০০ মিঃ	৭.৩৮	২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩৩.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তরাস্থ সেক্টর-৭ এর রোড নং-২১ হতে ১৮ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	কাজের দৈর্ঘ্য	ঠিকাদারের নাম	কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ	প্রকৃত ব্যয়	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
৩২।	উত্তরাস্থ সেক্টর নং-৭, রোড নং-১৮ হতে রোড নং-২ এর নিকট পর্যন্ত ১৫২৪মিঃমিঃ ব্যাস ষ্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ, প্যাকেজ নং-৩৮/ড্রেঃবিঃ-৩/২০০৭-০৮।	১৭.৭৭	২৫০ মিঃ	জহির এন্টারপ্রাইজ	০৫/০২/০৮ ১৮/০৩/০৮	২৫০ মিঃ	৮.৭৪	১৬৮০ মিঃমিঃ ব্যাস এবং রোড নং-১৮ হতে ২ এর নিকট পর্যন্ত ১৫২৪ মিঃমিঃ ব্যাস বিশিষ্ট ৪৫০ মিটার ষ্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৫০ মিঃ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। নির্মিত লাইন সচলপ্রবহমান রয়েছে।
		৩৩.৮৩	৪৫০ মিঃ			৪৫০ মিটার	১৬.১২	

মদুনাঘাট পানি সরবরাহ প্রকল্প
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০০৯)

১। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম মহানগরী।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চট্টগ্রাম ওয়াসা।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
উৎস	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট	৮৮২৩.০৩	১৬৪৮৫.৯৫	৬০৮.১৭	জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৩ পর্যন্ত	জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত	জুলাই, ১৯৯৯ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি।	৬ বছর ৬ মাস (১৬২.৫০ %)
জিওবি	৩৬১৯.৬৮	৫৯৬৮.৯৮	৬০৮.১৭					
প্রকল্প সাহায্য	৫২০৩.৩৫	১০৫১৬.৯৭	০.০০					

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটি অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এর বাস্তবায়ন ডিসেম্বর, ২০০৯ এ সমাপ্ত হয়। চট্টগ্রাম ওয়াসা হতে প্রেরিত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) এর একটি কপি গত ০৬/০১/২০১০ তারিখে আইএমইডি'তে পাওয়া যায়। তবে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সচিব/যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত/ অনুমোদিত সমাপ্তি প্রতিবেদন এ পর্যমত আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব কাজ ও অর্থ সংস্থান এবং PCR অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) নীচের সারণীতে উলেখ করা হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পরামর্শক সেবা				
১.১।	বৈদেশিক পরামর্শক	৭৮৯.৪৫	৮৪ জনমাস	০	-
১.২।	স্থানীয় পরামর্শক	১৪.৪০	১২০ জনমাস	০	-
২।	বেতন-ভাতাদি				
২.১।	অফিসারদের বেতন	২২.৮১	৩ জন	৮.৪৯ (৩৮.৪২%)	৩ জন (১০০%)
২.২।	স্টাফদের বেতন	২৬.৬২	১২ জন	০	-
৩।	প্রশিক্ষণ ও ফেলোশীপ	৯৩.৯৮	১২টি	০	-
৪।	ভূমি ক্রয়	৩৬০.০০	১১.৯৩ একর	৩৬০.০০ (১০০%)	১০.০০ একর (৮৩.৮২%)
৫।	পাইপ ও ফিটিং ক্রয়	৫০০৪.৫৮	১৪ কিঃমিঃ	০	-
৬।	লাইম এলাম ডোজিং, মিক্সার মেশিন ও ক্লোরিনেটর ক্রয়	৯৪.০০	১০ সেট	০	-
৭।	পানি শোধনাগার, হাই ও লো লিফ্ট পাম্প, জেনারেটর ও বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন এর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়	১২৬৯.০০	থোক	০	-
৮।	পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	১৯.০০	থোক	০	-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
	ক্রয়				
৯।	খুচরা যন্ত্রাংশসহ পানির মিটার ক্রয়	১৮৮.০০	১০০০০টি	০	-
১০।	অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়	২৮.০০	থোক	০.৫৬ (০.০২%)	থোক
১১।	যানবাহন ক্রয় (জীপ ও ট্রাক)				
১১.১	জীপ	৩৭.৫৯	২টি	০	-
১১.২	ট্রাক	৬৫.৭৮	১টি	০	-
১২।	ভূমি উন্নয়ন	১২৩.০০	১০৩৭৫০ ঘঃমিঃ	১০৮.৩২(৮৮.০৬ %)	৯০৯৫৭.৭৬ (৮৭.৬৭%)
	উপমোটঃ ১	**২২৬.৩৭**		**৪৭৭.৩৭**	
১৩।	নির্মাণ কাজ				
১৩.১।	পানির ইনটেক পয়েন্ট এর স্থপনা নির্মাণ	১৪০.৯৭	৯০ এমএলডি	০	-
১৩.২।	রসায়নাগার নির্মাণ	৬৯.২৫	৫০৫ বঃমিঃ	০	-
১৩.৩।	প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	৬৯.২৫	৫৯৬ বঃমিঃ	০	-
১৩.৪।	পানি শোধনাগার নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ	১৮৩২.৬৬	৪৫ এমএলডি	০	-
১৩.৫।	বর্জ্য অপসারণ সুবিধা নির্মাণ	২৪৯.০৩	১টি	০	-
১৩.৬।	জেনারেটর হাউসসহ পাম্প হাউস নির্মাণ	১৮৭.৯৬	৩০৭ বঃমিঃ	০	-
১৪।	রাস্তা খনন চার্জসহ পানির লাইন স্থাপন	১৩১৫.৬৮	১৪ কিঃমিঃ	০	-
১৫।	পানি শোধনাগার পর্যমত বৈদ্যুতিক লাইন	১১৯.৯৭	২ কিঃমিঃ	০	-
১৬।	ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ পাওয়ার হাউস নির্মাণ	১৪০.৯৭	১২৬ বঃমিঃ	০	-
১৭।	বাটালী হিল রিজার্ভার পুনর্বাসন	০.০০	থোক	০	-
১৮।	ক্ষতিপূরণ	১১৬.০০	থোক	১১০.০৬ (৯৪.৮৮%)	থোক
১৯।	নদী তীর সংরক্ষণ	১৮০.০০	৩০০ মিটার	০	-
২০।	অভ্যমতরীণ সড়ক	৩০.০০	থোক	০	-
২১।	ল্যান্ডিং চার্জ ও পরিবহণ ব্যয়	৩৬.০০	থোক	০	-
২২।	সিডি-ভ্যাট	৩০২০.০০	থোক	০	-
২৩।	বিবিধ	০		০	-
২৩.১।	নির্বাহী সংস্থার জন্য থোক	১৩.০০	থোক	০	-
২৩.২।	নির্মাণ কালে সুদ	১১৩.০০	থোক	০	-
২৩.৩।	অদৃশ্য ব্যয়	৩৮১.০০	থোক	২০.৭৪ (৫.৪৪%)	থোক
২৩.৪।	আয়কর	৩৫০.০০	থোক	০	-
	উপমোটঃ ২	**৬২৫৫.৬১**		**১৩০.৮০**	
	সর্বমোটঃ	**১৬৪৮৫.৯৫**		**৬০৮.১৭ (৩.৬৯%)**	

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ অঙ্গের কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কেবলমাত্র ১০.০০ একর (৮৩.৮২%) ভূমি অধিগ্রহণ, ৯০৯৫৭.৭৬ ঘণমিটার (৮৭.৬৭%) ভূমি উন্নয়ন, ১১০.০৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ (৯৪.৮৮%) প্রদান, ৩জন অফিসারে বেতন-ভাতা প্রদান এবং অফিস যন্ত্রপাতিক্রয়সহ অনির্দিষ্ট খাতে কিছু অর্থ ব্যয় ব্যতীত পানি শোধনাগার নির্মাণসহ প্রকল্পের মূল কাজের কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। মূলতঃ প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী ইতালী সরকার কর্তৃক এ প্রকল্পে নির্ধারিত অর্থ প্রদান না করায় সংস্থান থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী

সম্পাদিত হয়নি (৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সারণী দ্রষ্টব্য)। প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সঙ্গোলোচনা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন হতে এ তথ্য জানা গেছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ চট্টগ্রাম মহানগরীতে দৈনিক পানির চাহিদা ছিল ৫০০ মিলিয়ন লিটার, যা ২০০৫ এবং ২০১০ সাল নাগাদ যথাক্রমে ৬৬৫ মিলিয়ন লিটার এবং ৭৭২ মিলিয়ন লিটারে দাঁড়ানোর প্রক্ষাপণ ছিল। চট্টগ্রাম ওয়াসা মোহরা পানি শোধনাগার প্লান্টের সাহায্যে দৈনিক ৯০ মিলিয়ন লিটার (এমএলডি) এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে দৈনিক ৮০ এমএলডিসহ মোট ১৭০ এমএলডি পানি সরবরাহে সক্ষম, যা মোট চাহিদার মাত্র ২২%। অবশিষ্ট পানির চাহিদার কিছু অংশ/৪৫ এমএলডি বাস্তবায়নাধীন ৩য় ইন্টেরিম পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এছাড়া মোট চাহিদার কিছু অংশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত অগভীর নলকূপের মাধ্যমে মেটানো হলেও সে পানিতে আয়রণ ও অন্যান্য খনিজ জৈব পদার্থ রয়েছে যা সুপেয় নয়। ফলে অনেকে খাবার জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করলেও গৃহস্থালী অন্যান্য কাজে অনিরাপদ পানি ব্যবহার করছে। ফলে এ পর্যায়ে মোট পানি সরবরাহ বৃদ্ধি পেলেও দৈনিক প্রায় ৫৫০ এমএলডি পানি ঘাটতি রয়ে গেছে। এ বর্ধিত চাহিদা/ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ (৩৭%) ও ইতালী (৬৩%) সরকারের) যৌথ অর্থায়নে (০.৫০% বার্ষিক সুদে, ৩৭ বছরে পরিশোধযোগ্য) প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তদনুসারে প্রণীত পিসিপি গত ০৭/০৪/১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় চট্টগ্রাম ওয়াসার সুপেয় পানি উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষমতা দৈনিক অতিরিক্ত ৪৫ মিলিয়ন লিটারে বৃদ্ধিসহ চট্টগ্রাম ইপিজেডসহ কম পানি সরবরাহ এলাকায় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন/সংশোধন : প্রকল্পটি অনুমোদিত। বৈদেশিক মুদ্রায় ৫২০৩.৩৫ লক্ষ ও স্থানীয় মুদ্রায় ৩৬১৯.৬৮ লক্ষ টাকা সহ মোট ৮৮২৩.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত এবং জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পের পিসিপি গত ০৭/০৪/১৯৯৯ তারিখে এবং প্রকল্প দলিল/পিপি গত ২৬/১০/১৯৯৯ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ/একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন কারণে প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প সাহায্য ৮৫২৬.৭৮ লক্ষ ও জিওবি অর্থ ৪৯৭৫.৮০ লক্ষ সহ মোট ১৩৫০২.৫৮ লক্ষ টাকায় ১ম সংশোধিত পিপি জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৭-০১-২০০৫ তারিখে একনেক-এ অনুমোদিত হয়। এরপর গত ১৯-০৭-২০০৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় জিওবি অর্থ ৫৯৬৮.৯৮ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৫১৬.৯৭ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৬,৪৮৫.৯৫ লক্ষ টাকার এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। এরপর মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা প্রকল্পটির মেয়াদি জুন, ২০০৯ পর্যমত বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এ বর্ধিত সময়েও প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ পুনরায় জুন, ২০১০ পর্যমত বৃদ্ধি করা হয় এবং ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ২৯/১২/২০০৯ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে/মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয় বলে পিসিআর-এ উলেখ করা হয়েছে। তবে এ প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যমত এ ডিপিপি অনুমোদিত হয়নি।

৭.৪। প্রকল্পের অর্থায়নঃ মদুনাঘাট পানি সরবরাহ প্রকল্পটির মূল পিপিতে মোট প্রকল্প ব্যয় ছিল ৮৮২৩.০৩ লক্ষ টাকা। এতে বাংলাদেশ সরকারের অনুদানকৃত অর্থের সঙ্গে ঋণের অর্থ হতে ব্যয়ের সংস্থান ছিল। বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটিতে জিওবি অর্থের সঙ্গে ইতালীয় সরকার নমনীয় ঋণ হিসেবে বার্ষিক ০.৫% সুদে ২৩.৮ বিলিয়ন লিরা সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং গত ১১-০৭-১৯৯৯ তারিখে Note verbale প্রেরণ করে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রক্রিয়াগত বিলম্ব ও যথাসময়ে সিদ্ধামত প্রদানে সক্ষম না হওয়ায় প্রকল্পটির জন্য নির্ধারিত সুদমুক্ত ঋণের অর্থ ব্যয়ের সুযোগ পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পের প্রকৃত কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি এবং বাস্তবায়ন অসমাপ্ত অবস্থায় প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এত যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি অনুদানকৃত) অর্থ।

৭.৫। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি, ব্যয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ ইতোমধ্যে প্রাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী) ৮৮২৩.০৩ লক্ষ টাকা (তন্মধ্যে জিওবি অর্থ অনির্দিষ্ট) হলেও বাস্তবায়নকালে সর্বসাকুল্যে ৯৭০৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ) এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এর মধ্যে টাকা অবমুক্ত করা হয় ১৬১৩.২৫ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের ১৬.৬৩%)। এর মধ্য হতে মোট ৬০৮.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ প্রকল্পে বিনিয়োগ ব্যয়ের পুরোটাই বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় মুদ্রায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সংস্থান করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অবমুক্তকৃত অর্থ হতে মোট ১০০৫.০৮ লক্ষ টাকা (অবমুক্তকৃত অর্থের ৬২.৩০%) ব্যয় হয়নি। এ অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। আলোচ্য প্রকল্পের

অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতির চিত্র নিচের সারণীতে প্রদর্শন করা হলোঃ

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি	
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৯৯-২০০০	৬০০.০০	৬০০.০০	-	৫০০.০০	৪৭২.০৬	৪৭২.০৬	-	০.৫৬%	২.৩১%
২০০০-২০০১	৫০০.০০	৫০০.০০	-	২৫.০০	৪.১৫	৪.১৫	-	১৬.৭০%	-
২০০১-২০০২	১৩০০.০০	১৩০০.০০	-	২৯৮.৭৫	৩৫.১৯	৩৫.১৯	-	২০.৭৪%	০.৩৭%
২০০২-২০০৩	২০২৫.০০	২০২৫.০০	-	২৫.০০	০.৮০	০.৮০	-	৩০.০০%	-
২০০৩-২০০৪	১৬২৩.০০	১৬২৩.০০	-	১২২.৫০	৫১.০০	৫১.০০	-	৮.৮০%	০.৪১%
২০০৪-২০০৫	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৭৫.০০	২৫.৪৭	২৫.৪৭	-	২৩.২০%	০.১২%
২০০৫-২০০৬	২৫০.০০	২৫০.০০	-	২৫০.০০	৬.২৩	৬.২৩	-	-	-
২০০৬-২০০৭	৩১০০.০০	৩১০০.০০	-	২৫০.০০	৪.৭১	৪.৭১	-	-	-
২০০৭-২০০৮	১০.০০	১০.০০	-	৩৭.০০	৪.৯০	৪.৯০	-	-	-
২০০৮-২০০৯	২২০.০০	২২০.০০	-	৩০.০০	৩.৬৬	৩.৬৬	-	-	-
মোটঃ	৯৭০৫৩.০০	৯৭০৬৩.০০	-	১৬১৮.২৫	৬১৪.১৭	৬০৮.১৭	-	১০০%	৩.৫১% *

৭.৪। <u>প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ</u> প্রকল্পটি চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদত্ত এবং আইএমইডিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন সময়ে ৬ জন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচের সারণী দ্রষ্টব্যঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী , ও বেতন স্কেল	দায়িত্বের ধরণ		দায়িত্ব পালনের মেয়াদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	জনাব জেড এস এম বখতিয়ার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম ওয়াসা, ১০৭০০/- - ১৩১০০/-	খন্ডকালীন	অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং একটি প্রকল্পের দায়িত্ব	১৯৯৯ হতে ২০০০ পর্যন্ত	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন।
২।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম ওয়াসা, ১০৭০০/- - ১৩১০০/-	খন্ডকালীন	অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং একটি প্রকল্পের দায়িত্ব	১৯৯৯ হতে ১৪-০৯-২০০৪ পর্যন্ত	
৩।	জনাব মোঃ আবুল কাশেম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম ওয়াসা, ১৫০০০/- - ১৯৮০০/-	খন্ডকালীন	প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৫-০৯-২০০৪ হতে ১৯-০৯-২০০৪ পর্যন্ত	
৪।	জনাব মোঃ আবুল কাশেম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম ওয়াসা, ১৫০০০/- - ১৯৮০০/-	খন্ডকালীন	প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৯-০৯-২০০৪ হতে ২১-০১-২০০৯ পর্যন্ত	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেন।
৫।	জনাব এজাজ রসুল নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম ওয়াসা, ১৩৭৫০/- - ১৯৭৫০/-	খন্ডকালীন	প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব	২২-০১-২০০৯ হতে ২৯-১০-২০০৯ পর্যন্ত	
৬।	জনাব এ কে এম নজরুল হক নির্বাহী ও প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম ওয়াসা, ২২২৫০/- - ৩১২৫০/-	খন্ডকালীন	প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব	২৯-১০-২০০৯ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যমত	

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করেন। তবে তিনি প্রকল্প হতে কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি। এ প্রকল্পে পৃথক নিজস্ব কোন জনবলের সংস্থান ছিলনা। প্রকল্প পরিচালককে সহায়তার জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসার অন্যান্য প্রকৌশলীগণ নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া চট্টগ্রাম ওয়াসার নিজস্ব জনবলকে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত করা হয়।

৭.৮। <u>প্রকল্পের কাজের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ ও পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ</u> প্রকল্পটি ইতোপূর্বে কখনও আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শিত না হওয়ায় এবং প্রকল্পটি অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণা করায় নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে গত ১৪ মার্চ, ২০১০ তারিখে প্রকল্পটির প্রধান কার্যালয় ও মদুনাঘাট এলাকায় সম্পাদিত ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন এবং ক্ষতিপূরণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এ সময় আইএমইডি'র সংশিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে প্রকল্পে নিয়োজিত নির্বাহী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম ওয়াসার অন্যান্য জনবলও পরিদর্শনে সহায়তা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন কাজ নিয়ে প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে কিছু সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়, যা এ প্রতিবেদনের সমস্যা অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ-১১ এ) তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় যে সব অঙ্গে কাজ সম্পাদিত হয়েছে সে সব অঙ্গের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ এবং সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ নীচে উলেখ করা হলোঃ

৭.৮.১। <u>বেতন-ভাতাদি/অফিসারদের বেতনঃ</u> প্রকল্পের ডিপিপিতে বেতন-ভাতা অঙ্গের আওতায় ৩ জন অফিসারের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য ২২.৮১ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে সমাপ্তিকাল পর্যমত ৩ জনের জন্যই ব্যয় হয়েছে ৮.৪৯ লক্ষ টাকা, যা এ খাতের মোট বরাদ্দের ৩৮.৪২%।

৭.৮.২। <u>অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ</u> প্রকল্পের ডিপিপিতে অফিসের যন্ত্রপাতি অঙ্গের আওতায় থোক হিসেবে ২৮.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে সমাপ্তিকাল পর্যমত ব্যয় হয়েছে মাত্র ০.৫৬ লক্ষ টাকা, যা এ খাতের মোট বরাদ্দের মাত্র ০.০২%। এর আওতায় প্রকল্পের অফিস পরিচালনাকালে যন্ত্রপাতির এক্সেসরিজ ক্রয় করা হয়। ফলে উক্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতিও পরিমাপযোগ্য নয়।

৭.৮.৩। <u>ভূমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়নঃ</u> প্রকল্পের ডিপিপিতে ভূমি ক্রয় এবং ভূমি উন্নয়ন অঙ্গের আওতায় ১১.৯৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৩৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং ১০৩৭৫০ ঘণমিটার ভূমি উন্নয়ন কাজের জন্য ১২৩.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে সমাপ্তিকাল পর্যমত ১০.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৩৬০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) এবং উক্ত ভূমি উন্নয়নে কাজের আওতায় ৯০৯৫৭.৭৬ ঘণমিটার কাজের জন্য মাটি/বালির জন্য ব্যয় হয়েছে ১০৮.৩২ লক্ষ টাকা (৮৮.০৬%)। এ খাতের বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৩.৮২% এবং ৮৭.৬৭%। চট্টগ্রাম শহর হতে ১১ কিলোমিটার দূরে মদুনাঘাট এলাকায় হালদা নদীর উপর হালদা সেতু অবস্থিত। এ সেতুর দক্ষিণ পাশে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জমি হতে ১০.০০ একর ভূমি ক্রয় করা হয়েছে। হালদা নদী হতে পানি সংগ্রহ এবং লবণাক্ততা ও অন্যান্য দ্রবীভূত অগ্রহণযোগ্য দ্রব্যাদি হতে পানি পরিশোধনের জন্য শোধনাগার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ কাজের জন্য স্থানটি নির্ধারিত। পরিদর্শনকালে দেখা ও জানা যায় যে, স্থানটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট হতে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক গ্রহণ, নদী হতে বালি উত্তোলন পূর্বক ভূমি উন্নয়ন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এ এলাকায় অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ/কোনরূপ স্থাপনা নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়নি। তবে পরিদর্শনকালে পানির ইনটেক পয়েন্ট ও শোধনাগার নির্মাণের জন্য স্থান হিসেবে এলাকাটি যথোপযুক্ত বলে মনে হয়নি। কেননা, স্থানটি মদুনাঘাট ব্রীজের লাগোয়া, এ স্থানে চারপাশে আবাসিক এলাকা থাকায় প্রতিসময় নানা রকম গৃহস্থালী বর্জ্য পানিতে মিশছে। এরকম একটি স্থান পানির ইনটেক পয়েন্ট হিসেব যথোপযুক্ত বলে মনে হয়নি।

৭.৮.৪। <u>ক্ষতিপূরণঃ</u> প্রকল্পের ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য থোক হিসেবে ১১৬.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে এ কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ব্যয় হয় ১১০.০৬ লক্ষ টাকা (৯৪.৮৮%)। এ খাতের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। চট্টগ্রাম শহর হতে ১১ কিলোমিটার দূরে মদুনাঘাট এলাকায় হালদা নদীর পাশে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট হতে ক্রয়কৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য এ অর্থ ব্যয় হয় বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান।

৭.৮.৫। <u>অদৃশ্য ব্যয়ঃ</u> প্রকল্পের ডিপিপিতে বিভিন্ন রকম অনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অদৃশ্য ব্যয় হিসেবে মোট ৩৮১.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে প্রকল্পের সমাপ্তিকাল পর্যমত এ খাত হতে মোট ২০.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রকতল্পের এ খাতের অর্থ হতে প্রকল্পের কাজের জন্য অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কতিপয় কর্মচারীর বেতন-ভাতা নির্বাহ করা হয় বলে জানা যায়।

৭.৮.৬। <u>অন্যান্য অঙ্গের বা প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহ বাস্তবায়নঃ</u> চট্টগ্রাম ওয়াসার মদুনাঘাট পানি সরবরাহ প্রকল্পটিতে বাংলাদেশ সরকারের অনুদানকৃত অর্থের সঙ্গে ইতালীয় সরকার নমনীয় ঋণ হিসেবে বার্ষিক ০.৫% সুদে ২৩.৮ বিলিয়ন **লিরা** সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং গত ১১-০৭-১৯৯৯ তারিখে Note verbale প্রেরণ করে। এ প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় চট্টগ্রাম ওয়াসার সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষমতা দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন লিটারে বৃদ্ধিসহ চট্টগ্রাম ইপিজেডসহ কম পানি সরবরাহ এলাকায় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রক্রিয়াগত বিলম্ব ও যথাসময়ে সিদ্ধামত প্রদানে সক্ষম না হওয়ায় প্রকল্পটির জন্য নির্ধারিত সুদমুক্ত ঋণের অর্থ ব্যয়ের সুযোগ পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পের প্রকৃত কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি এবং বাস্তবায়ন অসমাপ্ত অবস্থায় প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। Note verbale অনুযায়ী ২২-০৪-২০০১ তারিখে ইটালীয় সংবাদ পত্রে প্রকল্পের ঠিকাদার ও উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য দরপত্র প্রকাশ করা হয় এবং ২৩-০৭-২০০১ তারিখে Contract-'A' (Works, Supply, Technical Assistance & Training) এবং Contract-'B' (Consultancy Services) এর দরপত্র গ্রহণ করা হয় এবং **<u>০৮-০৭-২০০২</u>** ইং তারিখে <u>Notification of Award Issue</u> করা হয়। গত **<u>০১-০৮-২০০২</u>** ইং তারিখে TM.E SpA 1.018 million Euro-র পিজি (Payment Gurantee) দাখিল করে। Contract-'A' এর জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা TM.E SpA. এর দাখিলকৃত দর ১০,১৮২,৫০০ ইউরো এবং Contract-'B' এর জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা Technoconsult এর দাখিলকৃত দর ৭৪২,৩০০ ইউরো **০৭-০৯-২০০৩** তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয় (<u>Notification of Award Issue **করার ১ বছর ২ মাস পর**</u>)।

৭.৮.৬.১। যথাসময়ে নির্বাচিত ঠিকাদার TM.E SpA. কে কাজটি শুরু করার আদেশ দিতে না পারায় ঠিকাদার ২৬-১১-২০০৩ তারিখে এ পত্রের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে তাদের দাখিলকৃত দর ১০.১৮২৫ মিলিয়ন ইউরো হতে ১১.৮০ মিলিয়ন ইউরো-তে বৃদ্ধির আবেদন জানায়। এ প্রস্তাবটি (ঠিকাদারের বর্ধিত দর) ০৫-০৯-২০০৫ তারিখে **(<u>প্রস্তাব প্রেরণের ১ বছর ৯ মাস ৯ দিন পর</u>)** অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয় (১১.৮০ মিলিয়ন ইউরো)।

৭.৮.৬.২। এরপর গত ২২-০৯-২০০৫ ইং তারিখে পরিবর্তিত দরের উপর ১.১৮ মিলিয়ন ইউরো পিজি দাখিল করা হয়, যার মেয়াদ ছিল ৩১-১২-২০০৯ইং তারিখ পর্যন্ত। গত ২১-১০-২০০৫ ইং তারিখ দুই সরকারের মধ্যে Aid Memoire স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর গত ০৬-০৬-২০০৬ ইং তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ইতালীয় সরকারের মধ্যে এ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য Project Agreement স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৩-০৭-২০০৬ ইং তারিখে ইতালীয় সরকারের আলোচ্য ঋণ disbursement এর জন্য ইতালীয় সরকার নিযুক্ত ব্যাংক Artigiancassa এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এর Financial Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এরপর গত ১৪-১২-২০০৬ ইং তারিখে ঠিকাদার এবং কনসালটেন্ট এর সাথে চট্টগ্রাম ওয়াসার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ২৫-০১-২০০৭ ইং তারিখে Letter of Commencement ইস্যু করা হয়। এরপর গত ০৮-০৫-২০০৭ ইং হতে ১০-০৫-২০০৭ ইং তারিখ পর্যমত সময়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ও কনসালটেন্টসহ চট্টগ্রাম ওয়াসার মধ্যে ধারাবাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কাজ আরম্ভ হয়নি।

৭.৮.৬.৩। এ দীর্ঘ প্রক্রিয়ার একে পর্যায়ে গত ০২-০৪-২০০৭ইং তারিখে ইটালীয়ান দূতাবাস ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত Financial Agreement এর Article 3 (Article 3.3) এর সংস্থান-এ ৩৫% এর স্থলে ৬২% অর্থ ব্যয় করার জন্য একটি Addendum তৈরী করতঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অনুরোধ জানায়। অনুমোদিত অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মূল চুক্তিতে সিভিল ও ইরেকশন ওয়ার্ক বাবদ সর্বোচ্চ ৩৫% অর্থ ইতালীর বাইরে থেকে ব্যয়ের সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্পের ঠিকাদার নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘ বিলম্ব হওয়ায় সরবরাহ চুক্তিতে উলেখিত ডাকটাইল আয়রন পাইপ তৈরী ইতালীতে না হওয়ায়, তা বর্তমানে অন্য দেশ হতে সংগ্রহ করতে হবে যা সম্পাদিত চুক্তিতে নেই। এজন্য তারা সম্পাদিত চুক্তি সংশোধন করে, চুক্তির অর্থায়ন ও অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র অর্থায়নের পরিমাণ ইতালীর বাহির হতে ৩৫% এর স্থলে ৬২% এ উন্নীত করে প্রস্তাব করা হয়। এর প্রেক্ষিতে গত ১০-০৫-২০০৭ইং তারিখে চট্টগ্রাম ওয়াসা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে Annex-A ফরম স্বাক্ষর করে ইটালীয়ান ব্যাংক Artigiancassa এর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন এবং <u>Addendum **এর ব্যাপারে পরে ব্যবস্থা নেয়া যাবে বলে জানান**</u>। উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে ইআরডি কর্তৃক স্থানীয় সরকার বিভাগের মতামত জানতে চাওয়া হলে ২৩-০৫-২০০৭ইং তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে মদুনাঘাট পানি শোধনাগার প্রকল্পের Financial Agreement এর Article 7 অনুসারে Annex-A পূরণ করতঃ চুক্তিটি কার্যকর করণে বিভাগের কোন দ্বিমত নেই বলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে জানানো হয়। এর জবাবে গত ২১-০৬-২০০৭ইং তারিখে TME SpA. তাদের চিঠিতে উলেখ করে যে, "The Ductile Iron Pipe could be supplied either by Saint Gobain, the same company we contacted during the bidding phase, through their new factory in china or supplied from any other manufacture accepted by the Employer. According to the contractual documents the contractual must be strictly conform to the quality standards and the contractual requirements and the Employer has the right to conduct any short

of quality test on his own process prior to giving approval before delivering to site equipment or materials".উক্ত চিঠিতে আরো উলেখ করা হয় যে, এ কাজের ব্যাপারে বিভিন্ন Expertise এর চট্টগ্রাম ওয়াসা ভ্রমণ এবং প্রকল্পের Initial Design প্রণয়ন বাবদ ইতোমধ্যে ০.৮ মিলিয়ন ইউরো ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত Addendum যদি **০৫-০৭-২০০৭ ইং এর মধ্যে** স্বাক্ষরিত না হয় তাহলে তাদের Financial Position Re-negotiate করতে হবে। গত ২০/০২/০৮ ইং তারিখে ইটালিয়ান দুতাবাস চুক্তিপত্রের Financial Agreement এর Article 3.3 এবং Article 8.5 of Bilateral Agreement Addendum এর ব্যাপারে পুনরায় অনুরোধ জানান।

৭.৮.৬.৪। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম ওয়াসা, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ERD-র মধ্যে বেশ কিছু পত্র আদান প্রদানের পর গত ২৭-১০-২০০৮ইং তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-স্থাসবি/পাস-২/এস-২/২০০১(খন্ড-৩)/ ৭৩১ এবং স্মারক নং-স্থাসবি/পাস-২/এস-২/২০০১(খন্ড-৩)/৭৬০ তারিখ-০৩-১১-২০০৮ইং এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ওয়াসার মদুনাঘাট পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে মাননীয় বাণিজ্য উপদেষ্টার সভাপতিত্বে গত ১০-০৮-২০০৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত (b), (c) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ইতোপূর্বে প্রেরিত পত্র সমূহের আলোকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব পাঠানোর জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসাকে অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম ওয়াসার স্মারক নং-পিডি/এম'ঘাট/কন্ট্রাক্ট-এ/২০০৭-৭/পার্ট-১/৪৫ তারিখ-০৪-১১-২০০৮ইং মারফত চট্টগ্রাম ওয়াসার মতামত স্থানীয় সরকার বিভাগেকে জানিয়ে দেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে গত ১৭-১২-২০০৮ ইং তারিখে ERD-তে পত্র প্রেরণ করা হয়। গত ০৪-০২-২০০৯ ইং তারিখে ERD ইটালীয়ান দূতাবাসকে Financial and Bilateral Agreement এর ২টি Fresh কপি স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণের অনুরোধ জানান। এর জবাবে ইটালীয় রাষ্ট্রদূত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে, বর্তমানে ইতালীয় সরকারের পক্ষে উক্ত প্রকল্পে অর্থায়ন সম্ভব নয়। তবে, সমপরিমাণ নমনীয় ঋণ একই সেক্টরের অন্য কোন নতুন প্রকল্পে প্রদানে তারা আগ্রহী। ইতালীয় দূতাবাসের ২৮-০৪-২০০৯ইং তারিখের পত্র এবং ইআরডি-র ১৫-০৬-২০০৯ইং তারিখের পত্র হতে এ তথ্য জানা যায়।

৭.৮.৬.৫। সর্বশেষ, ০৯/০৯/২০০৯ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত একসভায় সিদ্ধামত প্রদান করা হয় যে, প্রকল্পটি অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণা করতে হবে এবং বাস্তবতার নিরীখে সংশোধন করে আরডিপিপি প্রণয়ন ও অণুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে দাখিল করতে হবে। এ সিদ্ধামেতর আলোকে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করে গত ০৫/০১/২০১০ তারিখে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন তৈরী করে আইএমইডিকে অবহিত করে/অনুলিপি দিয়ে স্থানীয় বিভাগে দাখিল করা হয়। বর্তমানে মদুনাঘাট পানি সরবরাহ প্রকল্পসহ অন্যান্য খাতে অর্থায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক এর একটি মিশন ২ বার চট্টগ্রাম ওয়াসা ভিজিট করে একটি নতুন পানি শোধনাগার নির্মাণের জন্য প্রকল্প তৈরী করার জন্য কাজ করছে বলে পরিদর্শন কালে জানা যায়।

৮। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত	অর্জিত
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় চট্টগ্রাম ওয়াসার সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষমতা দৈনিক অতিরিক্ত ৪৫ মিলিয়ন লিটারে বৃদ্ধিসহ চট্টগ্রাম ইপিজেডসহ কম পানি সরবরাহ এলাকায় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পটি বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় দৈনিক অতিরিক্ত ৪৫ মিলিয়ন লিটার সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। প্রকল্পের মূল কাজ তথা পানি শোধনাগার নির্মাণ, পানির পাইপ লাইন ক্রয় ও স্থাপন এবং পানি সরবরাহ- এসব কাজের জন্য ঠিকাদার নির্বাচন ও পদ্ধতিগত জটিলতা তথা সিদ্ধামত প্রদান, মতামত গ্রহণ, বারবার পিপি/ডিপিপি সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে অতিমাত্রায় দীর্ঘসূত্রিতা, বিলম্ব ও ত্বরিৎ উদ্যোগের অভাবে প্রকল্পের কাজটি বাস্তবায়িত হয়নি এবং নিম্নহারের সুদের ২৩.৮ বিলিয়ন লিরা বা পরবর্তীতে ইউরোপে ইউরো প্রচলিত হওয়ায় ১৩.১৬৯ মিলিয়ন ইউরো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এ কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

১০। **সমস্যা :**

১০.১। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকা ও উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়াঃ** প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ অঙ্গের কাজ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমাপ্ত হয়নি। সম্পাদিতব্য বিভিন্ন কাজের জন্য ঠিকাদার নির্বাচন ও পদ্ধতিগত জটিলতা তথা সিদ্ধামত প্রদান, মতামত গ্রহণ, পিপি/ডিপিপি সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে অতিমাত্রায় দীর্ঘসূত্রিতা, বিলম্ব ও ত্বরিৎ উদ্যোগের অভাবে প্রকল্পের কাজটি বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দৈনিক অতিরিক্ত ৪৫ মিলিয়ন লিটার সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়নি।

১০.২। **ভূমি উন্নয়ন ও ক্ষতিপূরণ সংক্রামতঃ** প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত ১০.০০ একর ভূমিতে ৯০৯৫৭.৭৬ ঘণমিটার মাটি/বালি ভরাটসহ ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু অধিগ্রহণকৃত ভূমি প্রয়োজনীয় পরিমাণ সমতল করা হয়নি, বা অধিগ্রহণকৃত স্থানে চারপাশ দিয়ে ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ বা কোন বৃক্ষায়ন করা হয়নি। এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট হতে ক্রয়কৃত নীচু ভূমিতে কি ধরণের স্থাপনা ছিল বা এসব স্থাপনার জন্য কিভাবে ১১০.০৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় করা হলো তা বোধগম্য নয় এবং প্রকল্প পরিদর্শনকালেও তা জানা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রকল্প পরিদর্শনকালে পানির ইনটেক পয়েন্ট ও শোধনাগার নির্মাণের জন্য নির্বাচিত স্থানটি মদুনাঘাট ব্রীজের লাগোয়া, এ স্থানে চারপাশে আবাসিক এলাকা থাকায় প্রতিসময় নানা রকম গৃহস্থালী বর্জ্য পানিতে মিশছে। এরকম একটি স্থান পানির ইনটেক পয়েন্ট হিসেব যথোপযুক্ত বলে মনে হয়নি।

১০.৩। **প্রকল্পের নিরীক্ষাঃ** প্রকল্পর বাস্তবায়নকালে ২০০৩ সাল হতে ২০০৮ সাল পর্যমত সময়ের অর্থ ব্যয়ের উপর গত ২৬/০৭/২০০৯ তারিখে নিরীক্ষা/অডিট পরিচালিত হয় বলে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়েছে। এতে ৪টি পর্যবেক্ষণ/আপত্তি উলেখ করা হয়। আপত্তিতে উলেখ করা হয় যে, ভূমির মূল্য নিরূপণ ছাড়াই অগ্রীম হিসেবে মূল্য পরিশোধ করায় এবং প্রকল্পের ব্যয় হতে ভ্যাট ও আইটি বাদ না দেয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং যথাসময়ে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ/ছাড়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ না করায় অর্থিক শৃং&খলা লংঘন করা হয়েছে। প্রকল্পের ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০২-২০০৩ সাল পর্যমত সময়ে কোন অর্থ ব্যয় না হওয়ায় কোন আপত্তি নেই বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে পিসিআরে কিছু উলেখ করা হয়নি।

১১। **সুপারিশঃ**

১১.১। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে পদ্ধতিগত জটিলতা বা অতিমাত্রায় দীর্ঘসূত্রিতা, বিলম্ব ও উদ্যোগহীনতা পরিহার করা সম্ভব হলে প্রকল্পের কাজসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব হতো এবং সরকার প্রায় ১৩.১৬৯ মিলিয়ন ইউরো ব্যবহারে সক্ষম হতো এবং চট্টগ্রামবাসীর পানির কষ্ট অনেকখানি লাঘব হতো এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যও অর্জিত হতো। ভবিষ্যতে এ প্রবণতার পুনরাবির্ভাব রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় জনপ্রতিনিধির সম্পৃক্ততার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং সরকারী নিয়ম সঠিকভাবে অবহিত এমন কর্মকর্তাদের পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.২। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত ভূমি প্রয়োজনীয় পরিমাণ সমতল করা বা অধিগ্রহণকৃত স্থানে চারপাশ দিয়ে ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ বা বৃক্ষ বা গাছের চারা রোপণ করা যেতে পারে। এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট হতে ক্রয়কৃত নীচু ভূমিতে কি ধরণের স্থাপনা ছিল বা এসব স্থাপনার জন্য কিভাবে ১১০.০৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় করা হলো তা জানানো যেতে পারে। এছাড়া পানির ইনটেক পয়েন্ট ও শোধনাগার নির্মাণের জন্য এ স্থাটি নির্বাচন যথাযথ কিনা তা নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ নিয়েগের মাধ্যমে পুনরায় যাচাই/পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

১১.৩। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ অবিলম্বে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া বর্তমানে প্রচলিত রে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ/ছাড়কৃত, কিন্তু অব্যয়িত অর্থ সরকারী অর্থবছরের নির্ধারিত সময়ে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করতে হবে। তাই প্রকল্পের ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের অর্থ ব্যয়র বিষয়ে অবিলম্বে নিরীক্ষা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

থার্ড ইন্টারিম ওয়াটার সাপ্লাই (২য় সংশোধিত)
(সমাপ্তঃ ৩০ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম মহানগরী
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চট্টগ্রাম ওয়াসা
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৪৫৫.৪৯ (সম্পূর্ণ জিওবি)	৫৯০৬.০৩ (সম্পূর্ণ জিওবি)	৪৭১৩.২৮ (সম্পূর্ণ জিওবি)	জুলাই,১৯৯৯ হতে জুন,২০০২	জুলাই,১৯৯৯ হতে জুন,২০০৯	জুলাই,১৯৯৯ হতে জুন,২০১০	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি।	৮ বছর (২৬৬.৬৭%)

৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u> স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নকারী সংস্থা চট্টগ্রাম ওয়াসা হতে প্রাপ্ত চঈজ এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব কাজ ও আর্থিক সংস্থান এবং সমাপ্তিকাল পর্যন্ত অগ্রগতির (আর্থিক ও বাস্তব) বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, গত জুন, ২০১০ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৩০/১১/২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম ওয়াসা হতে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) এর কপি যুগপৎ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আইএমইডিতে (অবগতির জন্য) প্রেরণ করা হয়। তবে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত চঈজ আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	**২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ**	**পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০০৮ পর্যন্ত)**	
		আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক (%)**	**বাস্তব (%)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
ক।	**রাজস্ব অঙ্গঃ**				
১।	কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদি	১৩.৬০	৪ জন	১৩.৬০ (১০০%)	৪ জন (১০০%)
২।	কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি	১২.৫৫	৬ জন	১২.৫৫ (১০০%)	৬ জন (১০০%)
৩।	বোনাস ও অন্যান্য-ভাতা	২৩.৮৫	থোক	৩২.০০ (১৩৪.১৭%)	থোক (১০০%)
	উপ-মোটঃ রাজস্ব অঙ্গ	**৫০.০০**		**৫৮.১৫ (১১৬.৩০%)**	
খ।	**মূলধন অঙ্গঃ**				
২।	**ভূমি ক্রয়**	৩৪৫.০০	১.৫ একর	১৮৪.২০	০.৮৫ একর (৫৬.৬৭%)
৩।	**সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়**				
৩.১।	নলকূপের উপকরণ ক্রয়	৮৫৫.০০	৬০টি	৭৯৫.৪০	৬০টি (১০০%)
৩.২।	ডিআই, পিভিসি ও এমএস পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	৭২১.১০	৩৩.৫৬ কিঃমিঃ	৬৪৯.৬৯	৩৩.৫৬ কিঃমিঃ (১০০%)
৩.৩।	পরীক্ষাগারের জন্য উপকরণ ক্রয়	৭.০০	৪ সেট	৬.৫৫	৪ সেট (১০০%)
৩.৪।	খুচরা যন্ত্রাংশসহ পানির মিটার ক্রয়	২৬৫.০০	১৫০০০টি	১৭৭.৮৬	১৫০০০টি (১০০%)
৩.৫।	স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	৬২৩.২৫	৭৫টি	৬৩৭.৩১	৭৫টি (১০০%)
৩.৬।	কম্পিউটার, সার্ভার ও ষ্টেশনারী ক্রয়	২২.০০	১৫টি	২৭.২৩	১৫টি (১৩৩.৩৩%)

ক্রমিক নং	২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০০৮ পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
৩.৭।	আসবাবপত্র ক্রয়	৫.০০	১৫টি	৫.০০	১৫টি (১০০%)
৩.৮।	যানবাহন ক্রয় (১টি জীপ ও ১৪টি পিক-আপ ক্রয়)	৩৯.০০	২টি	৩৯.০০	২টি (১০০%)
	উপ-মোটঃ সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	২৫৩৭.৩৫		২৩৩৮.০৪	
৪।	**নির্মাণ কাজ**				
৪.১।	ভুমি উন্নয়ন	৮৬.২৫	১.৫ একর	৩৪.০৪	১.১০ একর (৭৩.৩৩%)
৪.২।	টেষ্ট বোরিংসহ গভীর নলকূপ স্থাপন	৯৪৭.৪০	৬০টি	৮৫৫.২৫	৬০টি (১০০%)
৪.৩।	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ পাম্প হাউজ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৪৫৬.০০	৬০টি	৪২৬.২৪	৬০টি (১০০%)
৪.৪।	পানি শোধনাগার ও আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট নির্মাণ এবং কালুরঘাট আয়রণ রিমুভাল প্ল্যান্ট ও বুস্টার স্টেশন পুনর্বাসন	১৩৬.০০	১ ইউনিট	১৫৩.৪৫	১ ইউনিট (১০০%)
৪.৫।	রাস্তার ক্ষতিপূরণ চার্জসহ পানির লাইন স্থাপন	৪৭৫.৩২	৩৩.৫৬ কিঃমিঃ	৩৪৩.৩৮	৩৩.৫৬ কিঃমিঃ (১০০%)
৪.৬।	প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন	১০.০০	থোক	৩.৩৫	থোক
৪.৭।	সিডি-ভ্যাট	৮৪২.৭১	থোক	২৯০.০০	থোক
৪.৮।	বিবিধ	২০.০০	থোক	২৭.১৫	থোক
	উপ-মোটঃ নির্মাণ কাজ	২৯৭৩.৬৮		২১৩২.৮৬	
	উপ-মোটঃ মূলধন অঙ্গ	**৫৮৫৬.০৩**			
	সর্বমোটঃ	**৫৯০৬.০৩**	**১০০%**	**৪৭১৩.২৫ (৭৯.৮০%)**	**১০০%**

৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২টি অঙ্গের কাজ পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়নি। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

অঙ্গের নাম	অসমাপ্ত কাজের বিবরণ	অসমাপ্ত থাকার কারণ
১। **ভূমি ক্রয়**	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ১.৫ একর ভূমি ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও ০.৮৫ একর ভূমি ক্রয় করা হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.৬৫ একর (৪৩.৩৩%) কম।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কয়েকটি গভীর নলকূপ নতুন স্থানের পরিবর্তে পুরাতন স্থানে/চট্টগ্রাম ওয়াসার নিজস্ব জমিতে নির্মিত হওয়ায় প্রাক্কলিত ভূমির মধ্য হতে ০.৬৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।
২। **ভূমি উন্নয়ন**	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ১.৫ একর ভূমি উন্নয়নের সংস্থান থাকলেও ১.১০ একর ভূমি উন্নয়ন করা হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.৪০ একর (২৬.৬৭%) কম।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রয়োজন না হওয়ায় প্রাক্কলিত ০.৬৫ একর স্থানে ভূমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় এসব স্থানে ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজন হয়নি। তবে পুরাতন পাম্প কম্পাউন্ডসমূহের কয়েকটিতে কিছু ভূমি উন্নয়ন করা হয়। এজন্য ১.১০ একর স্থানে ভূমি উন্নয়ন করা হয়। ফলে মোট ০.৪০ একর স্থানে ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজন হয়নি।

০৭। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৭.১। <u>পটভূমিঃ</u> চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর। বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হবার পর থেকেই চট্টগ্রামে উন্নয়ন কর্মকান্ড বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের সাথে সাথে পানির চাহিদাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। চট্টগ্রাম ওয়াসা চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা প্রদান করে থাকে। চট্টগ্রাম মহানগরীর ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা মেটানোর জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসা ১ম চট্টগ্রাম ও ২য় চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ প্রকল্প নামে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ১ম ও ২য় পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম ওয়াসার দৈনিক পানি সরবরাহ ক্ষমতা যথাক্রমে প্রায় ৪৫ ও ৯০মিলিয়ন লিটার বৃদ্ধি পায়। ২য় চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামের হালদা নদী থেকে পানি উত্তোলন করে মোহরা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করে চট্টগ্রাম মহানগরীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু চট্টগ্রাম মহানগরীর দৈনিক পানির

চাহিদা ৫০০ মিলিয়ন লিটার হতে বেড়ে ২০১০ সাল নাগাদ ৭৭২ মিলিয়ন লিটার হবে। ফলে মহানগরীর বেশীর ভাগ এলাকায় অপ্রতুল পানি সরবরাহের জন্য পানি সমস্যা থেকেই যায়। চট্টগ্রাম মহানগরীর এই অতিরিক্ত পানির চাহিদার বিপরীতে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে ৩য় ইন্টারিম পানি সরবরাহ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রাম মহানগরীতে দৈনিক অতিরিক্ত ৯০ মিলিয়ন লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করা।

৭.৩। <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ</u> প্রকল্পটির পিসিপি বিগত ২৭/০৩/২০০১ তারিখে একনেক কর্তৃক ৫৪৫৫.৪৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০২ পর্যন্ত মেয়াদ বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত হয়নি। বাস্তবতার কারণে প্রকল্পটি ২ বার সংশোধিত হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি বিগত ০৫/০৫/২০০৫ তারিখে মাননীয় স্থানীয় সরকার, পলল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ সময় প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫৮৪.২৯ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। কিন্তু এতেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি বিগত ০৪/০৮/২০০৭ তারিখে মাননীয় অর্থ, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা কর্তৃক ৫৯০৬.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। এ মেয়াদও বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে গত ২৯/১০/২০০৯ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। নিমণলিখিত কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়ঃ

(ক) মূল অনুমোদিত প্রকল্পে চট্টগ্রাম মহানগরীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ১২কিঃমিঃ দক্ষিণে ফতেহাবাদ এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষামূলকভাবে যখন ফতেহাবাদ এলাকায় নলকূপের বোরিং কাজ শুরু করা হয় তখন স্থানীয় জনগণ আপত্তি উত্থাপন করে যে, এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হলে তাদের শ্যালো নলকূপ-এ পানি পাবে না। এ কারণে গভীর নলকূপ স্থাপনের বিরম্নদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। স্থানীয় সংসদ সদস্য বিষয়টি এলাকার জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এর ফলে চট্টগ্রাম ওয়াসা ঐ এলাকাতে নির্মাণ কাজ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে এবং শহরের কালুরঘাট এলাকায় নলকূপ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(খ) চট্টগ্রাম মহানগরীতে দৈনিক পানির চাহিদা প্রায় ৭৭২ মিলিয়ন লিটার। কিন্তু চট্টগ্রাম ওয়াসা বর্তমানে দৈনিক মাত্র ১৭৫ মিলিয়ন লিটার পানি সরবরাহ করতে পারে। চাহিদা ও সরবরাহের এই ব্যবধান হ্রাসের জন্য পানি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ও পানির ঘাটতি মেটানোর জন্যই প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পে মূল ১৫টি নলকূপ স্থাপনের (১ম সংশোধিত ৪০টি) পরিবর্তে ৬০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৈনিক পানি উৎপাদন অতিরিক্ত ১০০ মিলিয়ন লিটারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

(গ) মূল অনুমোদিত প্রকল্পে আয়রন দূরীকরণে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর জন্য বিদেশী ও দেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প সাহায্যের সংস্থান না হওয়ায় আরডিপিপি থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রস্তাব বাদ দেয়া হয়।

(ঘ) এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন জায়গায় গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সব জায়গায় আয়রণ কম সে সব জায়গায় নলকূপ স্থাপনের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

(ঙ) মূল প্রকল্পটি ১৯৯৯ সালের জুন মাসে তখনকার বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি তখনকার বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অংগের ব্যয় হ্রাস ও বৃদ্ধি করে প্রণয়ন করা হয়েছিল। সর্বশেষ বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রকল্পে নতুন আরো ২০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রস্তাব করায় প্রকল্প ব্যয় প্রায় ৮% বৃদ্ধি পায়।

(চ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৬৭%।

(ছ) প্রকল্পের নকশা ও কাজের পরিধি পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্প সংশোধন করা হয়।

৭.৪। <u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ</u> প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ের পুরোটাই বাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে সংস্থানের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পে প্রকল্প সাহায্যের সংস্থান থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে তা না পাওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের অনুদানকৃত (সম্পূর্ণ জিওবি) অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পে চট্টগ্রাম ওয়াসার নিজস্ব তহবিল হতে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না।

৭.৫। <u>প্রকল্পের অর্থায়ন ও সার্বিক অগ্রগতিঃ</u> প্রকল্পের পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত মোট ৮৭৮০.২৫ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলনের ১৪৮.৬৭%) বরাদ্দ এবং এর মধ্যে অবমুক্ত করা হয় ৫৯৬৭.৫০ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের

৬৭.৯৭%)। এর মধ্যে ব্যয় হয় ৪৭১৩.২৮ লক্ষ টাকা (অবমুক্তির ৭৮.৯৮%)। এ সময়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয় লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.৫০%। সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র অর্থবছরভিত্তিক সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা, অবমুক্তি এবং পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান		সর্বশেষ বাস্তব সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		টাকা অবমুক্তি	সমাপ্তি পর্যন্ত অগ্রগতি		
	২য় সংশোধন পূর্ব	২য় সংশোধিত		আর্থিক	বাস্তব		ব্যয়	বাস্তব	সমর্পিত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৯৯-২০০০	২০.৮৭	-	০.৫৬%	২২৫.০০	২%	২৫.০০	০.০০	-	১৪২.০৫
২০০০-২০০১	৭৪.৬৫	-	১৬.৭০%	২৫০.০০	৩%	৬২.৫০	২০.৮৭	১.৫%	
২০০১-২০০২	১০৬.৭৯	-	৩৫.২৪%	৩০০.০০	৬%	১৫০.০০	৭৪.৫৮	২.৭%	
২০০২-২০০৩	১৬৯.৭৯	-	৪৭.৫০%	৪৭০.০০	৭%	৩২৫.০০	১০৬.৭৯	৪%	২১৮.২১
২০০৩-২০০৪	২১৭৯.৬০	-	-	৬৮৯.০০	৮%	৩৪৪.৫০	১৬৯.৩৫	৪.৫%	১৭৫.১৫
২০০৪-২০০৫	১৯১৮.৩৫	-	-	১১০০.০০	১৭%	১০৯৭.০০	১০৯৭.০০	১৮%	০.০০
২০০৫-২০০৬	১১১৪.৬৮	২৪৪৯.৫৯	-	৯৮১.০০	১৪%	৯৮১.০০	৯৮১.০০	১৫%	০.০০
২০০৬-২০০৭	-	১১৮১.৪০	-	১২০০.০০	১০%	৬০০.০০	৪৭৭.৪৮	১০%	১২২.৫২
২০০৭-২০০৮	-	১৪১২.৩৩	-	৮৮০.০০	৮%	৪৪০.০০	২৯৩.৭১	৯.৫%	১৪৬.২৯
২০০৮-২০০৯	-	৮৬২.৭১	-	৩০০.০০	১৯%	৭৫০.০০	৩০০.০০	১৮.৫%	৪৫০.০০
২০০৯-২০১০	-	-	-	২৩৮৫.২৫	৬%	১১৯২.৫০	১১৯২.৫০	১৪.৮২%	০.০০
মোটঃ	**৫৫৮৪.২৯**	**৫৯০৬.০৩**	**১০০%**	**৮৭৮০.২৫**	**১০০%**	**৫৯৬৭.৫০**	**৪৭১৩.২৮**	**৯৮.৫০%**	**১২৫৪.২২**

৭.৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক প্রকল্পের নামে কোন ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়নি। তবে, চট্টগ্রাম ওয়াসার বিদ্যমান একটি একাউন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক লেনদেন শুরু হয়। পরবর্তীতে কম্পিউটারাইজ্ড পদ্ধতি চালু হলে জনতা ব্যাংক লিঃ-এর চট্টগ্রাম অঞ্চলে চট্টগ্রাম ওয়াসার অধীনে ০০১০১১৯৯৫ নম্বরের একটি একাউন্ট খুলে প্রকল্পের আর্থিক লেনদেন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অবমুক্তকৃত অর্থ হতে মোট ১২৫৪.২২ লক্ষ টাকা (২১.০২%) অব্যয়িত থাকে, যা যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের সকল আয়-ব্যয় নিরূপণ করে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করতঃ ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ করে দেয়ার কথা। এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ করা হয়নি।

৭.৬। <u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ</u> প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে চট্টগ্রাম ওয়াসার ৫ জন প্রকৌশলী এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	চাকুরীর ধরণ	দায়িত্বের ধরণ
১	২	৩	৪
১। জনাব নিয়াজুর রহমান খান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২২/০২/২০০১ হতে ১৮/০৯/২০০২ পর্যন্ত	খন্ডকালীন নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে
২। জনাব আবদুল করিম চৌধুরী খান নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৩৭৫০-১৯২৫০	১৮/০৯/২০০২ হতে ৩০/০৪/২০০৫ পর্যন্ত	খন্ডকালীন নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব	একটি প্রকল্পের দায়িত্বে
৩। জনাব জহুরুল হক নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৩৭৫০-১৯২৫০	৩০/০৪/২০০৫ হতে ০৪/০২/২০১০ পর্যন্ত	খন্ডকালীন নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে
৪। জনাব মতিউর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৮৫০০/- - ২৯৭০০/-	০৪/০২/২০১০ হতে ১৪/০৬/২০১০ পর্যন্ত	খন্ডকালীন নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে
৫। জনাব মাহবুবুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৫০০০/- - ২৬২০০/-	১৪/০৬/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত	খন্ডকালীন নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করেন। ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক এ প্রকল্প হতে বেতন-ভাতা গ্রহণ করেছেন। তবে ২০০৯ সাল হতে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প হতে বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি। প্রকল্পে পৃথক ১০ জন জনবলের

সংস্থান ছিল। তারা এ প্রকল্প হতে বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম ওয়াসার নিজস্ব জনবলকে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত করা হয়।

৬.৩। <u>প্রকল্পের কাজ সরেজমিন পরিদর্শনঃ</u> গত ২৪/১১/২০১০ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কতিপয় কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে চট্টগ্রাম ওয়াসার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীসহ প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক	নলকূপের অবস্থান এবং পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য/সুপারিশ
১।	**মোহরা পানি শোধনাগারে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং পাম্প রাইজিং পাইপ লাইন স্থাপন, ইনটেক পয়েন্ট গভীর নলকূপ কমিশনিং**	
	এ স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপন ও Joist Pillar নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ নলকূপ চালু হয়েছে। এ নলকূপ হতে দৈনিক গড়ে ৪.৫৩১ MLD পানি উৎপাদিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, নলকূপটি খোলা স্থানে অবস্থিত। এখানে পৃথক কোন পাম্প হাউজ স্থাপিত হয়নি এবং নতুন কোন PFI Plant স্থাপন করা হয়নি। এছাড়া ১৫০ মিলিমিটার ডায়াসম্পন্ন UPVC পাম্প রাইজিং পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মোহরা ইনটেক পয়েন্টে গভীর নলকূপ কমিশনিং কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	পরিদর্শনকালে এ স্থানে কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়নি।
২।	**কালুরঘাট ১১ নং গভীর নলকূপ**	
	চট্টগ্রাম শহরের কালুরঘাট এলাকায় অবস্থিত ১১ নং নলকূপের ক্ষেত্রে একটি নতুন গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে এ স্থানে পাইপ ও পাম্প স্থাপন কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। আগষ্ট মাসে এখানে পানির উৎপাদন শুরুর হয়েছে। পরিদর্শনে পাম্পটি সচল অবস্থায় পানি উত্তোলনরত অবস্থায় দেখা যায়।	এ স্থানে তেমন কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়নি।
৩।	**মোহরা পানি শোধনাগারে** Filter Media Change	
	মোহরা পানি শোধনাগার এর পানি শোধন Unit (Filter Unit) এর পুরাতন Filter Media (বিভিন্ন গ্রেডের বালি, নুড়ি ইত্যাদি) পরিবর্তন করা হয়েছে। এরূপ ৮ টি Filter Unit এ কাজ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। পরিদর্শনকালে ফিল্টারসমূহ চালু অবস্থায় দেখা গেছে।	এ স্থানে তেমন কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়নি।
৪।	**কালুরঘাট আয়রন রিমুভাল প্লান্ট**	
	চট্টগ্রামের কালুঘাটে অবস্থিত আয়রন রিমুভাল প্লান্টের বিদ্যমান পাম্পের মোটর নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এ স্থানে একটি একই ক্ষমতাসম্পন্ন (২৫০ কিলোওয়াট) আর একটি সিমেন্স মোটর স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে এ স্থানে নতুন স্থাপিত এ মোটরটি সচল ও চালু অবস্থায় দেখা যায়।	পরিদর্শনে এ স্থানে কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়নি।
৫।	**কালুরঘাট ১৭ নং গভীর নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং**	
	চট্টগ্রাম শহরের কালুরঘাট এলাকায় ১৭ নং নলকূপের ক্ষেত্রে একটি নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এখানে Joist Pillar নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে এ স্থানে হাউজিং পাইপ স্থাপন ও পুরাতন বিতরণ লাইনের সঙ্গে সংযোগ প্রদান এবং গভীর নলকূপ কমিশনিং দ্বারা পানি সরবরাহ কাজ ১০০% সম্পন্ন। পরিদর্শনকালে পাম্পটি সচল অবস্থায় পাওয়া গেছে।	পরিদর্শনে বিতরণ লাইনের সংযোগ পাইপে মরিচা ও আয়রনের প্রলেপ লক্ষ্য করা গেছে।
৬।	**চাঁদগাজী রোডে গভীর নলকূপ স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ (পাম্প হাউজ-৩৪), সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন ও পানির লাইন স্থাপন**	
	চট্টগ্রাম শহরের চাঁদগাজী রোডে একটি নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে এ স্থানে হাউজিং পাইপ স্থাপনপূর্বক প্রায় ২ কিঃমিঃ নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ করে লাইনটিকে শাহ আমানত সেতু সড়কে অবস্থিত পুরাতন বিতরণ লাইনের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ স্থানে গভীর নলকূপ হতে সংগৃহীত পানি প্রথমে কালুরঘাটস্থ আয়রন রিমুভাল প্লান্টে নিয়ে শোধন করে তারপর পৃথক বিতরণ লাইন দ্বারা গৃহস্থালীতে সরবরাহ করা হয়। পরিদর্শনকালে গভীর নলকূপটি এবং স্থাপিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি (ট্রান্সফরমার, পাম্প মোটর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি) সচল অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপন, পানি সরবরাহের জন্য ২০০ মিলিমিটার ডায়া সম্পন্ন পানি বিতরণ লাইন নির্মাণ, পাম্প হাউজ নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর	পরিদর্শনকালে এ স্থানে কতিপয় সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়, যা নিম্নরূপঃ (ক) নতুন স্থাপিত এ পাম্প হাউজে পানি উত্তোলনে পুরাতন মোটর স্থাপন করা হয়েছে।

	নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ ১০০% সম্পন্ন।	(খ) নতুন নির্মিত পাম্প হাউজে পাম্পের পাশে নির্মিত প্লাটফরম সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গেছে। (গ) এ স্থানে নব নির্মিত পাম্প হাউজের ছাদ ও দেয়াল পানিতে ভেজা অবস্থায় দেখা গেছে।
৭।	**শাহ্ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়কের পাশে ৪৫০ মিলিমিটার ডায়া সম্পন্ন পানির ডিআই পাইপ স্থাপন**	
	চট্টগ্রামের শাহ্ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়ক হতে শুরু করে বুস্টার ষ্টেশন পর্যন্ত দুরত্বে ৪৫০ মিলিমিটার ডায়াসম্পন্ন ডিআই পাইপ স্থাপন করা হয়। কাজটি ১০০% সমাপ্ত।	শাহ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়কের পাশে স্থাপিত পাইপ লাইনের ইন্সপেকশন পয়েন্ট (চাবির স্থান) ভীষণ নোংরা ও আবর্জনাময় অবস্থায় দেখা গেছে।
৮।	**শাহ্ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়ক হতে রাজাখালী ব্রীজ সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তার পাশে ৪৫০ মিলিমিটার ডায়া সম্পন্ন পানির ডিআই পাইপ স্থাপন**	
	চট্টগ্রামের শাহ্ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়ক হতে শুরু করে রাজাখালী ব্রীজ সংযোগ সড়ক পর্যন্ত দুরত্বে ৪৫০ মিলিমিটার ডায়াসম্পন্ন ডিআই পাইপ স্থাপন ১০০% সমাপ্ত এবং এজন্য ব্যয় হয়েছে ২২.৩৩ লক্ষ টাকা।	পরিদর্শনে এ স্থানে তেমন কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়নি।
৯।	**দেওয়ানহাট ফায়ার সার্ভিস ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং**	
	চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানহাট ফায়ার সার্ভিস কম্পাউন্ডে ১টি গভীর নলকূপ (হাউজিং পাইপ ও পাম্প) স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে গভীর নলকূপটি সচল অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি পুরাতন, নতুন করে নির্মাণ কাজ করতে হয়নি।	হাউজিং পাইপের উপরে কোন কভার নেই। এ ধরণের অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।
১০।	**কালুরঘাট ১৯ নং গভীর নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং**	
	চট্টগ্রাম শহরের কালুরঘাট ১৯ নং পাম্প কম্পাউন্ডে ১টি গভীর নলকূপ (হাউজিং পাইপ, পাম্প ও Joist Pillar) স্থাপন করা হয়েছে। গভীর নলকূপটি সচল রয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। পরিদর্শনকালে এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় পাম্পটি সচল অবস্থায় পাওয়া যায়নি। এ স্থানে পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি পুরাতন, নতুন করে নির্মাণ কাজ করতে হয়নি।	পরিদর্শনে এ স্থানে তেমন কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়নি।
১১।	**অনন্যা আবাসিক এলাকায় ১ নং গভীর নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং**	
	চট্টগ্রাম শহরের **অনন্যা আবাসিক এলাকায় ২**টি নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এ স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপন, পানি সরবরাহের জন্য বিতরণ লাইন নির্মাণ, পাম্প হাউজ নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ ১০০% সম্পন্ন। পরিদর্শনকালে এ স্থানে ১ নং গভীর নলকূপটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে হাউজিং পাইপ স্থাপনপূর্বক প্রায় ২ কিঃমিঃ নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ করে লাইনটিকে পার্শ্ববর্তী পুরাতন বিতরণ লাইনের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ স্থানে গভীর নলকূপ হতে সংগৃহীত পানি প্রথমে কালুরঘাটস্থ আয়রন রিমুভাল প্লান্টে নিয়ে শোধন	পানিতে প্রচুর আয়রণ লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া এ স্থানে নির্মিত পাম্পহাউসে দরজার স্থলে কলাপসিবল গেট স্থাপন করা

	করে তারপর পৃথক বিতরণ লাইন দ্বারা গৃহস্থালীতে সরবরাহ করা হয়। পরিদর্শনকালে গভীর নলকূপটি এবং স্থাপিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি (ট্রান্সফরমার, পাম্প মোটর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি) সচল অবস্থায় পাওয়া গেছে।	হয়েছে। নতুন নির্মিত হলেও পাম্প হাউসের মেঝে ফেটে গেছে।
১২।	**সৈয়দশাহ্ রোড, বাকলিয়ায় গভীর নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং**	
	চট্টগ্রাম শহরের বাকলিয়া এলাকায় সৈয়দ শাহ্ রোড এর পাশে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে গভীর নলকূপটি এবং স্থাপিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি (ট্রান্সফরমার, পাম্প মোটর) সচল অবস্থায় পাওয়া গেছে। নলকূপটি পরিদর্শনকালে দেখা গেছে এ স্থানে নলকূপ হতে পুরাতন বিতরণ লাইন পার্শ্ববর্তী মূল বিতরণ লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত। এ স্থানে কেবল গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।	নতুনভাবে পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়নি। কিন্তু পাম্প হাউজ অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ।
১৩।	**আগ্রাবাদ পুলিশ লাইনে গভীর নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং**	
	চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ এলাকায় পুলিশ লাইন ক্যাম্পাসে ১টি গভীর নলকূপ (হাউজিং পাইপ ও পাম্প) স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে গভীর নলকূপটি এবং স্থাপিত পাম্প মোটর সচল অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। তবে পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি পুরাতন, নতুন করে নির্মাণ কাজ করতে হয়নি।	পরিদর্শনে এ স্থানে তেমন কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়নি।
১৪।	**আগ্রাবাদ ৩ নং পাম্প কম্পাউন্ডে গভীর নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং**	
	চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ ৩ নং পাম্প কম্পাউন্ডে এলাকায় পুলিশ লাইন ক্যাম্পাসে ১টি গভীর নলকূপ (হাউজিং পাইপ ও পাম্প) স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে গভীর নলকূপটি সচল অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ সময় দেখা গেছে এ স্থানে নলকূপ হতে পানি উত্তোলনপূর্বক পুরাতন বিতরণ লাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি পুরাতন, নতুন করে নির্মাণ কাজ করতে হয়নি।	পরিদর্শনে এ স্থানে তেমন কোন সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়নি।

০৮। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রাম মহানগরীতে দৈনিক অতিরিক্ত ৯০ মিলিয়ন লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করা।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম মহানগরীতে দৈনিক অতিরিক্ত ৯০ মিলিয়ন লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

০৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। <u>সমস্যাঃ</u>

১০.১। <u>সময় অতিক্রান্তি:</u> প্রকল্পটি জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০২ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩ বছর সময়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু বাস্তবায়নে প্রকৃতপক্ষে ১১ বছর সময় প্রয়োজন হয়েছে। এতে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ৮ বছর, যা মূল বাস্তবায়নকালের ২৬৭% বেশী।

১০.২। <u>পরিদর্শনে প্রাপ্ত সমস্যাঃ</u> প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে বেশ কিছু সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	নলকূপের অবস্থান	মন্তব্য/সুপারিশ
১।	চাঁদগাজী রোডে গভীর নলকূপ স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ (পাম্প হাউজ নং-৩৪), সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন ও পানির লাইন স্থাপন	পরিদর্শনকালে এ স্থানে কতিপয় সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়, যা নিম্নরূপঃ (ক) নতুন স্থাপিত এ পাম্প হাউজে পানি উত্তোলনে নতুন মোটর স্থাপনের সংস্থান থাকলেও দুই বার পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, এ স্থানে পুরাতন মোটর স্থাপন করা হয়েছে।

		(খ) নতুন নির্মিত পাম্প হাউজে পাম্পের পাশে নির্মিত প্লাটফরম সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গেছে, নব-নির্মিত পাম্প হাউজের ছাদ ও দেয়াল পানিতে ভেজা অবস্থায় দেখা গেছে।
২।	শাহ্ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়কের পাশে ৪৫০ মিলিমিটার ডায়া সম্পন্ন পানির ডিআই পাইপ স্থাপন	শাহ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়কের পাশে স্থাপিত পাইপ লাইনের ইন্সপেকশন পয়েন্ট (চাবির স্থান) ভীষণ নোংরা ও আবর্জনাময় অবস্থায় দেখা গেছে।
৩।	দেওয়ানহাট ফায়ার সার্ভিস ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ স্থাপন	হাউজিং পাইপের উপরে কোন কভার নেই। এ ধরণের অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।
৪।	অনন্যা আবাসিক এলাকায় ১ নং গভীর নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং	পানিতে প্রচুর আয়রণ লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া এ স্থানে নির্মিত পাম্পহাউসে দরজার স্থলে কলাপসিবল গেট স্থাপন করা হয়েছে। নতুন নির্মিত হলেও পাম্প হাউসের মেঝে ফেটে গেছে।
৫।	সৈয়দশাহ্ রোড, বাকলিয়ায় গভীর নলকূপ স্থাপন	নতুনভাবে পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়নি। কিন্তু পাম্প হাউজ অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ।

১০.৩। <u>প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্তঃ</u> প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদত্ত বরাদ্দ ও অবমুক্তির তথ্যের সঙ্গে সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমনঃ পিসিআরএ প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি যথাক্রমে ৭৫৮৭.০০ ও ৫৫১৭.৫০ লক্ষ টাকা হিসেবে প্রদর্শিত হলেও পরিদর্শনকালে যথাক্রমে ৮৭৮০.২৫ ও ৫৯৬৭.৫০ লক্ষ টাকা বলে প্রকল্প পরিচালক তথ্য প্রদানপূর্বক জানান। তিনি আরও জানান যে, প্রকল্পের পিসিআরএ কোন ভুলত্রম্নটি পাওয়া গেলে তা সংশোধন করা হবে।

১০.৪। <u>বিশেষ সমস্যাঃ</u> প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে দেখা যায় ৯০% পরিদর্শিত গভীর নলকূপে পানির মিটার ও প্রেশার মিটার নষ্ট। সেগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ নষ্ট এবং প্রতিস্থাপন করা হয়না। যেমন-কালুরঘাট ১১ নং পানির পাম্পটি সচল থাকলেও দীর্ঘদিন যাবৎ (০১/০৯/২০০৯ হতে পরিদর্শনকাল পর্যন্ত) পানির মিটার ও প্রেশার মিটার দু'টি অকোজো, ফলে কোন রিডিং লগবইতে লেখা হয়নি এবং তা প্রতিস্থাপন করা হয়নি। একই অবস্থা ১৭ নং পাম্পের ক্ষেত্রেও। পাম্পসমূহ পরিচালনা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকিতে যথেষ্ট অবহেলা লক্ষ্য করা গেছে।

১০.৫। <u>প্রকল্পের নিরীক্ষাঃ</u> প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বাস্তবায়নকালে এ পর্যন্ত কোন অর্থবছরের অর্থ ব্যয়ের উপর নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। এ কারণে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। মূল্যায়নকালে বা প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি অনুসরণের বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ জানা যায়নি।

১১। <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১। তিন বছরে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ৮ বছর (২৬৬.৬৭%), যা কাঙ্খিত নয়। ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কাজ বিবেচনায় সুপরিকল্পিত ও যৌক্তিকভাবে মেয়াদ নির্ধারণের পরামর্শ প্রদান করা হলো।

১১.২। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে পরিলক্ষিত সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করতে হবে। এ বিষয়ে নলকূপ-ভিত্তিক সুপারিশ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	নলকূপের অবস্থান	মন্তব্য/সুপারিশ
১	চাঁদগাজী রোডে গভীর নলকূপ স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ (পাম্প হাউজ নং-৩৪), সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন ও পানির লাইন স্থাপন	এ স্থানে নতুন স্থাপিত পাম্প হাউজে পাম্পের পাশে নির্মিত প্লাটফরম সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যাওয়া এবং নির্মিত পাম্প হাউজের ছাদ ও দেয়াল পানিতে ভিজে যাবার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২	শাহ্ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়কের পাশে ৪৫০ মিলিমিটার ডায়া সম্পন্ন পানির ডিআই পাইপ স্থাপন	পাইপ লাইনের ইন্সপেকশন পয়েন্ট (চাবির স্থান) এর নোংরা-আবর্জনা পরিষ্কার করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।
৩	দেওয়ানহাট ফায়ার সার্ভিস ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ স্থাপন	এ স্থানে হাউজিং পাইপের উপরে কভার স্থাপন করতে হবে।
৪	অনন্যা আবাসিক এলাকায় ১ নং গভীর নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং	এ স্থানে নির্মিত পাম্পহাউসে কলাপসিবল গেট থাকলেও একটি কাঠের দরজা স্থাপন করা প্রয়োজন। পাম্পহাউসের মেঝে ফেটে যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।
৫	সৈয়দশাহ্ রোড, বাকলিয়ায় গভীর নলকূপ স্থাপন	পুরাতন ও জরাজীর্ণ পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি মেরামত এবং হাউজিং পাইপের ও পাম্প-হাউজের নোংরা অপসারণপূর্বক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১১.৩। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদত্ত বরাদ্দ ও অবমুক্তির তথ্যের সঙ্গে পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের যে গরমিল পরিলক্ষিত হয় তা সহ অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সংশোধন করে পুনরায় পিসিআর প্রেরণ করতে হবে।

১১.৪। চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির পাম্পসমূহের অকোজো মিটারসমূহ অবিলম্বে প্রতিস্থাপন করতে হবে। পাম্পসমূহ পরিচালনা ও তদারকিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তৎপরতা বৃদ্ধিপূর্বক অবহেলা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির পাম্পসমূহের পানির মিটার, প্রেশার মিটার, পিএফআই প্লান্ট ইত্যাদি পরিদর্শনপূর্বক অকেজো মিটার ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রতিস্থাপনপূর্বক একটি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করা যেতে পারে।

১১.৫ । প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর এ পর্যন্ত কোন নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত না হওয়ায় অবিলম্বে তা পরিচালনা করা আবশ্যক এবং নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণের আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

Supporting the Establishment of the Khulna Water Supply and Sewerage Authority প্রকল্প
(সমাপ্তঃ ৩১ জুলাই, ২০০৯)

১। প্রকল্পের অবস্থান : খুলনা শহর।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (খুলনা ওয়াসা)
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় : **(লক্ষ টাকায়)**

প্রাক্কলিত ব্যয়		সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৯.৫০	-	১৯৯.৫০	১৫ মার্চ, ২০০৯ হতে ৩১ জুলাই, ২০০৯ পর্যন্ত	-	১৫ মার্চ, ২০০৯ হতে ৩১ জুলাই, ২০০৯ পর্যন্ত	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি	সময় অতিক্রান্ত হয়নি

৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u> প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (খুলনা ওয়াসা) কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি ১৫ মার্চ, ২০০৯ হতে ৩১ জুলাই, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন শেষে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৫/১১/২০১০ তারিখে এ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) এর একটি কপি যুগপৎ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আইএমইডিতে (অবগতির জন্য) প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বিভাগের এর মহা-পরিচালক/কর্তৃত্বপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত PCR গত ৩১-০১-২০১১ তারিখে আইএমইডিতে পাওয়া যায়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রাপ্ত PCR অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) নীচের সারণীতে প্রদর্শন করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (সমাপ্তি পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬
	(ক) রাজস্ব অঙ্গসমূহ				
১।	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	৪৯.৭০	৩ জনমাস	৪৯.৭০	৩ জনমাস (১০০%)
২।	স্থানীয় পরামর্শক	৫৭.৪০	৮ জনমাস	৫৭.৪০	৮ জনমাস (২৬৬.৬৭%)
৩।	বিদেশ ভ্রমণ	১৬.৮০	৪ ট্রিপ	১৬.৮০	৪ ট্রিপ (১০০%)
৪।	স্থানীয় ভ্রমণ	২.৮০	৪ মাস	২.৮০	৪ মাস (১০০%)
৫।	কাউন্টার পার্ট ষ্টাফের সম্মানী	২১.০০	থোক	২১.০০	থোক
	উপমোটঃ রাজস্ব	**১৪৭.৭০**		**১৪৭.৭০**	
	(ক) মূলধন অঙ্গসমূহ				
৬।	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইত্যাদি ক্রয়	৬.৩০	থোক	৬.৩০	থোক
৭।	রিপোর্ট, কমিউনিকেশন , দপ্তর পরিচালনা	৪.২০	থোক	৪.২০	থোক
৮।	জরীপ	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক
৯।	কন্টিনজেন্সী	১৩.৩০	থোক	১৩.৩০	থোক
১০।	অফিস একোমোডেশন ও সার্ভিসেস	১৪.০০	থোক	১৪.০০	থোক
১১।	অন্যান্য	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক
	উপমোটঃ মূলধন	**৫১.৮০**		**৫১.৮০**	
		১৯৯.৫০	**১০০%**	**১৯৯.৫০**	**১০০%**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** খুলনা রূপসা ও ভৈরব নদীর তীরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তৃতীয় বৃহত্তম শহর। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর নগরী মংলা এ বন্দর নগরী হতে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ নগরীর চারপাশে প্রচুর শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও আর্থিক দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে আশে পাশের জেলা হতে এ নগরীতে লোক বসতি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ অবকাঠামো গড়ে উঠেনি। ফলে পানীয় জলের অভাব ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হচ্ছে। খুলনা নগরীতে লোক সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ এবং বর্তমানে দৈনিক পানির চাহিদা হচ্ছে প্রায় ২৪০ এমএলডি। অথচ পানি উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে দৈনিক ১২৫ এমএলডি। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের বিস্তার এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চরম উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার গত ০২ মার্চ, ২০০৮ তারিখে একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ''খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (খুলনা ওয়াসা)'' প্রতিষ্ঠা করে। খুলনা ওয়াসা সৃষ্টির পূর্বে খুলনা নগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত ছিল। খুলনা ওয়াসা-তে যথাযথ কর্পোরেট গভর্নেন্স, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক পানি ব্যবহার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে গত ২৯ জানুয়ারী, ২০০৯ তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ২.২৫ লক্ষ মার্কিন ডলারের একটি কারিগরী সহায়তা প্রস্তাব প্রেরণ করে। তৎপ্রেক্ষিতে ইআরডি উক্ত কারিগরী সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি টিপিপি প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে ০৮/০৩/২০০৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে খুলনা ওয়াসা এডিবি'র ২.২৫ লক্ষ ডলার এবং জিওবি'র ৬০.০০ হাজার মার্কিন ডলার সমন্বয়ে সর্বমোট ২.৮৫ লক্ষ ডলার প্রাক্কলিত ব্যয় এবং ১৫ মার্চ, ২০০৯ হতে ৩১ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে একটি টিপিপি প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো নবগঠিত খুলনা ওয়াসা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ফলপ্রসু কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রবর্তন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো (১) খুলনা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত তথ্য উদঘাটন, (২) প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ, (৩) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন, (৪) খুলনা ওয়াসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং (৫) খুলনা ওয়াসার প্রাতিষ্ঠনিক উন্নয়ন।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ** স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় খুলনা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত বিষয়োক্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় স্থানীয় সরকার, পলল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ৩০/০৭/২০০৯ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে অনুমোদন আদেশ জারী করা হয়। প্রকল্পটি সংশোধন বা মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়নি।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অনুদানকৃত ৪২.০০ লক্ষ টাকা এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রদত্ত ১৫৭.৫০ লক্ষ টাকা সমন্বয়ে মোট ১৯৯.৫০ লক্ষ টাকা বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পে খুলনা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল হতে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ের পুরোটাই এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে সংস্থান এবং প্রকল্প সাহায্য সরাসরি এডিবি'র মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে। এ প্রকল্পে এডিবি হতে ০.২২৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমাণ ১৫.৫২ মিলিয়ন অর্থ সাহায্য (গ্রান্ট) পাওয়া যায় বলে উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে গত ২২/০২/২০০৮ তারিখে এডিবি'র সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ ০.২২৫ মিলিয়ন ইউএস ডলারই ব্যয় হয় বলে সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একই প্রতিবেদনে এ পরিমাণ অর্থ অব্যয়িত হিসেবেও প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ধরণের ভ্রামিত্মপূর্ণ তথ্য প্রদান করা সমীচীন হয়নি।

৭.৫। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত জিওবি অর্থ হতে কোন অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছিল কিনা প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন বা প্রকল্প পরিচালক এর নিকট হতে তা জানা যায়নি। প্রকল্পের ডিপিপিতে অর্থবছর ভিত্তিক সংস্থান সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ব্যয় এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির বিবরণ নিমণরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন ও লক্ষ্যমাত্রা				আরএডিপিতে বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	মোট ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
১	২			৩	৪			৫	৬			৭
২০০৮-০৯	১৮৪.৬৪	৩১.৫০	১৫৩.১৪	৯২.৫৫%	-	-	-	-	-	-	-	২০৫%
২০০৯-১০	১৪.৮৬	১০.৫০	৪.৩৬	৭৪৫%	২০০.০০	৪২.০০	১৫৮.০০	৪২.০০	১৯৯.৫০	৪২.০০	১৫৭.৫০	৯৭৯৫%
মোটঃ	১৯৯.৫০	৪২.০০	১৫৭.৫০	১০০%	২০০.০০	৪২.০০	১৫৮.০০	-	১৯৯.৫০	৪২.০০	১৫৭.৫০	১০০%

৭.৬। <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u> প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ১ জন কর্মকর্তাই প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নব প্রতিষ্ঠিত খুলনা ওয়াসার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল) এবং একজন প্রকৌশলী। তিনি প্রকল্প এলাকা তথা খুলনায় অবস্থান করেন এ সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্বের ধরন	দায়িত্ব পালন সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬
১।	প্রকৌশলী এস, এম, জগলুল হায়দার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল), খুলনা ওয়াসা	খন্ডকালীন ও একাধিক প্রকল্পের দায়িত্ব	১৯/০৪/২০০৯ হতে ৩১/০৭/২০০৯ পর্যন্ত	সমাপ্তি পর্যন্ত কর্মরত

৭.৭। <u>প্রকল্প পরিদর্শন ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণঃ</u> প্রকল্পটি গত ১৪/০১/২০১১ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শিত করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩ জনমাস করে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পরামর্শক সেবার সংস্থানের বিপরীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সমুদয় সেবা প্রদান করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন রকমের যোগাযোগ রক্ষা ও প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি ক্রয় (গত ২৮-০৩-২০০৯ তারিখে ক্রয়কৃত)ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ ও প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা, খুলনা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থা উদঘাটনকল্পে জরীপ পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন, খুলনা ওয়াসার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন ও উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন, জনবল বা মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ, খুলনা ওয়াসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং খুলনা ওয়াসা প্রাতিষ্ঠনিকভাবে প্রবর্তনের জন্য গৃহীত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জরীপ হতে প্রাপ্ত তথ্য, নিরূপিত চাহিদা অনুযায়ী জনবল কাঠামো অনুসারে জনবল নিয়োগ ও তাদের পেশাভিত্তিক/প্রফেশনাল উন্নয়ন সাধনের জন্য মানব উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ পাওয়া যায়নি।

৭.৭.১। এ প্রকল্পে ১৫৭.৫০ লক্ষ টাকা RPA(Reimbursiable Project Aid) হিসেবে ব্যয়ের সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে RPA হিসেবে ১৫৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় ব্যয় করা হয়েছে এবং এ সমুদয় ব্যয় পুনর্ভরণ করা হয়েছে বলে PCR এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের এ পুনর্ভরণযোগ্য অর্থে কি কি কাজ করা হয়েছে এবং কোন খাতে কত ব্যয় হয়েছে তা জিজ্ঞাসার জবাবে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পে কোন আরপিএ অর্থ ব্যয় হয়নি, সমুদয় ব্যয় ডিপিএ। প্রকল্প প্রণয়নকালে ভুলবশতঃ তা RPA হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। প্রকল্প সংশোধন না করায় এ ভুলটি সংশোধন করা সম্ভব হয়নি।

৭.৭.২। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় এডিবি কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শক কর্তৃক সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ সংক্রান্ত কোন তথ্য/ডকুমেন্ট তার নিকট নেই। প্রকল্পের পরামর্শকগণ কর্তৃক সরাসরি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে জরীপ পরিচালনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে এক্ষেত্রে তাঁর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। এজন্য প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও সঠিকভাবে সঠিক সময়ে প্রণয়ন ও প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি।

৭.৭.৩। **পিসিআর-এ তথ্য প্রদান না করা বা বিভ্রান্তিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশনঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে (পিসিআর-এ) দায়সারাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পিসিআর-এর নির্ধারিত ছক যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি, ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এবং অনেক অংশ পুরণ না করেই সংস্থা ও মন্ত্রণালয় হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে প্রকল্পটি মূল্যায়নে সমস্যা হয়েছে। এ ধরণের অসমাপ্ত, অপুরণকৃত এবং ভুল তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ কিভাবে আইএমইডিতে প্রেরণ করে তা বোধগম্য হয়নি। পিসিআর-এ প্রদর্শিত বিভ্রামিত্মপূর্ণ তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-১, অনুচ্ছেদ ৭ (এ) তে প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ হিসেবে পিসিপি এবং টিএপিপি দু'টিই উল্লেখ করা হয়েছে, যা কখনই হতে পারে না। পিসিপি এবং টিএপিপি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের প্রকল্পের দলিল। তাছাড়া ২০০৫ সালের পর হতে পিসিপি ছক চালু নেই এবং টিএপিপি ছক এর স্থলে টিপিপি ছক প্রবর্তন করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-২, অনুচ্ছেদ ৯.২ এ প্রদর্শিত সারণীতে এডিবির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক গৃহীত ০.২২৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার একইসঙ্গে প্রকৃত ব্যয় এবং অব্যয়িত হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে, যা সর্বাংশে ভুল।

(গ) প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-৩, অনুচ্ছেদ ৪ এ প্রদর্শিত সারণীতে প্রকল্পের সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়নি, কেবলমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, কম্পিউটারাইজড বিলিং এবং একাউন্টিং সিস্টেম এর উপরে ০৭ জন ষ্টাফকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, কিন্তু কত জনমাস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনের বিভিন্ন স্থানে যেমনঃ উদ্দেশ্য অর্জন বা বিস্তারিত আলোচনা প্রভৃতি অনুচ্ছেদেও এটুকু বিবৃত করা হয়েছে।

(ঘ) প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-৫, পার্ট-সি, অনুচ্ছেদ ১ (এ) ও (বি)-তে প্রকল্পের প্রাক্কলন ও বাস্তব কাজের সংস্থান, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, টাকা অবমুক্তি এবং ব্যয় সংক্রান্ত বছর ভিত্তিক কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। এতে প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ যাচাই, পরীক্ষা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

(ঙ) প্রকল্পের প্রাক্কলন ও বাস্তব কাজের সংস্থান, এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ, টাকা অবমুক্তি এবং ব্যয় সংক্রান্ত বছর ভিত্তিক তথ্য প্রদান করা হয়নি। এতে প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ যাচাই, পরীক্ষা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

৭.৭.৪। **প্রকল্পের নিরীক্ষা সংক্রামন্তঃ** প্রকল্পের বাস্তবায়নকলে অর্থ ব্যয়ের উপর স্থানীয় ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ফাপাদ) কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। প্রকল্পের PCR এও তা উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্যায়নকালে বা PCR এ নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়ায় বাস্তবায়নকালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ সম্পর্কীত বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ জানা যায়নি।

০৮। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো নবগঠিত খুলনা ওয়াসা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ফলপ্রসু কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রবর্তন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো -	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জরীপ পরিচালনা মাধ্যমে খুলনা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কাজের সংখ্যা তাত্ত্বিক তথ্য পাওয়া যায়নি। এ কারণে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যসমূহ কিভাবে কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং এর দ্বারা কি সুফল পাওয়া যাচ্ছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
(১) খুলনা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন,	
(২) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন ও উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন,	
(৩) প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ,	
(৪) খুলনা ওয়াসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং	
(৫) খুলনা ওয়াসার প্রাতিষ্ঠনিক উন্নয়ন।	

০৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। <u>সমস্যাঃ</u>

১০.১। পিসিআর-এ তথ্য প্রদান না করা বা বিভ্রান্তিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশনঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ PCR-এ দায়সারাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। PCR -এর ছক যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি, ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এবং অনেক অংশ পুরণ না করেই সংস্থা ও মন্ত্রণালয় হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ধরণের অসমাপ্ত, অপুরণকৃত এবং ভুল তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ কিভাবে আইএমইডিতে প্রেরণ করেছে তা বোধগম্য হয়নি।

১০.২। প্রকল্পের নিরীক্ষা সংক্রান্তঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের উপর স্থানীয় ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের নিরীক্ষা অধিদপ্তর **(ফাপাদ)** কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। প্রকল্প মূল্যায়নকালে বা এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যন্ত তা সম্পন্ন হয়নি। চঈজ এ নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়ায় বাস্তবায়নকালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ সম্পর্কীত বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ জানা যায়নি।

১১। <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ যাতে যথাসময়ে সঠিকভাবে পাওয়া যায় এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যাতে প্রকল্প সাহায্য ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রদান করেন প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষরকালে তা নিশ্চিত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১১.২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর এ পর্যন্ত কোন নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত না হওয়ায় অবিলম্বে তা পরিচালনা করা আবশ্যক এবং নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণের আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

Strengthening the Resilience of the Water Sector in Khulna to Climate Change
(সমাপ্তঃ ৩০ জুন, ২০১০)

০১। প্রকল্পের অবস্থান : খুলনা মহানগরী
০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (খুলনা ওয়াসা)
০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট- ৫০৪.০০ টাকা- ৮৪.০০ প্রঃসাঃ-৪২০.০০	-	৫০৪.০০ ৮৪.০০ ৪২০.০০	এপ্রিল, ২০০৯ হতে জানুয়ারি, ২০১০ পর্যন্ত	-	এপ্রিল, ২০০৯ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত	কোন ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি।	৫ মাস (৫৫.৫৬%)

০৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u> স্থানীয় সরকার বিভাগ এর অধীনে খুলনা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৫/১০/২০১০ তারিখে খুলনা ওয়াসা হতে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (Project Completion Report, PCR) এর কপি যুগপৎ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আইএমইডিতে (অবগতির জন্য) প্রেরণ করা হয়। তবে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে গত ৩১/০১/২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত PCR আইএমইডিতে পাওয়া যায়। সংস্থা হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব কাজ ও আর্থিক সংস্থান এবং সমাপ্তি পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদর্শিত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (সমাপ্তি পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬
	(ক) রাজস্ব অঙ্গসমূহ				
১।	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	১২৮.৮০	৭ জনমাস	১২৮.৮০	৭ জনমাস
২।	স্থানীয় পরামর্শক	৯২.৪০	৩১.৫ জনমাস	৯২.৪০	৩১.৫ জনমাস
৩।	বৈদেশিক ও স্থানীয় ভ্রমণ	৪৫.৫০	থোক	৪৫.৫০	থোক
৪।	কাউন্টার পার্ট জনবলের সম্মানী ও দৈনিক ভাতা (ইন কাইন্ড)	২৮.০০	থোক	২৮.০০	থোক
	উপমোটঃ রাজস্ব	**২৯৪.৭০**		**২৯৪.৭০**	
	(ক) মূলধন অঙ্গসমূহ				
৬।	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইত্যাদি ক্রয়	১০.৫০	থোক	১০.৫০	থোক
৭।	রিপোর্ট ও যোগাযোগ	১৪.০০	থোক	১৪.০০	থোক
৮।	জরীপ	৪৯.০০	থোক	৪৯.০০	থোক
৯।	কন্টিনজেন্সী	৪১.৩০	থোক	৪১.৩০	থোক
১০।	অফিস সংস্থান ও ট্রান্সপোর্ট	৩৫.০০	থোক	৩৫.০০	থোক
১১।	বিবিধ ব্যয়	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক
১২।	প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্স	৩১.৫০	থোক	৩১.৫০	থোক
১৩।	অন্যান্য	২১.০০	থোক	২১.০০	থোক
	উপমোটঃ মূলধন	**২০৯.৩০**		**২০৯.৩০**	
	মোটঃ	**৫০৪.০০**	**১০০%**	**৫০৪.০০**	**১০০%**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। পটভূমিঃ খুলনা রূপসা ও ভৈরব নদীর তীরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তৃতীয় বৃহত্তম শহর। লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। বর্তমানে খুলন শহরে ভূ-গর্ভস্থ উৎসের মাধ্যমে প্রধানতঃ গভীর ও অগভীর নলকূপ দ্বারা পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এদিকে ১৯৭৫ সাল থেকে খুলনায় পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তখন হতেই গড়াই নদীর উজানে অবস্থিত গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পেতে শুরু করে, যা খুলনার আশেপাশের নদীগুলোর জন্য মিঠা পানির প্রধান উৎস ছিল। গত ৩২ বছরের মধ্যে খুলনার সন্নিকটে পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ সর্বোচ্চ রেকর্ড করা হয় ২০০৭ সালে। পাশাপাশি সমুদ্রে পানির উচ্চতা ওপরে উঠে যায় এবং শুস্ক আবহাওয়া প্রলম্বিত হয়। আশংকা করা হচ্ছে যে, খুলনায় লবনাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এমতাবস্থায় পানি সরবরাহ খাতে-যেমন ওয়াটার ইনটেক এবং পানি শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভবিষ্যতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে তাদের ডিজাইনে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করে ভূ-গর্ভে পানির গভীর স্তরে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের সম্ভবনাসহ ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের এ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা এবং খুলনা শহরে বর্তমানে জলাবদ্ধতা সমস্যা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সতর্কভাবে একটি এ্যাসেসমেন্ট ষ্টাডি সম্পন্ন করতঃ যথাযথ রেসপন্স মেকানিজম ডেভেলপ করার স্বার্থে একটি প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োনীয়তা সৃষ্টি হয়। এ পটভূমিতে এবং সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খুলনা শহরে নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা ঋণাত্মক প্রভাবসমূহ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে গত ২০ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে এশীয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ৬.০০ লক্ষ মার্কিন ডলারের একটি কারিগরী সহায়তা প্রস্তাব প্রেরণ করে। তৎপ্রেক্ষিতে ইআরডি উক্ত কারিগরী সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি টিপিপি প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য এ বিভাগকে ০২/০৬/২০০৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে খুলনা ওয়াসা এডিবি'র ৬.০০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং জিওবি'র ১.২০ লক্ষ মার্কিন ডলার সমন্বয়ে সর্বমোট ৭.২০ লক্ষ ডলার প্রাক্কলিত ব্যয় এবং এপ্রিল ২০০৯ হতে জানুয়ারি ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য এ টিপিপি প্রণয়ন করে। উক্ত টিপিপি পর্যালোচনার পুনর্গঠিত টিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খুলনা শহরে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা গতিশীল ও ঋণাত্মক প্রভাবমুক্ত রাখাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় খুলনা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত বিষয়োক্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৩/০৮/২০০৯ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ অনুমোদন আদেশ জারী করা হয়। কিন্তু যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় পরবর্তীতে গত ২৩/০৫/২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এ বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি সংশোধিত হয়নি।

৭.৪। প্রকল্পের অর্থায়নঃ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর অনুদানকৃত অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পে খুলনা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল হতে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে সংস্থানের মাধ্যমে জিওবি অর্থ এবং এডিবি কর্তৃক সরাসরি প্রকল্প সাহায্য সংস্থান ও ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৫০৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৮৪.০০ লক্ষ টাকা জিওবি এবং ৪২০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য। জিওবি অর্থের মধ্যে ক্যাশ হিসেবে ৩৫.০০ লক্ষ ও কাইন্ড হিসেবে ৪৯.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান করা হয়। প্রকল্প সাহায্য অনুদান হিসেবে ০.৬০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমাণ ৪২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির জন্য ১০/১২/২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

৭.৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ১ জন কর্মকর্তাই প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নব প্রতিষ্ঠিত খুলনা ওয়াসার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল) এবং একজন প্রকৌশলী। তিনি প্রকল্প এলাকা তথা খুলনায় অবস্থান করেন এ সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্বের ধরন	দায়িত্ব পালন সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬
১।	প্রকৌশলী এস, এম, জগলুল হায়দার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল), খুলনা ওয়াসা	খন্ডকালীন একাধিক প্রকল্পের দায়িত্ব	০১/০৪/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১০ পর্যন্ত	সমাপ্তি পর্যন্ত কর্মরত

৭.৬। <u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u> প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সংশোধিত এডিপিতে মোট ৫০৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত সমুদয় জিওবি অর্থ (বরাদ্দের ১০০%) অবমুক্ত এবং প্রকল্প সাহায্য সরাসরি ব্যয় করা হয় (১০০%)। প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি'র সংস্থান এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ব্যয় এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নিচের সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	টিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	মোট ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২০০৮-০৯	১৫১.২০	২৫.২০	১২৬.০০	৩০%	--	--	--	--	--	--	--	১৭%
২০০৯-১০	৩৫২.৮০	৫৮.৮০	২৯৪.০০	৭০%	৪৫৫.০০	৩৫.০০	৪২০.০০	৩৫.০০	৪৫৫.০০	৩৫.০০	৪২০.০০	৮৩%
মোটঃ	**৫০৪.০০**	**৮৪.০০**	**৪২০.০০**	**১০০%**	**৪৫৫.০০**	**৩৫.০০**	**৪২০.০০**	**৩৫.০০**	**৪৫৫.০০**	**৩৫.০০**	**৪২০.০০**	**১০০%**

৭.৬.১। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটি ২০০৯-১০ অর্থবছরের এডিপি ও আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর অনুকূলে আরএডিপিতে ৪৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে ব্যয় হয় বলে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। টিপিপি নির্ধারিত অবশিষ্ট ৪৯.০০ লক্ষ টাকা ইন-কাইন্ড হিসেবে প্রদত্ত। এ হিসেবে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব উভয় অগ্রগতিই ১০০%।

৭.৭। <u>প্রকল্প পরিদর্শন ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণঃ</u> প্রকল্পটি গত ১৫/০১/২০১১ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

৭.৭.১। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৭ জনমাস করে আন্তর্জাতিক ও ৩১.৫ জনমাস স্থানীয় পরামর্শক সেবার সংস্থানের বিপরীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সমুদয় সেবা গৃহীত হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক পরামর্শকগণের স্থানীয় ও বৈদেশিক ভ্রমণ/যাতায়াতের জন্য টিপিপি নির্ধারিত ৪৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্পের পরামর্শক এডিবি কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ করা হয়। এজন্য এ সংক্রান্ত বিশেষ কোন তথ্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট রক্ষিত নেই।

৭.৭.২। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে খুলনা শহরে সুপেয় পানির বিদ্যমান অবস্থা যাচাই এবং চাহিদা এ্যাসেসমেন্টের জন্য কয়েকটি জরীপ/সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-

(ক) Assessment of Climate Change Scenarios in Khulna.
(খ) Assessment of Impact on the Water Sector caused by Climate Change.
(গ) Identification of Structural and Non-structural Options.
(ঘ) Strengthening Capacity and Awareness of key Stakeholders on Climate Change.

এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খুলনা শহরে কি কি প্রভাব পড়তে পারে, শহরের ভূ-গর্ভে/গর্ভস্থ পানির স্তরে কি কি পরিবর্তন সাধিত হতে পারে তা নিরূপণ করা হয়েছে এবং এর জন্য সম্ভাব্য অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত করণীয় কি তা নিরূপিত হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে মূল ফলভোগকারীদের জন্য সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য করণীয় অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭.৭.৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন রকমের যোগাযোগ রক্ষা ও প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য এডিবি বা এডিবি কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শক কর্তৃক ১০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। একইভাবে কন্টিনজেন্সী ও অন্যান্য বা বিবিধ ব্যয় এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্স এডিবি কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শক কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। এ বাবদ সমস্ত ব্যয় এডিবি প্রদত্ত অনুদান সহায়তা হতে পরামর্শক কর্তৃক নির্বাহ করা হয়। প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্স এডিবি কর্তৃক আয়োজন ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান এসব ব্যয় এডিবি কর্তৃক করা হয় এবং এসব কার্যক্রম ও ব্যয় সংক্রান্ত কোন তথ্য তাঁর নিকট নেই। এজন্য পরিদর্শনকালে তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

৭.৭.৪। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ক্যাশ হিসেবে সরকার প্রদত্ত/অনুদানকৃত ৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অফিস সংস্থান সহ বেশ কিছু ব্যয় নির্বাহ এবং কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক	কাজের অঙ্গ	টিপিপি অনুযায়ী পরিমাণ/সংখ্যা	প্রকৃত ক্রয়কৃত পরিমাণ/সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	অফিসের জন্য বাসা ভাড়া	থোক	থোক	তারিখ জানা যায়নি	৩.০০	৩.০০	
২।	যানবাহন ব্যয় (ড্রাইভার ও জ্বালানীসহ)	থোক	থোক	তারিখ জানা যায়নি	৭.০০	৭.০০	
৩।	অফিস আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	তারিখ জানা যায়নি	৭.০০	৬.৭২	
৪।	এক্সেসরিজসহ এসি	৪টি	৯টি	৩১/০৩/২০১০	১০.০০	৫.৯৪	
৫।	কম্পিউটার	২টি	৫টি	৩১/০৩/২০১০	৫.০০	৪.৫৬৩৭৬	টিপিপির সংস্থান ছাড়াই এ অঙ্গের অর্থ ব্যয়ে ০৩/০৪/২০১০ এ ১টি প্রজেক্টরও ক্রয় করা হয়েছে
৬।	প্রিন্টার	২টি	৫টি	৩১/০৩/২০১০			
৭।	ফটোকপিয়ার	১টি	১টি	৩১/০৩/২০১০			
৮।	অফিস স্টেশনারী ও অন্যান্য	থোক	থোক	বিভিন্ন সময়	৩.০০	২.৭৪৯৭১	
	মোটঃ	**৯টি ও থোক**	**২০টি ও থোক**		**৩৫.০০**	**২৯.৯৭৩৪৭**	
৯।	ল্যাপটপ ক্রয়	-	১টি	৩১/০৩/২০১০	-	০.৪৩৬২৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে টিপিপির সংস্থান বহির্ভূতভাবে ৫টি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও থোক হিসেবে ব্যয় সহ মোট ৫.০২ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ ব্যয় করা হয়।
১০।	টেলিভিশন ক্রয়	-	১টি	তারিখ জানা যায়নি	-	০.২৭৯০০	
১১।	ফ্রিজ ক্রয়	-	১টি	**০৩/০৪/২০১০**	-	০.৩৭৩৫০	
১২।	আইপিএস ক্রয়	-	১টি	তারিখ জানা যায়নি	-	০.৩৭২৪৪	
১৩।	ওভেন ক্রয়	-	১টি	তারিখ জানা যায়নি	-	০.১০১০০	
১৪।	ক্রোকারিজ ক্রয়	-	১ সেট	তারিখ জানা যায়নি	-	০.১৪৯২৮	
১৫।	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়/স্থাপন			তারিখ জানা যায়নি		৩.৩১০৮০	
	মোটঃ					**৫.০২২২৬**	**টিপিপি বহির্ভূত ব্যয়**
		৯টি ও থোক	**২৫টি ও থোক**		**৩৫.০০**	**৩৫.০০**	

৭.৭.৫। এ প্রকল্পে ৪২০.০০ লক্ষ টাকা RPA(Reimbursable Project Aid) হিসেবে ব্যয়ের সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে RPA হিসেবে ৪২০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যয় করা হয়েছে এবং এ সমুদয় ব্যয় পুনর্ভরণ করা হয়েছে বলে PCR এ উল্লেখ করা হয়েছে। (PCR এর পৃষ্ঠা-২)। কিন্তু প্রকল্পের এ পুনর্ভরণযোগ্য অর্থে কি কি কাজ করা হয়েছে এবং কোন খাতে কত ব্যয় হয়েছে তা প্রকল্প পরিচালক কেন জানাতে পারেন নি তা বোধগম্য নয়। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান প্রকল্পে কোন আরপিএ অর্থ ব্যয় হয়নি, সমুদয় ব্যয় ডিপিএ। প্রকল্পের আওতায় এডিবি কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শক কর্তৃক সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ সংক্রান্ত কোন তথ্য/ডকুমেন্ট তার নিকট নেই। প্রকল্পের পরামর্শকগণ কর্তৃক সরাসরি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে জরীপ পরিচালনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে PCR এ আরপিএ হিসেবে প্রদর্শনের কারণ ও যৌক্তিকতা কি-প্রকল্প পরিচালক তা প্রদর্শনে সক্ষম হননি।

৭.৭.৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ কোন ব্যাংক একউন্টে জমা করা হয়নি। অর্থ ছাড় করা হয় ১০/০৬/২০১০ তারিখে এবং প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয় ১৫/০৬/২০১০ তারিখে। তবে তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে ০৪/০৭/২০১০ তারিখে জমা করা হয় এবং তন্মধ্যে ৩১/১২/২০১০ তারিখ পর্যন্ত ব্যয় হয় ৩৪.৫৮২৮১ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের অর্থ হতে ০.৪৯১০৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল।

৭.৮। পিসিআর-এ তথ্য প্রদান না করা বা বিভ্রান্তিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশনঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে (পিসিআর-এ) দায়সারাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পিসিআর-এর নির্ধারিত ছক যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি, ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এবং অনেক অংশ পুরণ না করেই সংস্থা ও মন্ত্রণালয় হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে প্রকল্পটি মূল্যায়নে সমস্যা হয়েছে। এ ধরণের অসমাপ্ত, অপুরণকৃত এবং ভুল তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ কিভাবে আইএমইডিতে প্রেরণ করে তা বোধগম্য হয়নি। পিসিআর-এ প্রদর্শিত বিভ্রান্তিপূর্ণ তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-১, অনুচ্ছেদ ৭ (এ) তে প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ হিসেবে পিসিপি এবং টিএপিপি দু'টিই উল্লেখ করা হয়েছে, যা কখনই হতে পারে না। পিসিপি এবং টিএপিপি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের প্রকল্পের দলিল। তাছাড়া ২০০৫ সালের পর হতে পিসিপি ছক চালু নেই এবং টিএপিপি ছক এর স্থলে টিপিপি ছক প্রবর্তন করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-২, অনুচ্ছেদ ৯.২ এ প্রদর্শিত সারণীতে এডিবির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক গৃহীত ০.৬০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বা ৪২.০০ লক্ষ টাকা একইসঙ্গে প্রকৃত ব্যয় এবং অব্যয়িত হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে, যা সর্বাংশে ভুল। একইভাবে অনুচ্ছেদ ৯.৩ এও তথ্য ভুলভাবে পরিবেশন করা হয়েছে।

(গ) প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-২, পার্ট-বি, অনুচ্ছেদ ১ এ প্রদর্শিত সারণীতে প্রকল্পের মেয়াদ এবং সময় অতিক্রান্তি (Time over run) সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়নি। প্রকল্পটির মেয়াদ এপ্রিল, ২০০৯ হতে জানুয়ারি, ২০১০ পর্যন্ত হলেও সমাপ্তি প্রতিবেদনে তা জানুয়ারি, ২০০৯ হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির সময় অতিক্রান্ত হয়েছে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫ মাস, কিন্তু পিসিআরএ তা উল্লেখ করা হয়নি।

(ঘ) প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-৩, অনুচ্ছেদ ৪ এ প্রদর্শিত সারণীতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়নি, কেবলমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। কতজনকে কি বিষয়ে কত জনমাস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি।

(ঙ) প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-৫, পার্ট-সি, অনুচ্ছেদ ১ (বি)-তে এডিপি/আরএডিপি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, টাকা অবমুক্তি এবং ব্যয় সংক্রান্ত বছর ভিত্তিক কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। এতে প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য যাচাই, পরীক্ষা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

৭.৯। প্রকল্পের নিরীক্ষা সংক্রান্ত : প্রকল্পের বাস্তবায়নকলে অর্থ ব্যয়ের উপর স্থানীয় ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ফাপাদ) কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। প্রকল্পের PCR এর পৃষ্ঠা-৬, পার্ট-এফ, অনুচ্ছেদ ১-২ এ প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং এবং নিরীক্ষা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান না করে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখনও মনিটরিং ও নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি। প্রাক্কলন ও বাস্তব কাজের সংস্থান, এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ, টাকা অবমুক্তি এবং ব্যয় সংক্রান্ত বছর ভিত্তিক তথ্য প্রদান করা হয়নি। এতে প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ যাচাই, পরীক্ষা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। মূল্যায়নকালে বা প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়ায় বাস্তবায়নকালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ সম্পর্কীত বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ জানা যায়নি।

০৮। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খুলনা শহরে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা গতিশীল ও ঋণাত্মক প্রভাবমুক্ত রাখাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খুলনা শহরে কি কি প্রভাব পড়তে পারে, শহরের ভূ-গর্ভে/গর্ভস্থ পানির স্তরে কি কি পরিবর্তন সাধিত হতে পারে তা নিরূপণ এবং এর জন্য সম্ভাব্য অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত করণীয় কি তা নিরূপণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে মূল ফলভোগকারীদের জন্য সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয় অনুসন্ধান।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খুলনা শহরে কি কি প্রভাব পড়তে পারে, শহরের ভূ-গর্ভে/গর্ভস্থ পানির স্তরে কি কি পরিবর্তন সাধিত হতে পারে তা নিরূপণ করা হয়েছে এবং এর জন্য সম্ভাব্য অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত করণীয় কি তা নিরূপিত হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে মূল ফলভোগকারীদের জন্য সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিও জন্য করণীয় অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়েছে।

০৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। সমস্যাঃ

১০.১। পিসিআর-এ তথ্য প্রদান না করা বা বিভ্রান্তিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশনঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে (পিসিআর-এ) দায়সারাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পিসিআর-এর নির্ধারিত ছক যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি, ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এবং অনেক অংশ পুরণ না করেই সংস্থা ও মন্ত্রণালয় হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে প্রকল্পটি মূল্যায়নে সমস্যা হয়েছে। এ ধরণের অসমাপ্ত, অপুরণকৃত এবং ভুল তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ কিভাবে আইএমইডিতে প্রেরণ করে তা বোধগম্য হয়নি।

১০.২। প্রকল্পের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত : এ প্রকল্পে ৪২০.০০ লক্ষ টাকা RPA(Reimbursable Project Aid) হিসেবে ব্যয়ের সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে RPA হিসেবে ৪২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ব্যয় করা হয়েছে এবং এ সমুদয় ব্যয় পুনর্ভরণ করা হয়েছে বলে PCR এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের এ পুনর্ভরণযোগ্য অর্থে কি কি কাজ করা হয়েছে এবং কোন খাতে কত ব্যয় হয়েছে তা প্রকল্প পরিচালক জানাতে পারেননি। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান প্রকল্পে কোন আরপিএ অর্থ ব্যয় হয়নি, সমুদয় ব্যয় ডিপিএ। যদি তাই হয় তাহলে PCR এ আরপিএ হিসেবে প্রদর্শনের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়নি এবং কি কারণে তা প্রদর্শন করা হলো তা তিনি জানাতে সক্ষম হননি।

১০.৩। প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদানকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়াঃ প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে চিহ্নিত ভুল-ভ্রান্তি, অসঙ্গতি ও অসমাপ্ত তথ্যসমূহ সংশোধন, পরিমার্জন এবং পুরণ এর জন্য প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং PCR টি সংশোধনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকাল পর্যন্ত তা করা হয়নি এবং এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অফিসিয়াল ব্যস্ততার কথা বলে বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান হতে বিরত থাকেন। এসব কারণে প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

১০.৪। টিপিপি'র সংস্থান বহির্ভূত ব্যয় ও অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ না করাঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে টিপিপির সংস্থান বহির্ভূতভাবে ৫টি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং থোক হিসেবে ব্যয় সহ মোট ৫.০২ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ ব্যয় করা হয় (অনুঃ ৭.৭.৪)। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ কোন ব্যাংক একউন্টে জমা করা হয়নি, বরং তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে ০৪/০৭/২০১০ তারিখে জমা করা হয় এবং তন্মধ্যে ৩১/১২/২০১০ তারিখ পর্যন্ত ব্যয় হয় ৩৪.৫৮২৮১ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের অর্থ হতে ০.৪৯১০৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল। পরিদর্শনকাল পর্যন্ত এ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি, যা নিয়মানুযায়ী করা যায় না।

১০.৫। প্রকল্পের নিরীক্ষা সংক্রান্ত : প্রকল্পের বাস্তবায়নকলে অর্থ ব্যয়ের উপর স্থানীয় ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ফাপাদ) কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়নি। প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং এবং নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি। প্রাক্কলন ও বাস্তব কাজের সংস্থান, এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ, টাকা অবমুক্তি এবং ব্যয় সংক্রান্ত বছর ভিত্তিক তথ্য প্রদান করা হয়নি। এতে প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ যাচাই, পরীক্ষা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। মূল্যায়নকালে বা প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়ায় বাস্তবায়নকালে অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ সম্পর্কীত বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ জানা যায়নি।

১১। সুপারিশঃ

১১.১। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও বাস্তব কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ যাতে যথাসময়ে সঠিকভাবে পাওয়া যায় এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যাতে বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সরাসরি ব্যবহৃত প্রকল্প সাহায্যের অর্থ সংক্রান্ত তথ্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রদান করেন সেদিকে যথাযথ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করা হলো।

১১.২। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালনা, তথ্য প্রদান এবং প্রকল্পের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান রাখেন এরূপ একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা আবশ্যক। প্রকল্পের তথ্য প্রদানে অক্ষম এবং তথ্য প্রদান ও ব্যবস্থাপনা সুচারূভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না এমন ব্যক্তিকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ না করাই শ্রেয়।

১১.৩। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে টিপিপির সংস্থান বহির্ভূতভাবে (যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং থোক ব্যয়) ৫.০২ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ ব্যয় করা সমীচীন হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষে অর্থ ব্যয় এবং অব্যয়িত অর্থ যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে সমর্পণ না করা সঠিক হয়নি। অবিলম্বে অব্যয়িত ৪৯১০৪/- টাকা অর্থ সরকারী কোষাগারে সমর্পণ করতে হবে।

১১.৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ও অর্থ ব্যয়ের উপর এ পর্যন্ত কোন নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালিত না হওয়ায় অবিলম্বে তা পরিচালনা করা আবশ্যক এবং নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণের আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

।। সমাপ্ত ।।